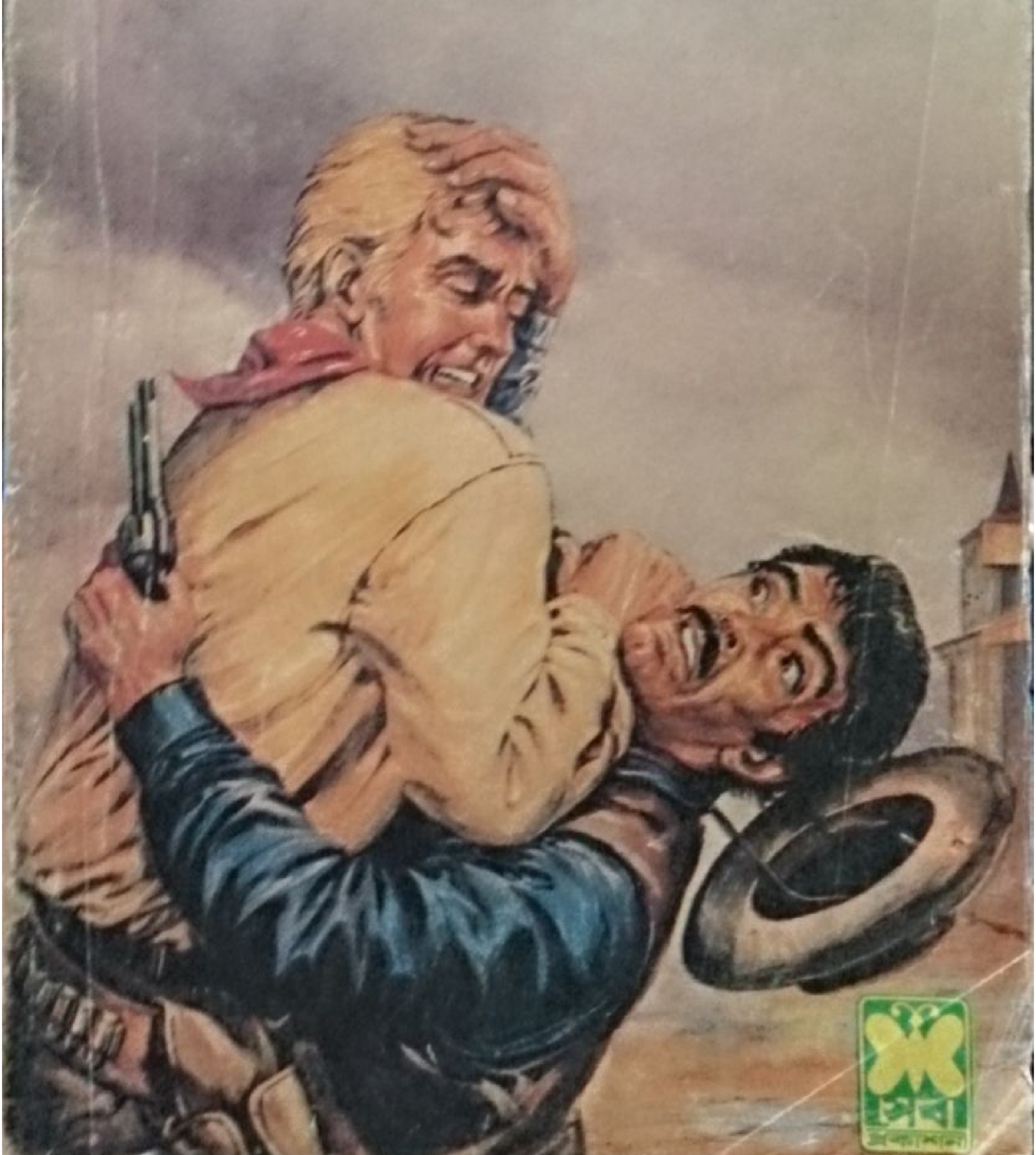
ওয়েস্টার্ন

মৃত্যুর মুখে এরফান

কাজী মাহবুব হোসেন



ওয়েস্টার্ন

মৃত্যুর মুখে এরফান

কাজি মাহবুব হোসেন

বিগ উইল জেমসের শহর জেমসটাউন।

জেমস পরিবারের যথেচ্ছ অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল তরুণ ছেলে মার্ক ওয়্যাগনার। ওকে সাহায্য করতে গিয়ে জড়িয়ে পড়ল এরফান। মিথ্যা সাজানো বিচার করে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিল ওদের উইল জেমস। মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়ে মার্ককে সাহায্য করার জন্যে আবার শহরে ফিরে এল এরফান। কিন্তু একা বিগ জেমসের পেশাদার পিস্তলবাজের বিরাট দলের মোকাবিলা সে কিভাবে করবে?

সেবা প্রকাশনী

এক

'তুমি বেরোবে, নাকি আমাকেই সেলুনে ঢুকে তোমার মুখোমুখি হতে হবে?' গলার স্বরটা উত্তেজনায় কাঁপছে। কিন্তু ওর কথায় কোন ধাপ্পাবাজি নেই—মুখে যা বলছে, তাই সে করবে। তরুণ লোকটার বয়স বড়-জোর বিশ হবে। ওর চড়া সুরে বলা কথাগুলো ভোরের বাতাস চিরে স্পষ্ট শোনা গেল। বক্তার পরনে একটা রঙ ফ্যাকাসে হওয়া লিভাই (Levi) জিনসের প্যান্ট আর মোটা কাপড়ের কাউবয় শার্ট। বুট জোড়াও ব্যবহারে কিছুটা ক্ষয়ে গেছে। নিষ্পাপ চেহারা দেখে বোঝা যায় জীবনে লুকাবার মত কোন কাজ সে করেনি।

ঝড়ের বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে জেম্‌স্‌টাউনের একমাত্র সেলুন 'দি ওয়েসিস'-এর সামনে থেমে ওই হুমকি দেয়া শুনে রাস্তায় ওই সময়ে যারা ছিল তারা ঝটপট সরে পড়ল। ওরা নিজেদের বাড়ির দেয়ালের আড়াল থেকে জানালা আর দরজা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখছে কি ঘটে। মাথায় হ্যাট নেই, ধুলোময় রাস্তায় দাঁড়িয়ে তরুণ ছেলেটা একদৃষ্টে সেলুনের ব্যাটউইঙ দরজার দিকে তাকিয়ে আছে। ওর ডান হাতটা বারবার প্যান্টে গোঁজা আর্মি মডেলের কোল্টের মসৃণ বাঁটটা মুঠো করে ধরছে, আবার ছাড়ছে।

'বাড্‌ জেম্‌স্‌! আমি পাঁচ পর্যন্ত গুনব!' চিৎকার করে জানাল ছেলেটা। 'তুমি এর মধ্যে বেরিয়ে না এলে আমিই ভিতরে ঢুকে তোমাকে শেষ করব!'

জানালা আর দরজা দিয়ে যারা বিস্মিত চোখে চেয়ে আছে তাদের প্রতি ওর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই।

'ওটা "O" র‍্যাঞ্চের মার্ক. ওয়্যাগনার না?' একজন দর্শক প্রশ্ন করল। 'বাড্ জেমসের সাথে ওর কি বিরোধ?'

'জানি না,' জবাব দিল তার প্রতিবেশী। 'কিন্তু পাগল ছাড়া কেউ জেমসদের সাথে লাগতে যাবে না।'

প্রশ্নকারী মাথা ঝাঁকিয়ে উক্তিটাকে সমর্থন করল। এই শহরে টিকতে হলে জেমসদের সাথে লাগতে যাওয়া খুবই অস্বাস্থ্যকর। কিন্তু তরুণ রাগের মাথায় নিজের ধ্বংস নিজেই ডেকে আনছে।

'এক!' চেঁচিয়ে গুনছে মার্ক। 'দুই! তিন! চার!...পাঁচ!' ওর চেহারাটা সঙ্কল্পে কঠিন হলো। 'আমি ভিতরে আসছি, বাড্!'

সেলুনের জানালার দর্শক দ্রুত সরে দেয়ালের সাথে সেঁটে দাঁড়াল। ব্যাটউইঙ দরজা ঠেলে সেলুনে ঢুকল ছেলেটা। ভিতরে এত সকালে মাত্র ডজনখানেক লোক রয়েছে। সবাই উদগ্রীব চোখে বারের অপর প্রান্তে দাঁড়ানো লোকটার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছে।

ওই লোকটাই বাড্ জেমস। ওকেই চ্যালেঞ্জ করেছে মার্ক। বয়সে সে মার্কের চেয়ে কয়েক বছরের বড়ই হবে। কালো স্যুট ওর পরনে—কোথাও এতটুকু ধুলো নেই—পালিশ করা বুট ঝকঝক করছে। লোকটাকে মোটামুটি সুদর্শনই বলা চলে। কিন্তু চঞ্চল চোখ আর চেহারায় দৃঢ়তার অভাবে বোঝা যায় খোলা প্রকৃতির মানুষ সে। রোদে পোড়া স্বাস্থ্যকর বাদামী মুখ কিছুটা ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে এখন। ঠোঁট কাঁপা থামাতে নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরেছে। সাহায্যের আশায় কামরার আর সবার দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকাল সে। কিন্তু কারও থেকে সমর্থন বা সাহায্য এল না। দর্শকদের কেউ খ্যাপা তরুণের সাথে বিরোধে যেতে রাজি নয়। শেষে ভীত চোখে মার্কের দিকে তাকাল।

'আমি তোমার সাথে লড়ব না, ওয়্যাগ্নার,' শুকনো ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল সে। 'তোমার সাথে আমার কোন বিরোধ নেই।'

'নিশ্চয় আছে,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল মার্ক। 'পিস্তল ধরো, হতচ্ছাড়া

শয়তান!'

টাক-মাথা লম্বা বারটেণ্ডার হাত দুটো পালিশ করা কাউন্টারের ওপর সবার গোচরে রেখে ধীরেধীরে জেমসের পাশ থেকে মার্কের দিকে সরে এল। প্রৌঢ় লোকটার মুখে কিছু ভাঁজ পড়লেও চেহারাটা সৌম্য।

'মার্ক,' অনুনয় করে বলল সে, 'একটু শান্ত হও, বাছা। রাগের মাথায় ভীষণ একটা বিপদে জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছ তুমি। ব্যাপারটা আরও খারাপের দিকে মোড় নেয়ার আগেই ঘোড়া নিয়ে এখান থেকে তোমার সরে পড়া ভাল।'

'তুমি এর মধ্যে নাক গলাতে এসো না, ফ্রেড। তোমার বোতল নিয়েই তুমি থাকো।' বারের শেষ প্রান্তে দাঁড়ানো ভয়ে কুঁকড়ে যাওয়া লোকটার দিকে আবার জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চোখ সরু করে তাকাল সে!

'তুমি কি পুরুষের মত লড়বে, নাকি কুকুরের মত মরতে চাও, জেমস?' হিসহিসিয়ে বলল মার্ক।

বাড্ জেমস হাত দুটোকে কোমরের পাশ থেকে প্রায় কাঁধের কাছাকাছি তুলে দাঁড়াল। কিছুতেই লড়তে রাজি নয়, এটা স্পষ্ট বুঝিয়ে দিল সে।

'আমি...আমি বুঝতে পারছি না আমার ওপর তোমার এত রাগের কি কারণ,' একটু তুতলে বলল বাড্। 'তোমরা সবাই সাক্ষী,' ভাঙা গলায় বলল সে। 'আমি পিস্তল ড্র করব না। আমার ভাইয়েরা...'

'জাহান্নামে যাক তোমার ভাইয়েরা, সঙ্গে তুমিও!' খেঁকিয়ে উঠল মার্ক। কোমরে গোঁজা পিস্তলটা বের করে বাড্ জেমসের দিকে তাক করল সে। মেঝেতে চেয়ার ঘষার শব্দ উঠল। ঝটপট লোকজন চেয়ার পিছনে ঠেলে উঠে গুলির আওতা থেকে সরে গেল। বারটেণ্ডার কাউন্টারের পিছনে মাথা লুকাল।

'তাহলে তুমি যেমন তেমনি কুকুরের মতই তোমাকে গুলি করে মারব আমি,' তীব্র ঘৃণার সাথে বলল সে। 'অল্পেই রেহাই পেয়ে যাচ্ছ তুমি—তোমার মত শয়তানকে চাবুক দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা উচিত।'

বুড়ো আঙুল দিয়ে টেনে পিস্তলটা কক করল বাড। বারে পিঠ ঠেকিয়ে ভয়ে কুঁকড়ে গেল বাড। মানা করার ভঙ্গিতে একটা হাত সামনে বাড়িয়েছে সে। ওর প্রত্যেকটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভয়ে থরথর করে কাঁপছে।

'থামো, ওয়্যাগ্নার!'

আড়ষ্ট হয়ে জমে গেল ছেলেটা। বুড়ো আঙুলটা ছেড়ে দিলেই গুলিটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবে।

'হ্যামারটা নামাও, বাছা! খুব ধীরে!'

ওয়্যাগনার ছাড়া সেলুনের বাকি সবার চোখ এখন বক্তার ওপর গিয়ে স্থির হলো। কাঁচা-পাকা চুলওয়ালা হৃষ্টপুষ্ট একটা লোক। বয়সের ছাপ-পড়া ক্লান্ত চেহারা—বুকে একটা রূপার স্টার আঁটা।

'অবাক কাণ্ড!' নতুন পরিস্থিতি দেখে মন্তব্য করল দর্শকদের একজন। 'আমি নিশ্চিত ধরে নিয়েছিলাম বাড আজ মারা পড়বে।'

'আর দশটা সেকেণ্ড পরে তাই ঘটত,' স্বীকার করল আর একজন। 'ওর কপাল ভাল বেন.ক্রসবি এসে হাজির হয়েছে।'

'হ্যাঁ, নিজেদের পোষা শেরিফ রাখায় অনেক সুবিধা আছে,' ব্যঙ্গোক্তি করল তৃতীয় একজন।

কাঁকড়ার মত গতিতে সুবিধামত জায়গায় সরে এল শেরিফ। ওখান থেকে দুজনকেই সে কাভার করতে পারবে। হাতের উদ্যত পিস্তল নেড়ে সে ইঙ্গিত করল।

'ওটা ফেলে দাও, মার্ক,' হুমকি দিল শেরিফ। 'আমার পিস্তলের মুখে রয়েছ তুমি।'

মুহূর্তের জন্যে মনে হলো যেন মার্ক ওর আদেশ উপেক্ষা করবে—কিন্তু স্তব্ধ নীরবতার মাঝে ক্রসবির পিস্তল কক করার শব্দে কয়েকজন উত্তেজনায় নড়ে উঠল। তারপর মার্কের কাঁধ দুটো হতাশায় একটু ঝুলে পড়ল। কাঠের গুঁড়ো ছড়ানো কাঠের মেঝেতে সশব্দে ভারি পিস্তলটা পড়ল।

'ওটার থেকে পিছিয়ে যাও, ওয়্যাগ্নার,' আদেশ করল বেন। 'ধীরে।'

দু'পা পিছিয়ে এল মার্ক। এখন শেরিফের সাথে ওর দূরত্ব মাত্র তিন ফুট। বাড জেমস দ্রুত এগিয়ে এসে পিস্তলটা মেঝে থেকে তুলে নিয়ে কক করে সরাসরি মার্কের বুকের দিকে তাক করল। এখন আর ওর চেহারায় ভয়ের কোন চিহ্ন নেই—ওখানে ফুটে উঠেছে ঘৃণা আর বিজয় উল্লাস। ওর সুদর্শন চেহারাটা বিকৃত হয়ে ওকে শয়তানের দোসরের মতই দেখাচ্ছে।

'এখন...' রাগে দাঁত খিঁচাল সে। 'কাকে তুমি জাহান্নামে পাঠাবে, বীর পুরুষ?'

'তোমাকে মেরে ফেলে তোমার পোষা কুকুরের বিরুদ্ধে চান্স নেয়াই আমার উচিত ছিল,' রোষের সাথে জবাব দিল ওয়্যাগ্‌নার। 'মানুষের মত বাঁচার যোগ্যতা তোমার নেই।'

'মুখ সামলে কথা বলো,' ধমকে উঠল বাড জেমস। 'বেশি কথা বললে আমি তোমাকে খুন করে ফেলব!'

'শান্ত হও, বাড,' ওকে বাধা দিয়ে বলল ক্রসবি। 'এখন আর ও কোথাও যাবে না।' মার্কের দিকে ফিরল সে। 'এবার বলো, বাছা, ঘটনাটা কি? তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? এই শহরের একজন সম্মানীয় নাগরিককে তুমি মারতে এসেছ?'

রোষের সাথে মাথা ঝাঁকিয়ে বাড জেমসকে দেখাল মার্ক। 'ওকেই জিজ্ঞেস করো,' জবাব দিল সে। 'ও জানে এর কারণ।'

'ওর মাথা খারাপ,' শেরিফকে বলল বাড। 'ও কি বলছে তার কিছুই আমি জানি না।'

'এর একটা ব্যাখ্যা তোমাকে দিতে হবে, ওয়্যাগ্‌নার,' কঠিন স্বরে বলল শেরিফ। 'কিং উইল জেমস জানতে চাইবে কেন তুমি ওর ভাইয়ের পিছনে লেগেছ।'

কাঁধ উঁচাল মার্ক। এমন একটা ভাব যেন জানে সে যা'ই বলুক না কেন কোন কিছুতেই কিছু আসেযাবে না। যা ঘটেছে এরপর পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই তাকে রক্ষা করে। 'তোমার কি মনে হয় তোমার বস্‌

আমার কারণ ছিল কি না ছিল এ'নিয়ে মাথা ঘামাবে?' উদ্ধত ভাবে শেরিফকে প্রশ্ন করল সে।

'তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি যে বিগ উইল আমার বস্ নয়,' বিরক্ত স্বরে বলে উঠল শেরিফ। 'আমি আমার নিজস্ব উপায়ে এখানে শান্তি রক্ষা করি। কারও কথায় চলি না।'

'নিশ্চয় বেন,' খোঁচা দিল মার্ক। 'এমন কথা ঘোড়ায় শুনলেও হাসবে।'

'মুখ সামলে কথা বলো, টেঁপো ছোকরা,' গর্জে উঠল বাড জেমস। 'এখনও বিপদ কাটেনি তোমার।'

'আমার মনে হয় তুমি যেখানে যাচ্ছ সেখান থেকে বেরোতে তোমার চুল পেকে যাবে,' বাডকে সমর্থন করল ক্রসবি। 'মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে হামলা...'

'দেরি করছ কেন? কাজটা সেরেই ফেলো,' তিক্ত স্বরে বলল মার্ক। 'এই জন্যেই তো তোমাকে বিগ উইল টাকা দেয়।'

এই সময়ে বারটেণ্ডার ফ্রেড ওকে থামাবার চেষ্টা করল।

'মার্ক, ওভাবে কথা বোলো না,' বলল সে। 'তুমি আইন-সম্মত বিচার পাবে, তাই না, বেন?'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়,' বলল শেরিফ ক্রসবি। ওর স্বরটা নির্বিকার।

'তুমি তোমার দিকটা তখন বলতে পারবে,' বলে চলল ফ্রেড। 'জুরি...'

'জুরি? জেমসদের বাছাই করা একদল লোক! তুমি তো এখানকার রীতিনীতি সবই জানো, ফ্রেড। জেমসরা আমাকে পালাতে চেষ্টা করার অজুহাতে খুন করাবে। যেমন ঘটেছে অন্তত আরও ছয়জনের বেলায়...'

'চুপ করো!' উঁচু স্বরে চিৎকার করে উঠে এগিয়ে এসে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মার্ককে আঘাত করল বাড। ঠোঁট ফেটে রক্ত বেরিয়ে এল ওর। মার্কের পেটা শরীর, উত্তেজিত হয়ে মুঠো পাকিয়ে বাডকে মারার ঘুসি তুলল সে। সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এসে শেরিফ পিস্তলটা ওর পিঠে ঠেকাল। হাত নামিয়ে

নিল মার্ক। এবার উল্লসিত হয়ে আবার এগিয়ে এসে প্রচণ্ড এক চড়ে বন্দী লোকটার মাথা ঘুরিয়ে দিল।

'এই, তোমরা এসব কি করছ–' প্রতিবাদ করতে গিয়েও চুপ করতে বাধ্য হলো ফ্রেড। শেরিফ তার দিকেই পিস্তল তাক করেছে।

'তুমি এর মধ্যে নাক গলাতে এসো না, ফ্রেড,' সাবধান করল শেরিফ।

আবার ওকে আঘাত করল বাড জেমস।

'নিজেকে খুব শক্ত মনে করো, না?' উন্মত্ত স্বরে বলল সে। 'শক্তিশালী মানুষ! তুমি আর তোমার মহান ছোট বোন। যাক, এখন সে আর তেমন মহান নেই, আছে?'

কথাগুলো বলে সে পিছিয়ে গেল। পৈশাচিক একটা হিংস্র শব্দ বেরোল মার্কের গলার ভিতর থেকে। উন্মাদের মত ভাবলেশহীন দেখাচ্ছে ওর চোখ–ঠিক শিকারি চিতার মত। খুনের নেশায় ওর কাঁধের পেশী শক্ত হয়ে উঠল।

'হারামজাদা...শয়তান...' সামনের লোকটার গলা টিপে ধরার জন্যে হাত বাড়িয়ে দু'কদম এগোল মার্ক। দ্রুত পিছিয়ে গেল বাড জেমস। ওর চোখ দুটো আতঙ্কে বিস্ফারিত। আক্রমণ ঠেকাতে পিস্তল তুলল সে। ওদিকে শীতল একটা হাসি ফুটে উঠেছে শেরিফের মুখে। পিছন থেকে পিস্তল কক করল বেন।

ওই সময়ে বজ্রপাতের মত শব্দ তুলল দুটো গুলির আওয়াজ।

একটা গুলি বাডের পিস্তলটাকে ছিটকে নিয়ে বারের পিছনের র‍্যাকে রাখা একটা বোতলের ওপর ফেলল। একটা গালি বেরিয়ে এল বাডের মুখ থেকে। দ্বিতীয়টা এত দ্রুত হয়েছে যে মনে হলো যেন একটাই গুলি চালানো হয়েছে। ওটা গিয়ে লাগল কনুইয়ে তিন ইঞ্চি নিচে শেরিফের ডান হাতের পেশীতে। .৪৫ কোল্টের গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে উঁচুতে সেলুনের দেয়ালে গিয়ে বিঁধল। গুলির ধাক্কায় শেরিফ ক্রসবি বারের পালিশ করা কাউন্টারের ওপর গিয়ে পড়ল। ঘুরে কোত্থেকে এই অপ্রত্যাশিত হামলাটা

এল দেখার চেষ্টা করছে লোকটা। বাড জেমস ঘুরে দাঁড়িয়ে ছোবল মারল নিজের খাপ থেকে পিস্তল বের করার জন্যে।

'ওটা বের করার আগে এক মুহূর্ত চিন্তা করে নাও,' সতর্ক বাণী ঘোষিত হলো। যদিও কথাটা নিচু স্বরেই বলা হয়েছে, হুমকিটা অগ্রাহ্য করা পাকা খুনীর পক্ষেও সম্ভব নয়।

নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে শেরিফ বেন প্রশ্ন করল, 'তুমি আবার কোন নরকের কীট, মিস্টার?'

'আমার নাম জেসাপ,' নিচু স্বরেই জবাব এল। বেন ওকে খুঁটিয়ে দেখল। লোকটা দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অ্যাথলীটের মত ওর দেহ। এখন অলস ভাবে দাঁড়িয়ে আছে বটে, কিন্তু প্রয়োজনে যে কতটা ক্ষিপ্র হতে পারে তার প্রমাণ সে পেয়েছে। ওর ঠোঁটের সিগারেট থেকে ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে ছাদের দিকে উঠছে। সাধারণ কাউবয়ের পোশাক ওর পরনে। বয়স হয়তো চব্বিশের কাছাকাছি হবে। চিকন কোমরে দুটো গানবেল্ট—খাপ দুটো চামড়ার ফিতে দিয়ে উরুর সাথে বাঁধা। চেহারা দেখে ওর মনের ভাব বোঝার কোন উপায় নেই। চোখ দুটো এখন মেরু অঞ্চলের বরফের মতই ঠাণ্ডা। ঠোঁটে এক টুকরো কৌতুকের হাসি কঠিন চেহারাটাকে একটু নরম করেছে। ক্রসবি সবই লক্ষ করল, কিন্তু ভুল সিদ্ধান্ত নিল।

শহরে নতুন এসেছে, জানে না কোন বিপদে জড়িয়ে পড়েছে—ভাবল সে। বারটেণ্ডারের দিকে ফিরল বেন।

'ফ্রেড, ওকে বলে দাও কোন চক্করে সে জড়িয়ে পড়েছে।'

'জানি, ঝামেলা পোহাতে হবে,' হাসি মুখেই বলে উঠল জেসাপ। 'এটাই আমার একমাত্র দুর্বলতা। যখনই দেখি কেউ একজন নিরস্ত্র মানুষকে গুলি করতে যাচ্ছে—নিজেকে সামলাতে পারি না, প্রতিবার একই কাজ করে বসি। স্থির থাকো, তুমি!'

এই ধমকে আড়ষ্ট হয়ে জমে গেল বাড। ওর হাতটা ধীরে ধীরে কোমরে ঝোলানো পিস্তলের বাঁটের দিকে এগোচ্ছিল।

নিল মার্ক। এবার উল্লসিত হয়ে আবার এগিয়ে এসে প্রচণ্ড এক চড়ে বন্দী লোকটার মাথা ঘুরিয়ে দিল।

'এই, তোমরা এসব কি করছ—' প্রতিবাদ করতে গিয়েও চুপ করতে বাধ্য হলো ফ্রেড। শেরিফ তার দিকেই পিস্তল তাক করেছে।

'তুমি এর মধ্যে নাক গলাতে এসো না, ফ্রেড,' সাবধান করল শেরিফ।

আবার ওকে আঘাত করল বাড জেমস।

'নিজেকে খুব শক্ত মনে করো, না?' উন্মত্ত স্বরে বলল সে। 'শক্তিশালী মানুষ! তুমি আর তোমার মহান ছোট বোন। যাক, এখন সে আর তেমন মহান নেই, আছে?'

কথাগুলো বলে সে পিছিয়ে গেল। পৈশাচিক একটা হিংস্র শব্দ বেরোল মার্কের গলার ভিতর থেকে। উন্মাদের মত ভাবলেশহীন দেখাচ্ছে ওর চোখ—ঠিক শিকারি চিতার মত। খুনের নেশায় ওর কাঁধের পেশী শক্ত হয়ে উঠল।

'হারামজাদা...শয়তান...' সামনের লোকটার গলা টিপে ধরার জন্যে হাত বাড়িয়ে দু'কদম এগোল মার্ক। দ্রুত পিছিয়ে গেল বাড জেমস। ওর চোখ দুটো আতঙ্কে বিস্ফারিত। আক্রমণ ঠেকাতে পিস্তল তুলল সে। ওদিকে শীতল একটা হাসি ফুটে উঠেছে শেরিফের মুখে। পিছন থেকে পিস্তল কক করল বেন।

ওই সময়ে বজ্রপাতের মত শব্দ তুলল দুটো গুলির আওয়াজ।

একটা গুলি বাডের পিস্তলটাকে ছিটকে নিয়ে বারের পিছনের র‍্যাকে রাখা একটা বোতলের ওপর ফেলল। একটা গালি বেরিয়ে এল বাডের মুখ থেকে। দ্বিতীয়টা এত দ্রুত হয়েছে যে মনে হলো যেন একটাই গুলি চালানো হয়েছে। ওটা গিয়ে লাগল কনুইয়ে তিন ইঞ্চি নিচে শেরিফের ডান হাতের পেশীতে। .৪৫ কোল্টের গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে উঁচুতে সেলুনের দেয়ালে গিয়ে বিঁধল। গুলির ধাক্কায় শেরিফ ক্রসবি বারের পালিশ করা কাউন্টারের ওপর গিয়ে পড়ল। ঘুরে কোত্থেকে এই অপ্রত্যাশিত হামলাটা

এল দেখার চেষ্টা করছে লোকটা। বাড জেমস ঘুরে দাঁড়িয়ে ছোবল মারল নিজের খাপ থেকে পিস্তল বের করার জন্যে।

'ওটা বের করার আগে এক মুহূর্ত চিন্তা করে নাও,' সতর্ক বাণী ঘোষিত হলো। যদিও কথাটা নিচু স্বরেই বলা হয়েছে, হুমকিটা অগ্রাহ্য করা পাকা খুনীর পক্ষেও সম্ভব নয়।

নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে শেরিফ বেন প্রশ্ন করল, 'তুমি আবার কোন নরকের কীট, মিস্টার?'

'আমার নাম জেসাপ,' নিচু স্বরেই জবাব এল। বেন ওকে খুঁটিয়ে দেখল। লোকটা দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অ্যাথলীটের মত ওর দেহ। এখন অলস ভাবে দাঁড়িয়ে আছে বটে, কিন্তু প্রয়োজনে যে কতটা ক্ষিপ্র হতে পারে তার প্রমাণ সে পেয়েছে। ওর ঠোঁটের সিগারেট থেকে ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে ছাদের দিকে উঠছে। সাধারণ কাউবয়ের পোশাক ওর পরনে। বয়স হয়তো চব্বিশের কাছাকাছি হবে। চিকন কোমরে দুটো গানবেল্ট—খাপ দুটো চামড়ার ফিতে দিয়ে উরুর সাথে বাঁধা। চেহারা দেখে ওর মনের ভাব বোঝার কোন উপায় নেই। চোখ দুটো এখন মেরু অঞ্চলের বরফের মতই ঠাণ্ডা। ঠোঁটে এক টুকরো কৌতুকের হাসি কঠিন চেহারাটাকে একটু নরম করেছে। ক্রসবি সবই লক্ষ করল, কিন্তু ভুল সিদ্ধান্ত নিল।

শহরে নতুন এসেছে, জানে না কোন বিপদে জড়িয়ে পড়েছে—ভাবল সে। বারটেণ্ডারের দিকে ফিরল বেন।

'ফ্রেড, ওকে বলে দাও কোন চক্করে সে জড়িয়ে পড়েছে।'

'জানি, ঝামেলা পোহাতে হবে,' হাসি মুখেই বলে উঠল জেসাপ। 'এটাই আমার একমাত্র দুর্বলতা। যখনই দেখি কেউ একজন নিরস্ত্র মানুষকে গুলি করতে যাচ্ছে—নিজেকে সামলাতে পারি না, প্রতিবার একই কাজ করে বসি। স্থির থাকো, তুমি!'

এই ধমকে আড়ষ্ট হয়ে জমে গেল বাড। ওর হাতটা ধীরে ধীরে কোমরে ঝোলানো পিস্তলের বাঁটের দিকে এগোচ্ছিল।

'এটা তোমার পাওনা নয়, তবু সাবধান করলাম, কারণ সীজন ছাড়া স্কাঙ্ক (দুর্গন্ধযুক্ত একটা প্রাণী, আকারে কাঠবিড়ালীর চেয়ে একটু বড়) মারা আমি অপছন্দ করি।'

অপমানে লাল হয়ে উঠল বাড জেমস।

'মুখ তো খুব চলে দেখছি,' খেঁকিয়ে উঠল বাড। 'ফাইটও তেমনি করতে পারো তো? তুমি নিজেই জানো না যে ঝামেলায় তুমি নিজেকে জড়িয়েছ এর থেকে তোমার মুক্তি নেই। আজ পর্যন্ত জেমসদের বিরোধিতা করে কেউ টিকতে পারেনি।'

'ওই যে আবার ভয় দেখাচ্ছ,' নরম সুরেই বলল জেসাপ। 'এভাবে ভয় দেখালে আমার হাঁটু কাঁপতে শুরু করবে।' এবার মার্কের উদ্দেশে সে বলল, 'ওই হুলো-বেড়ালদের পাশ থেকে সরে দরজার দিকে এগোও, বাছা।'

নির্দেশ অনুসারে দরজার দিকে এগোল মার্ক। তারপর জেসাপ পিছিয়ে ওর পাশে এসে দাঁড়াল। পিস্তল দুটো খাপে ভরা থাকলেও হাত দুটো তৈরি আছে—যেন কেউ সুযোগ বুঝে গুলি চালাতে না পারে।

অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরে বাডের আত্মবিশ্বাস ফিরে এসেছে। শেরিফ বেন চেহারায় একটা সম্মানীয় ভাব আনার চেষ্টা করছে।

'তুমি সোজা বর্ডারের দিকে পালাও জেসাপ,' হুমকি দিল বাড। 'এই এলাকায় থাকলে তোমার জীবনের ফুটো পয়সাও দাম থাকবে না।'

'ও সত্যি কথাই বলছে, মিস্টার জেসাপ,' ফিসফিস করে বলল মার্ক। 'এটা উইল জেমসের শহর। ওরা আমাদের এখানে ধরতে পারলে জ্যান্ত ছাড়বে না।'

মাথা ঝাঁকাল জেসাপ। 'তোমার ঘোড়াটা বাইরে আছে?'

'আছে,' জবাব দিল মার্ক।

'তাহলে আমাদের সরে পড়াই ভাল।' সেলুনের লোকগুলোকে সম্বোধন করে জেসাপ বলল, 'আমি গুলি ছুঁড়লে সাধারণত তা লক্ষ্যে গিয়ে আঘাত করে,' সাবধান করল সে। 'সুতরাং ভুল করে কয়েক মিনিট পার হওয়ার

আগে কেউ দরজার বাইরে মুখ বের কোরো না। নইলে ফুটো হয়ে যাবে মাথা।'

'সময় থাকতেই পালাও, আমার ভাইয়েরা তোমার নাগাল পেলে তোমাকে কুকুরের মতই গুলি করে মারবে।'

'ওই ভাবেই ওরা শিকার করে সন্দেহ নেই,' একটু হেসে বলল সে। মার্কের দিকে চেয়ে নড় করল সে, এবং সাবধানে পিছিয়ে দরজার দিকে এগোল। একই মুহূর্তে ব্যাটউইঙ দরজার উপর দিয়ে একজন লম্বা মানুষের মাথা আর কাঁধ দেখা দিল। জেসাপ শেরিফের চেহারায় পরিবর্তন লক্ষ করল। অদেখা বিপদের মোকাবিলা করতে ঘুরে দাঁড়াল সে। কিন্তু বাইরের লোকটা এক নজরেই পরিস্থিতি আঁচ করে নিয়ে সক্রিয় হলো। ওর পিস্তলের নলটা সজোরে নেমে এল জেসাপের মাথার ওপর। জোরালো আঘাতে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল জেসাপ। এবং ওই আঘাতের সাথে পিস্তলের নলটা আড়াআড়ি সরিয়ে মার্কের ডান কানের পাশে আঘাত করল। আরেকটা আঘাত পড়ল ওর ঘাড়ের ওপর। দুজনেই ধরাশায়ী হলো। অজ্ঞান অবস্থায় ওদের দুজনকেই টেনে নিয়ে জেলে আটক করা হলো।

দুই

এটা যদি স্বর্গ হয়, তাহলে আমি সত্যিই হতাশ হলাম,' জ্ঞান ফিরে পেয়ে মন্তব্য করল জেসাপ। মিকেরও জ্ঞান ফিরে এসেছে—নতুন বন্ধুর মন্তব্য শুনে সে একটু হাসল। তারপর মাথা নাড়ল।

'আমি যেমন বোধ করছি, তোমার চেহারা ঠিক তেমনি দেখাচ্ছে,'

বলল সে। সত্যিই দুজনেরই বিপর্যস্ত চেহারা। ওদের জামা-কাপড় রক্ত-মাখা আর ধুলোময়। মিকের কানের পাশে রক্তের ধারাটা শুকিয়ে জমাট বেঁধে রয়েছে। জেসাপের মাথার চামড়া চিরে যে রক্ত বেরিয়েছে সেটারও একই অবস্থা। হাত আর জামা-কাপড়ে ওয়্যাগনের চাকার দাগওয়ালা রাস্তা দিয়ে ছেঁচড়ে নিয়ে আসার দাগ।

'মনে হচ্ছে ওরা আমাদের পা ধরে টেনে নিয়ে এসেছে,' মন্তব্য করল জেসাপ। নিজের হাতের বাঁধনটা পরীক্ষা করে দেখল সে। কোথাও একটুও ঢিল নেই। কোন অভিজ্ঞ লোক বেঁধেছে। 'এটাই কি জেল?' প্রশ্ন করল সে।

মাথা ঝাঁকিয়ে বিষণ্ণ চোখে ছোট সেলটার চার পাশে তাকাল মার্ক।

'এটা সেলুনের ঠিক উল্টো পাশে,' বলল সে। তারপর একটু ইতস্তত করে আবার বলল, 'মিস্টার জেসাপ...আমার জন্যে তুমি যা করেছ সেজন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাতেও পারিনি...'

'কোন দরকার নেই,' ওকে বাধা দিয়ে বলল জেসাপ। 'আর আমার বন্ধুরা আমাকে এরফান বলেই সম্বোধন করে।' সঙ্গীর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ওকে একটা প্রশ্ন করল এরফান।

'বাড হচ্ছে জেমসদের সবথেকে ছোট ভাই। আর দুজন হচ্ছে ডাফ আর বিগ উইল। উইলিয়ামই সবার বড়। পঁয়ত্রিশের মত বয়স।'

'শহরটা তাহলে ওদের বাবার নাম অনুসারেই নামকরণ করা হয়েছে? সে কি এখনও আছে?'

মাথা নাড়ল মার্ক। 'বুড়ো জেক কয়েক বছর আগে মারা গেছে। সে'ই এখানে প্রথম এসেছিল যুদ্ধের পর। শহরের উত্তরে ওদের জেমস র‍্যাঞ্চ। তখন শহরের পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণে একটা সৈনিক ঘাঁটি ছিল—ফোর্ট লেইন। লোকটা ভাল ব্যবসায়ী ছিল। সে ঠিকই বুঝেছিল সৈনিকদের অবসর কাটানোর মত একটা জায়গা দরকার। তাই তার র‍্যাঞ্চ আর ফোর্টের মাঝামাঝি জায়গায় একটা স্টোর আর সেলুন তৈরি করেছিল। টেক্সাস

থেকে তার কিছু আত্মীয়-স্বজন আনিয়ে ওগুলোর দেখাশোনার ভার দিয়েছিল। তারপর ওখানেই জেমসটাউন গড়ে উঠেছে।'

মাথা ঝাঁকাল এরফান। অনেকেই আর্মির সাথে ব্যবসা করে বড় লোক হয়েছে।

'মনে হয় সে ওদের গরু আর ঘোড়াও সাপলাই দিত, তাই না?' প্রশ্ন করল এরফান।

'অবশ্যই,' জবাব দিল মার্ক। 'ওদের সব কন্ট্র্যাকটেই ছিল ওর মনোপোলি। আর কাউকে ব্যবসায় ঢোকার সুযোগ সে দেয়নি। তারপর আর্মিরা ফোর্ট ছেড়ে চলে গেল।'

'এটা কতদিন আগের ঘটনা?'

'আঠারোশো তেহাত্তরের ডিপ্রেশনের সময়ে। ফোর্টটা এখন প্রায় ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়েছে। কেবল কয়েকটা মেক্সিকান পরিবার ওখানে থাকে এখন। একশো মাইলের মধ্যে আর কোন বসতি নেই। এই উপত্যকাটা কেবল জেমসটাউনই বাঁচিয়ে রেখেছে। এই শহরের সবাইকে জেমসদের কথামত চলতে হয়। ওদের কথামত না চললে এই এলাকা ছেড়ে পালাতে হয়, কিংবা মরতে হয়। জেক মরার পর তার বড় ছেলে উইল হাল ধরেছে। এখন ওর কথামতই সব চলে। কেউ বিরোধিতা করলেই–' তর্জনী দিয়ে গলা কাটার ভঙ্গী করল মার্ক।

'তুমি কি করো?'

'দক্ষিণে আমার একটা ছোট র‍্যাঞ্চ আছে–লেইজি "ও"। আমার বাবা যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন সে'ই ওটা চালিয়েছে। জেক যে বছর মারা গেল সেও ওই বছরই স্বর্গে গেছে। আমি কোনমতে ওটা টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছি–কিন্তু কাজটা সহজ না।'

'তোমার গরু কোথায় বিক্রি করো?'

'সিলভার সিটি,' জানাল মার্ক। 'কিন্তু বিক্রি করার অধিকার আমাদের নেই। সবই আমাদের জেমসদের হাতে তুলে দিতে হয়, ওরা ওদের খুশিমত

একটা দাম আমাদের হাতে ধরিয়ে দেয়—পরে ওরাই সিলভার সিটিতে নিয়ে ওগুলো বিক্রি করে। এখানকার সবার বেলাতেই ওই একই নিয়ম।'

'তারমানে ওরা যা দাম দেয় তাই তোমাদের মেনে নিতে হয়: কেউ প্রতিবাদ করেনি? কেউ সিলভার সিটিতে নিয়ে নিজেই গরু বিক্রি করার চেষ্টা করেনি?'

'দু'একজন চেষ্টা করেছিল,' বলে চলল মার্ক। 'কিন্তু রাতের বেলা ডাকাতিতে ওরা ওদের গরু হারিয়েছে। কিংবা অ্যামবুশ করে ওদের মেরে ফেলা হয়েছে। একজন একরোখা বুড়ো বলেছিল কারও কথায় সে চলবে না, নিজের গরু সে নিজেই বিক্রি করবে। লোকটা পিঠে গুলি খেয়ে মারা পড়ল। এতেই বিপ্লবের ইতি ঘটল। সবাই বুঝে নিল জেমসদের কথামতই ওদের চলতে হবে।'

'জেমসরা গরু নিয়ে সিলভার সিটিতে যাওয়ার পথে কখনও ডাকাতি হয়নি, তাই না?'

'ওরা বলে ওদের থেকে ডাকাতি করার সাহস কারও নেই। না, ওদের গরু কখনও খোয়া যায়নি।'

ঠোঁট দুটো বাঁধা থলের মুখের মত করে কিছুক্ষণ ভাবল এরফান। তারপর বাঙ্কের ওপর স্বস্তিতে বসে আঁকড়ে আসা হাত-পাগুলো সোজা করার চেষ্টা করল।

'মনে হচ্ছে এই দড়িগুলো কোনও ইন্ডিয়ান বেঁধেছে,' মন্তব্য করল এরফান। নড়েচড়ে বসে একটু স্বস্তি পেল বটে, কিন্তু ওর সারা দেহেই ব্যথা।

'তাহলে জেমসরা তোমাদের দুদিক থেকেই কাটছে—তোমাদের গরুর দামও সে বেঁধে দিচ্ছে, আর প্রয়োজনীয় সব সামগ্রীও ওদের বাঁধা দামেই তোমাদের কিনতে হচ্ছে, তাই না?'

'ঠিক তাই,' বিষণ্ন মুখে মাথা ঝাঁকাল মার্ক। 'কেউ প্রতিবাদ করলেই পিছনের গলিতে তার মৃতদেহ পাওয়া যায় পরের দিন।'

চিন্তামগ্ন হলো এরফান। জেমসদের ক্ষমতার ধাঁচটা তার কাছে মোটেও অপরিচিত নয়। একই রকম পরিস্থিতি পশ্চিমের অনেক জায়গাতেই বিরাজ করছে। লিঙ্কন কাউন্টিতে একটা বিরাট লড়াই হয়েছে যখন ওখানকার লোকজন বিদ্রোহ করেছে। 'কেউ কি কখনও একজোট হয়ে ওদের বিরোধিতা করার চেষ্টা করেনি?'

'একবার,' বেদনা জড়ানো স্বরে বলল মার্ক। 'কয়েক বছর আগে জেকের মৃত্যুর পর ডাক্তার জ্যাক রায়নার এই এলাকার লোকজনকে একত্র করে একটা কমিটি গঠন করার চেষ্টা করেছিল। একদিন সকালে ওকে মার খেয়ে আধমরা অবস্থায় পাওয়া গেল লিভারি আস্তাবলের পিছনে। একটা পা ভাঙা। লোকটা আজ পর্যন্ত একটু খুঁড়িয়ে হাঁটে। ওর শার্টে পিন দিয়ে আঁটা একটা কাগজে লেখা ছিল, "সাবধান"। এর পর আর কেউ চেষ্টা করেনি।'

ধীরে মাথা নাড়ল এরফান। 'বোঝা যাচ্ছে ওরা খুব নীচ জাতের লোক।'

'তবে এখনও কিছু লোক আছে যারা নিজের মনের কথা বলতে ভয় পায় না। কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে যায় না, এবং ওদের খুব সাবধানে চলাফেরা করতে হয়।'

'কেবল তুমিই মাত্রা ছাড়িয়ে গেছ,' হেসে বলল এরফান। 'এর মধ্যে যখন জড়িয়েই পড়েছি, জানতে পারি তোমার এত খেপার কারণটা কি?'

মার্ক ওয়্যাগনারের চেহারা কঠিন হলো। 'ওই ব্যাপারে কোন কথা বলার ইচ্ছা আমার নেই, এরফান।' তারপর ওর চেহারাটা একটু নরম হলো। 'তবু...আমার বিশ্বাস কথাটা জানার অধিকার তোমার আছে। আজ সকালে রেঞ্জ চেক করে বাসায় ফিরে দেখলাম আমার বোন মেঝেতে শুয়ে কাঁদছে। ওকে বিছানায় নিতে চেয়েছিল বাড জেমস–ও কিছুতেই রাজি হয়নি বলে ওকে বেদম পিটিয়েছে।' শেষের দিকে ওর গলার স্বর ভেঙে এল। 'মেয়েটার বয়স মাত্র আঠারো!' ওর ভিতরকার রাগটা আবার ফুঁসে উঠছে।

ভিতরকার অবরুদ্ধ রাগ চেপে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছে মার্ক। ওকে সময় দেয়ার জন্যে অন্যদিকে চোখ ফেরাল এরফান।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর সে আবার বলল, 'ওকে আমি ফোর্টে নিয়ে একজন মেক্সিকান মেয়ের হাতে ওর দেখাশোনার ভার ছেড়ে দিয়ে সোজা শহরে ছুটে এসেছিলাম বাড-এর খোঁজে। বাকিটা তুমি নিজেই জানো।'

মাথা নিচু করল এরফান। ছেলেটার ভিতরে জমাট বাঁধা রাগই ওকে বাডের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে বাধ্য করেছে। প্রসঙ্গ পালটাল সে। 'ওই জেমসরা আমাদের নিয়ে কি করবে সেটা দেখা একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হবে' বলল এরফান। মার্কের দিকে চেয়ে দেখল নিজের ওপরই রাগে বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছে ছেলেটার মুখ।

'যখন সুযোগ ছিল তখনই শয়তানটাকে মেরে ফেলা আমার উচিত ছিল,' বলল সে।

'তাতে তোমার কোন লাভ হত না, তুমিও মারা পড়তে,' ওকে শান্ত করার চেষ্টা করল এরফান। 'তোমাকে পিছন থেকে গুলি করে মারার জন্যে শেরিফের হাত নিশপিশ করছিল।' প্রসঙ্গ পালটে এবার মার্ককে সে জিজ্ঞেস করল তার বোনের দেখাশোনা কে করবে।

'আমার বিশ্বাস ডাক্তার রায়নারই ওকে দেখবে,' জানাল মার্ক। 'আমি আঁচ করছি অল্পদিনের মধ্যেই ওদের বিয়ে হবে। সামনের বারান্দায় বসে ওরা দুজনে রোমান্টিক ভাবে পরস্পরের দিকে চেয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গ করে।'

'এই ডাক্তারের কথা শুনে মনে হচ্ছে লোকটা ভাল। শহরে আর কেউ আছে যার কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে?'

মার্কের চেহারা বিষণ্ণ হলো। 'না, বিশেষ কেউ নেই,' স্বীকার করল সে। 'ফ্রেড লোকটা ভাল, কিন্তু জেমসদের বেতন-ভোগী সে। দি ওয়েসিসের মালিক উইল জেমস। হয়তো জেনারেল স্টোরের মালিক

ডেভিড গ্রীন, এবং দক্ষিণের ছোট ছোট র‍্যাঞ্চেও খুঁজলে দু'একজনকে পাওয়া যাবে। এটা জেমসদের শহর, এরফান। আমি দুঃখিত যে আমার জন্যে তোমাকে এই দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।'

জেসাপ কোন জবাব দিল না। সেলটা খুঁটিয়ে দেখায় ব্যস্ত সে। কিন্তু পালাবার কোন পথই সে দেখতে পেল না। ছোট কামরাটা লম্বায় ছয় ফুট পাশেও তাই। লোহার গারদ বসানো জানালাটা মেঝে থেকে সাত ফুট উঁচুতে। ওটা দিয়েই আলো আর বাতাস কামরায় আসছে। জানালা থেকে বোঝা যাচ্ছে দেয়ালটা অন্তত তিন ফুট চওড়া।

'বেরোবার কোন আশাই নেই,' বিড়বিড় করে বলল সে। 'আমাদের হাত বাঁধা না থাকলেও বেরোনো যেত না।'

মার্ক তার নতুন বন্ধুর খুঁটিয়ে সব পরীক্ষা করা নীরবেই লক্ষ করছিল। পরীক্ষা শেষ হলে সে বলল, 'আমি তোমাকে আগেই বলতে পারতাম কোন লাভ নেই। কিন্তু জানতাম তুমি নিজে না দেখে ক্ষান্ত হবে না।'

হাসল জেসাপ। 'সব সময়ে নিজে দেখে নেয়াই ভাল। এতে নিশ্চিত হওয়া যায়।'

'একমাত্র ব্যাঙ্কটাই জেলের থেকে শক্ত করে তৈরি করা হয়েছে,' জানাল মার্ক।

জেসাপ কিছু বলার আগেই ভারি পায়ের শব্দ শোনা গেল বাইরের করিডরে। ভারি দরজাটা খুলে গেল। শেরিফ দাঁড়িয়ে আছে দরজার সামনে।

'আরে এ যে দেখছি "রিবেল আর্মির" দুজন,' বিদ্বেষের সাথে বলল সে। 'মনে হচ্ছে তোমাদের মাথায় ভারি কিছু পড়েছিল।' বামদিকে একজনের দিকে তাকাল ক্রসবি। 'ওদের পায়ের বাঁধনগুলো খুলে দাও। আর তোমাদের দুজনকে সাবধান করে দিচ্ছি ওয়াইলি কিন্তু খুব নার্ভাস প্রকৃতির লোক বেশি নড়াচড়া করলে শটগানের ট্রিগার টিপে দিতে পারে ও।'

পায়ের বাঁধন খুলে দেয়ার পর মাটিতে কয়েকবার পা ঠুকে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করে নিয়ে প্রশ্ন করল এরফান, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'কোথায় যাচ্ছ?' হাসল ক্রসবি। নিষ্ঠুর কুটিল হাসি। 'তোমাদের মত সম্মানীয় অতিথিদের কি অপেক্ষা করিয়ে রাখা যায়? সেলুনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তোমাদের–ওখানেই তোমাদের বিচার হবে।'

'বিচার?' চিৎকার করে উঠল মার্ক। 'কি অপরাধে?'

- তামাকের দাগওয়ালা দাঁত বের করে আবার হাসল বেন। তারপর একে-একে আঙুল তুলে চার্জগুলো বলে চলল।

'আইনের অফিসারকে তার ডিউটিতে বাধা দেয়া, মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ, শান্তি ভঙ্গ, শহরের ভিতর গুলি ছোঁড়া, খুনের চেষ্টা.–আর কত চাই? তোমাদের দুজনকে ফাঁসিতে ঝোলাবার মত যথেষ্ট চার্জ আমাদের আছে।'

তিন

'ফাঁসি?'

যদিও জেসাপের হাত দুটো বাঁধা, এবং দুজন লোক দুই ব্যারেলওয়ালা শটগান নিয়ে ওকে পাহারা দিচ্ছে তবু ঠাণ্ডা কঠিন স্বরে ক্রসবি পিছিয়ে গেল।

'ওর ওপর নজর রাখো!' চিকন সুরে বলে উঠল সে।

'তোমাদের এই এলাকায় কি ধরনের আইন মানো তোমরা?' চটে উঠল জেসাপ।

হাসল ক্রসবি। 'একটু পরেই সেটা টের পাবে–চলো এগোও।'

দুই ডেপুটির মধ্যে লম্বা লোকটা শটগান নেড়ে ইশারা করল। ওদের

কড়া পাহারায় দি ওয়েসিস সেলুনের দিকে নিয়ে যাওয়া হলো। এরফান দেখল যারা বারান্দায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল তারা তাড়াতাড়ি ভিতরে ঢুকে পড়ল। ভাল জায়গা বেছে নিয়ে বিচারে কি হয় দেখতে এসেছে ওরা। সেলুনে ঢুকে দেখল ভিতরে লোক গিজগিজ করছে। টেবিল সরিয়ে দুপাশে সারি দিয়ে চেয়ার বসানো হয়েছে নাগরিকদের বিচার দেখার জন্যে। ওরা এখন মাঝখান দিয়ে এগোল দর্শকদের মধ্যে কথার গুঞ্জন উঠল। প্রায় ত্রিশ-তিরিশজন লোক জড়ো হয়েছে ওখানে। সেলুনের শেষ প্রান্তে একটা টেবিল আর একটা চেয়ার। প্রথম সারির চেয়ারগুলো খালি রাখা হয়েছে। বন্দী দুজনকে ওখানেই বসানো হলো। ওদের দুপাশে দু'জন ডেপুটি। অন্য একটা সারিতে আসন নিল শেরিফ বেন।

দর্শকদের মধ্যে যারা ঘটনার সময় উপস্থিত ছিল তারাও রয়েছে। ওরা ভির চেহারার নবাগত লোকটাকে নিয়েই আলাপ আলোচনা করছে। অপ্রত্যাশিত ভাবে যে লোকটা বাড জেমস আর মার্ক ওয়্যাগনারের ফাইটে বাধ সেধেছিল সে এখন নিশ্চিন্ত মনে বসে আছে, যেন কিছুই ঘটেনি।

'সবাই উঠে দাঁড়াও!' গুঞ্জনের শব্দ ছাপিয়ে শেরিফের চড়া সুরের আদেশে উঠে দাঁড়াল সবাই। রূঢ় ভাবে টেনে কয়েদী দু'জনকে দাঁড় করানো হলো। ঘাড় ফিরিয়ে এরফান দেখল ভারি গড়নের একজন স্যুট পরা লোক ঢুকেছে। মনে হয় লোকটা এক বছর ওটা গায়ের থেকে নামায়নি—কয়েকটা দাগও দেখা যাচ্ছে স্যুটে। মুখে খোঁচাখোঁচা দাড়িতে লোকটাকে আরও খেলো দেখাচ্ছে। শার্টটাও নোংরা, চোখ দুটো সর্বক্ষণ মদ খাওয়ায় লাল হয়ে রয়েছে। ভিড়ের মধ্যে কে যেন চেঁচিয়ে বলল, 'এক গ্লাস খেয়ে নিলে হত না, জাজ?' কুটিল দৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকাল জাজ। এরফানের ডান পাশের ডেপুটি ওকে সাবধান করল।

এবার সবার চোখ আবার দরজার দিকে ফিরল। বুড়ো জাজকে ক্ষণিকের জন্যে ভুলে গেল ওরা। একজনের মন্তব্য এরফানের কানে এল। 'আমি ঠিকই জানতাম উইল আর ডাফ বিচারের আগেই ঘোড়ায় চড়ে হাজির

হবে।'

তাহলে এরাই জেমস! ভুরুর আড়াল থেকে ওদের খুঁটিয়ে যাচাই করে দেখল জেসাপ।

ডাফ জেমস লম্বা। ছোট করে ছাঁটা চুল। ওকে প্রায় সুদর্শনই বলা যায়। কেবল ওর বাঁকা ঠোঁট আর ডান গালে ছুরি দিয়ে কাটা সাদা একটা দাগ ওর চেহারাটাকে বিকৃত করেছে। ওর ঠাণ্ডা ভাবলেশহীন চোখ দুটো দেখে বোঝা যায় লোকটা খুনী। রেঞ্জে কাজ করার পোশাক ওর পরনে। কোমরের ডান পাশে একটা রিভলভার ঝুলছে।

কিন্তু ওর বড় ভাই দৃষ্টি আকর্ষণ করে ওর কৌতূহল ধরে রাখল। লোকটা প্রায় ছয় ফুট লম্বা, ষাঁড়ের মতই চওড়া কাঁধ। ওকে দেখেই বোঝা যায় সে ক্ষমতা আর আনুগত্যে অভ্যস্ত। বয়সে পেটটা একটু ভারি হয়েছে। দামী মেক্সিকান সমব্রেরোর নিচে লালচে কিছু পাকা চুল বেরিয়ে রয়েছে। ভালুকের মত পা ফেলে মাঝের খালি জায়গাটা দিয়ে এগিয়ে গেল সে—বন্দী দুজনের দিকে একবারও তাকাল না। লোকটা কোন ইশারাও করল না। এরফান আর মার্ক যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার উল্টো পাশে প্রথম সারিতে বসা লোকগুলো দ্রুত চেয়ার ছেড়ে উঠে সরে গেল। দুজনেই বসল। উইল বুড়ো জাজের দিকে চেয়ে সামান্য একটু মাথা ঝাঁকাল। এরফানের তীক্ষ্ণ চোখে দরজার দিকেই চেয়ে আছে। একটা ভীষণ লম্বা লোক সেলুনে ঢুকল। উপস্থিত সবার থেকে অন্তত আট ইঞ্চি বেশি উঁচু ওর মাথা। নিঃশব্দে ঢুকল লোকটা, ওর লম্বা চেহারাটা সংযত—নীল চোখ দুটো অনবরত কামরার চারপাশে ঘুরছে। ওর কোঁকড়া কালো চুল পিছন দিকে ডেনিম নীল শার্টটার কলার পর্যন্ত নেমেছে। জেসাপ কনুই দিয়ে মার্ককে গুঁতো দিয়ে চিবুক তুলে দিক নির্দেশ করল।

ওদিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে নিচু স্বরে সে জানাল, 'জেমসদের সেরা পিস্তলবাজ। নাম কার্লি ড্যাগেট।'

এবার এরফান লক্ষ করল লোকটার কারুকাজ করা 'টেক্সাস রিগ' দুই খাপওয়ালা বেল্ট। ভারি পিস্তল দুটো তেল মাখিয়ে পিছল করা খাপে ভরা।

চামড়ার ফিতে দিয়ে খাপ দুটো উরুর সাথে বাঁধা। ফিতেটা মেক্সিকান রূপার ডলার বসিয়ে সুন্দর রূপ দেয়া হয়েছে।

'স্টাইল আছে লোকটার,' মনেমনে ভাবল এরফান। 'কিন্তু বিপজ্জনক—আর ফাস্ট বলেই মনে হয়।' সে ড্যাগেটকে আগেও কোথায় যেন দেখেছে, কিন্তু কোথায় তা মনে করতে পারল না।

'কোর্টের অধিবেশন শুরু হচ্ছে,' কর্কশ স্বরে ঘোষণা করে টেবিলের ওপর কাঠের হাতুড়ি ঠুকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল জাজ। সবাই বসল। এরফান কৌতুকের সাথে লক্ষ করল লোকটার হাত দুটো লিভার-স্পটে ভরা, মাঝেমাঝে আপনা-আপনি লাফাচ্ছে। বারবার শুকনো ঠোঁট চাটছে লোকটা।

'দেখে মনে হচ্ছে সে ঘুমানোর সময় কখনও ড্রিঙ্ক করে না,' নিচু স্বরে মার্ককে বলল এরফান। মার্ক মাথা ঝাঁকাল। কিন্তু কোন মন্তব্য করার আগেই পাঁজরে শটগানের খোঁচা খেয়ে চুপ করে গেল।

শেরিফ সীট ছেড়ে উঠে টেবিলটার কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। 'জাজ বাক লেক এই কোর্টে সভাপতিত্ব করছে,' জনতার উদ্দেশে জানাল সে। 'পিছনের তোমরা চুপ করো! জোনস, প্রথম আসামীকে হাজির করো।'

জেসাপকে টেবিলের সামনে নিয়ে যাওয়া হলো। দর্শকরা একটু নড়েচড়ে বসল। ঘুরে দাঁড়িয়ে এরফান দেখল গরু ক্রেতা যেভাবে চেয়ে গরুর ওজন যাচাই করে, ঠিক সেই ভাবে উইল জেমস তার খুদে চোখে ওকে জরিপ করছে। জাজ লেক জেসাপের দিকে পিটপিট করে তাকাল।

'তোমার নাম?' প্রশ্ন করল সে।

'এরফান জেসাপ।'

'পেশা?'

'কাউহ্যাণ্ড।'

'বাড়ি কোথায়?'

'আদি বাড়ি টেক্সাসে। টুসনের ওদিকে কাজ করছিলাম আমি।'

'জেমসটাউনে তোমার কি কাজ?'

'কাজ নেই। চলার পথে থেমেছি।'

লেক শেরিফের দিকে তাকাল।

'তুমি এর বিরুদ্ধে কি কি চার্জ আনছ, বেন?'

ক্রসবি দর্শকদের দিকে ফিরে বুক ফুলিয়ে গর্বের সাথে শুরু করল, 'মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে হামলা, আইনের অফিসারকে তার ডিউটি পালনে বাধা দেয়া; এবং শহরের সীমানার মধ্যে পিস্তল ছোঁড়া; রায়টের পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, একজন—অর্থাৎ আমাকে আহত করা। এর সাথে আরও কিছু ছোটখাট অপরাধও আছে, কিন্তু সেগুলো আর বললাম না।'

দর্শকবৃন্দের অনেকে নার্ভাস ভাবে হেসে উঠল। জেসাপ লক্ষ করল সবাই উইল জেমসের দিকে তাকিয়ে আছে, দেখছে ও হাসে কিনা। উইলের মুখে মুচকি হাসি ফুটে উঠতে দেখে হাসিতে সবাই যোগ দিল। উইলের হাসি মুছে যেতে দেখে ওরাও থামল।

'অর্ডার! অর্ডার!' জাজ কাঠের হাতুড়ি তুলে টেবিল ঠুকল। 'কোন সাক্ষী আছে?'

'প্রায় বিশজন লোক ঘটনাটা দেখেছে, বাক। তুমি বললে সাক্ষী দেয়ার জন্যে আমি ওদের ডাকতে পারি,' কথাটা জাজের উদ্দেশে বলা হলেও উইলের দিকে তাকিয়েই বলল শেরিফ। সামান্য একটু মাথা নাড়ল উইল।

'তার কোন প্রয়োজন হবে না, কোর্ট তোমার কথাই গ্রাহ্য বলে ধরবে।' একটু চিন্তা করল সে। 'তোমার কোন বিষয়-সম্পত্তি আছে, জেসাপ?'

'তুমি টাকার কথা বলছ? আমার কাছে আটান্ন ডলার ছিল আমাকে জেলে ভরার আগে। এখন সেটা নেই,' জবাব দিল এরফান।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে শেরিফের দিকে তাকাল জাজ। শেরিফ মাথা ঝাঁকাল।

'আমরা যখন কাউকে জেলে ভরি, তখন তার কাছে যা আছে সবই অফিসে রেখে দেয়া হয়,' জানাল ক্রসবি। 'জেসাপের কাছে টাকাটা ছিল বটে, কিন্তু আর কিছুই আমরা পাইনি। কোন পরিচয়-পত্র ছিল না। ওর

পিস্তল দুটো দেখে বোঝা যায় ওগুলোর খুব যত্ন নেয়া হয়।'

মুহূর্তের জন্যে জাজের সাথে এরফানের চোখাচোখি হলো। জেসাপ ওর চোখে বিদ্বেষের আভাস দেখতে পেল।

'তোমার বিরুদ্ধে চারটে অভিযোগ আনা হয়েছে, প্রত্যেকটাই গুরু অপরাধ। তুমি শহরে নবাগত—পরিচয়-পত্রও নেই। এবং সামান্যই টাকা ছিল তোমার কাছে। তুমি একজন ভবঘুরে বেকার। জেমসটাউনে তোমার মত লোক আমরা চাই না। শেরিফের অভিযোগগুলো তুমিও শুনেছ। তুমি কি তোমার অপরাধ স্বীকার করছ, না অস্বীকার করতে চাও?'

'তাতে কি কিছু আসে-যায়?' ব্যঙ্গভরে প্রশ্ন করল জেসাপ। ভুরু উঁচিয়ে অবাক হওয়ার ভান করল সে। ওর ভাবভঙ্গী আর জবাব শুনে দর্শকদের মধ্যে কে যেন খিকখিক করে হেসে উঠল। উইল জেমস ঘুরে রোষের চোখে দর্শকদের দিকে তাকাল।

'তোমার রসিকতা তোমার অপরাধের নমুনার মতই খেলো।' টেবিলের ওপর হাতুড়ি ঠুকল জাজ। 'তোমার আর কিছু বলার আছে?'

'অনেক কিছুই বলার আছে!' জবাব দিল এরফান। 'প্রথমত, আমি কোনমতে তোমাদের শেরিফ আর ওই ভীতু লোকটাকে—' হাতের ইশারায় বাড জেমসকে দেখাল সে—'একজন নিরস্ত্র লোককে মেরে ফেলা থেকে ঠেকিয়েছি। আর কি করার ছিল আমার—চুপ করে বসে ঠাণ্ডা মাথায় একটা লোককে হত্যা করতে দিতাম?'

'শেরিফ একজন অপরাধীকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টায় ছিল, জেসাপ। তোমার বক্তব্য তোমার বিরুদ্ধে আনা চার্জের কোন পরিবর্তন ঘটাচ্ছে না। তুমি কি শেরিফকে আহত করেছিলে, কিনা?'

'তুমি বলতে চাও ছেলেটাকে হত্যা করার চেষ্টায় আমি ওকে বাধা দিয়েছি কিনা? তা দিয়েছি—'

'এবং তুমি গুলি ছুঁড়েছিলে?' প্রশ্ন করল বাক লেক।

'নিশ্চয়! আমি—'

'তুমি কি নিরস্ত্র বন্দীকে সশস্ত্র করেছিলে?'

কাঁধ উঁচাল জেসাপ। 'নিরপেক্ষ জাজ হয়ে তুমি দেখছি ঘটনা সম্পর্কে অনেক কিছুই জানো,' বলল সে, 'তুমি কোন সাক্ষীর কাছে আসলে কি ঘটেছিল তাও শুনতে চাইলে না—বোঝা যাচ্ছে তুমি আগেই মনোস্থির করে বসে আছ। যাক, যা করার করো, বুড়ো।'

এমন সরাসরি সত্যি কথাটা মুখের ওপর বলায় অপ্রস্তুত হয়ে লাল হয়ে উঠল জাজ লেক। টেবিলের ওপর হাতুড়ি ঠুকল সে।

'চুপ করো!' চেঁচিয়ে উঠল জাজ। 'তুমি কোর্টের অমর্যাদা করেছ!'

'ঠিকই বলেছ, কেবল অমর্যাদা কথাটা তেমন শক্ত হলো না,' নির্বিকার ভাবে বলল জেসাপ। আরও কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল সে—কিন্তু লক্ষ করল উইল জাজকে ইশারায় কি যেন বলল। জাজ তার চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে নোংরা লাল রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছল।

'কোর্টের রায় হচ্ছে তোমার বিরুদ্ধে আনা চার্জগুলো প্রমাণিত হয়েছে। তুমি সবগুলোর চার্জেই দোষী, জেসাপ। তোমাকে আটান্ন ডলার ফাইন করা হলো, এবং তোমাকে শহরের সীমানার বাইরে নিয়ে গিয়ে ওখানে ছেড়ে দেয়া হবে। আমার বিশ্বাস তোমার মত পাজি লোককে এই শহর আর এক বেলাও খাওয়াতে চায় না,' রোষের সাথে কথা শেষ করল লেক।

ওই বুড়ো লোকটার শঠতা, আর কার্যকলাপ, এবং বিচারের নামে এসব যেকোন আইনেই অবিচার। আবার মুখ খুলল জেসাপ।

'ভাল, আইন সম্পর্কে তোমার ধারণা যদি এই হয়, তাহলে একটা কোলা ব্যাঙকে জাজ বানালেও শহরবাসীরা ভাল বিচার পাবে।'

একটা নড়াচড়া লক্ষ করে মুখ ফিরিয়ে জেসাপ দেখল উইল জেমস ধীর পায়ে ওর দিকেই এগিয়ে আসছে।

'তুমি খুব জেদি লোক, বাছা,' নরম সুরে বলল সে। 'কিন্তু বেশি বাড়াবাড়ি ভাল না। এই শহর সেটা সহ্য করবে না।'

'এই শহরে তুমি যা বলবে সেটাই সবাই মেনে নিতে বাধ্য, তাই না,

জেমস?' উইলের চোখে চোখ রেখে কথাটা বলল জেসাপ। জেমসই শেষে চোখ সরিয়ে নিতে বাধ্য হলো।

'আমি যতটা সম্ভব তোমার প্রতি দয়া দেখিয়েছি,' ওকে জানাল উইল। 'তুমি অল্পেই ছাড়া পেয়ে যাচ্ছ। কিন্তু জেমসটাউনে ফিরে আসার মত ভুল তুমি কোরো না—কোনদিনও না।' কথাগুলো তেমন জোর দিয়ে বলা হলো না বটে, কিন্তু হুমকিটা স্পষ্ট। চট করে ঘুরে জেসাপের পাশ ছেড়ে নিজের আসনে গিয়ে বসল উইল। ডেপুটি জোনস, যে জেসাপকে গার্ড দিচ্ছিল, শটগান নেড়ে ওকে আগের আসনে বসার নির্দেশ দিল।

কাঁধ উঁচিয়ে বিনা প্রতিবাদে বসে পড়ল জেসাপ। যেকোন রকম বাধা দিতে গেলেই কুকুরের মত ওকে গুলি করে মারা হবে—কেউ টু শব্দটি করবে না। শহরবাসী লোকগুলোর দিকে বিতৃষ্ণায় ঠোঁট উল্টে তাকাল জেসাপ। এরা কেমন লোক, কোন মেরুদণ্ড নেই? কিন্তু ওরা কেউ জেসাপের সমালোচনার দৃষ্টির দিকে নজরই দিল না। ওদের চোখ এখন শক্ত গড়নের মার্ক ওয়্যাগ্নারের ওপর নিবদ্ধ। ওকে রূঢ় ভাবে টেনে নিয়ে জাজের টেবিলের সামনে দাঁড় করানো হয়েছে।

'তোমার নাম?' জেরা শুরু করল জাজ লেক।

'আমার নাম তুমি ভাল করেই জানো, লেক,' বলে উঠল মার্ক। 'তুমি আমার পেশা, আমি কোথায় থাকি, সবই জানো, এবং এটাও জানো যে আমি ভবঘুরে বেকার নই, এবং আমি কপর্দকহীনও নই।'

'এখনও না,' জেসাপের পিছন থেকে কে যেন বলে উঠল। কথাটা শুনে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল ওর শিরদাঁড়া বেয়ে। এই লোকগুলো ঠিক প্রাচীন রোমানদের মত, কোথায় যেন পড়েছিল সে। ওরা পশুর নখের থাবায় মানুষকে ছিন্নভিন্ন হতে দেখার আশায় উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে। এবং উপভোগ করছে।

'প্রশ্নের জবাব দাও, ডেঁপো ছোকরা!' শেরিফ ক্রসবি পিস্তল হাতে ওর দিকে এগিয়ে গেল। 'যদি নিজের ভাল চাও তো হিজ অনারের সাথে

বেয়াদপি কোরো না!'

'বসে পড়ো, বেন!'

উইল জেমসের ভারি স্বর চাবুকের মতই যেন আঘাত করল শেরিফকে। দ্রুত পিছিয়ে আসতে গিয়ে ডেপুটির হাঁটুর সাথে ধাক্কা খেয়ে হোঁচট খেল সে। দর্শকদের মধ্যে মুহূর্তের জন্যে হাসির রোল উঠেই থেমে গেল কারণ জেমসরা কেউ হাসছে না। জেসাপের চোখ ভাফ জেমসের ওপর স্থির হলো। লক্ষ করল লোকটা বিচারে কি হচ্ছে না হচ্ছে সেদিকে নজর না দিয়ে এসবই উপেক্ষা করছে। ওর হাত দুটো দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে নিচের দিকে ঝুলছে—চোখ দুটো সামনের দেয়ালের ওপর স্থির। ডাইনে বা বাঁয়ে কোনদিকেই সে তাকাচ্ছে না।

সন্দেহ নেই নীচ প্রকৃতির লোক, আর খুব নিষ্ঠুরঃ ভাবল জেসাপ। ওদিকে জাজ মার্কের নাম-ঠিকানা ওর নিজের মুখ থেকে শোনার পর ওর বিরুদ্ধে কি কি চার্জ আছে বলার জন্যে ক্রসবিকে নির্দেশ দিল।

'অনেক চার্জই আছে, জাজ,' আড়ম্বরের সাথে শুরু করল শেরিফ। 'কিন্তু একটাই যথেষ্ট—অ্যাটেম্পটেড মার্ডার!'

দর্শকদের মধ্যে ফিসফিস করে কথা শুরু হলো। যারা জানে না তারা যেসব লোক ওই সময়ে উপস্থিত ছিল বা শুনেছে তাদের কাছ থেকে ব্যাপারটা জেনে নিচ্ছে। বুড়ো আবার হাতুড়ি ঠুকল—নীরব হলো দর্শকের দল।

হাতুড়ি ঠোকা সার্থক হয়েছে দেখে সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকাল বাক লেক। 'এবার বলো, ওয়্যাগ্নার, তুমি দোষী না নির্দোষ?'

'নির্দোষ!' মাথা উঁচু করে গর্বের সাথে ঘোষণা করল সে।

'বুঝলাম। তুমি তাহলে জুরির বিচার চাও?'

কাঁধ উঁচাল মার্ক। 'ক্ষতি কি? অন্তত এই পশুগুলোও কিছু আনন্দ পাক।'

'যথেষ্ট হয়েছে!' খেঁকিয়ে উঠল জাজ। 'এই কোর্টে তুমি ন্যায্য বিচারই

পাবে।'

'ন্যায্য বিচারের জন্যে আমি রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা না করলে তুমি ক্ষুণ্ন হবে না তো?'

বেন লেকের মুখটা আবার লাল হলো। 'তুমি কোর্টের প্রতি উদ্ধত উপেক্ষা দেখাছ,' চিকন স্বরে চেঁচিয়ে উঠল জাজ। 'এভাবে কোর্টের অমর্যাদা আমি সহ্য করব না।'

উইল জেমস একটু মাথা ঝাঁকাল। বেন লেকের সুর আর এক পরদা চড়ল।

'মার্ক! তুমি তোমার জিভটাকে একটু সংযত রাখো,' আদেশ করল সে।

'কেন?' উদ্ধত ভাবে জবাব দিল মার্ক। 'এতে আর কি ক্ষতি হবে?'

'তোমাকে আরও চড়া জরিমানা দিতে হতে পারে।' এবার জবাবটা এল উইল জেমসের থেকে। ওর স্বরটা আগের মতই নিচু, কিন্তু উপেক্ষা করা কঠিন। 'তোমার যখন ক্যাশ টাকা কিছু নেই, হয়তো কোর্ট তোমার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিতে পারে—হয়তো র‍্যাঞ্চটাই তুমি হারাতে পারো।'

উইলের মন্তব্য শুনে কিছুটা চুপসে গেল মার্ক। ওর চেহারায় রাগের বদলে হতাশা আর অসহায় ভাব ফুটে উঠল। ক্ষণিকের জন্যে ঝাল মিটাতে গিয়ে বাবা এবং তার নিজের সারা জীবনের খাটুনিতে গড়ে তোলা সর্বস্ব হারাবার ঝুঁকি সে নিতে চায় না।

'বলো, বলো!' অধীর সুরে বলে উঠল জাজ। 'তুমি জুরির বিচার চাও?'

মুখে কিছু না বলে মাথা ঝাঁকাল মার্ক। লেক এক ঝলক উইল জেমসের দিকে তাকিয়ে সম্মতি পেয়ে, শেরিফ ক্রসবির দিকে ফিরল।

'জুরির একটা প্যানেল একত্র করো,' আদেশ দিল সে।

'আমি আগেই সেটা করে রেখেছি, জাজ,' বলে দেয়াল ঘেঁষে বাড জেমসের পাশে সবার থেকে আলাদা একটা জটলা পাকিয়ে যারা বসে ছিল

তাদের হাতের ইশারায় এগিয়ে আসার ইঙ্গিত জানাল। 'আমি আগেই আঁচ করেছিলাম ওয়্যাগ্নার জুরির বিচারই চাইবে, তাই সময় বাঁচাবার জন্যে আমি কিছু লোককে বাছাই করে রেখেছিলাম।' লোকগুলোর দিকে চেয়ে সে আবার বলল, 'তোমরা তোমাদের চেয়ার নিয়ে জাজের পাশে সার বেঁধে বসো।'

জেসাপ দেখল মার্ক ওয়্যাগ্নারের চেহারা জুরির লোকগুলোকে দেখে তিক্ত হয়ে উঠল। চতুর শেরিফ যাদের জুরি নির্বাচিত করেছে কিছু হচ্ছে বারের পাঁড় মাতাল, আর বাকি সবাই জেমসদেরই লোক। ওদের কাছ থেকে আর কি সুবিচার আশা করতে পারে সে? হতাশায় মাথা নাড়ল মার্ক, কিন্তু কিছুই করার নেই ওর। বাড জেমসের উৎফুল্ল চেহারা দেখে সে বুঝল ওদের আগে থেকেই শিখিয়ে-পড়িয়ে রাখা হয়েছে।

'শেরিফ,' বলল জাজ, 'জুরিকে ঘটনার কাঠামোটা জানাও।'

আগ্রহের সাথে এগিয়ে জেমস দুই ভাইয়ের সামনে খালি জায়গাটায় গিয়ে দাঁড়াল শেরিফ ক্রসবি। 'এই লোকটা–' বুড়ো আঙুল ঝাঁকিয়ে মার্ককে দেখাল সে–'ঘোড়ায় চড়ে আজ সকাল দশটার দিকে শহরে আসে। সেলুনের বাইরে দাঁড়িয়ে সে চিৎকার করে বাড জেমসকে হত্যা করতে সেলুনে ঢুকতে যাচ্ছে বলে জানায়। কেন তা বলেনি। বাড সেলুনেই ছিল, কিন্তু সভ্য মানুষ বলেই ওর বিরুদ্ধে পিস্তল ধরতে চায়নি। তাই আইন রক্ষার জন্যে আমাকে ডাকতে লোক পাঠিয়েছিল। আমি অফিসেই ছিলাম, খবর পাওয়ামাত্র যত জলদি সম্ভব ছুটে ওয়েসিসে হাজির হলাম। পৌঁছে দেখলাম ওই লোকটা–' মাথা ঝাঁকিয়ে আবার মার্ককে দেখাল সে– 'পিস্তল হাতে বাড জেমসকে হত্যা করার জন্যে প্রস্তুত। বাড নিরস্ত্র...'

'মিথ্যে কথা!' চিৎকার করে উঠল মার্ক। 'ওর কোমরে পিস্তল ছিল।'

'এ ব্যাপারে তোমার কোন সাক্ষী আছে?' প্রশ্ন করল জাজ।

'নিশ্চয় আছে। জেসাপ ওখানে উপস্থিত ছিল, সে দেখেছে।'

সমর্থনে মাথা ঝাঁকাল এরফান। 'ওর কোমরে পিস্তল ছিল,' সহজ সুরে

জানাল সে।

বিরক্ত চোখে জেসাপের দিকে তাকাল বাক লেক। তারপর বাডের দিকে ফিরে প্রশ্ন করল, 'তোমার কাছে পিস্তল ছিল?'

আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়াল বাড। 'না, ছিল না, আঙ্কেল বাক। মানে...জাজ।'

দর্শকদের মধ্যে বাডের বেফাঁস কথায় আবার হাসির রোল উঠল। কিন্তু জাজের হাতুড়ি ঠোকায় হাসি সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ হলো। এবার জুরিদের দিকে ফিরল লেক।

'তোমরা নিশ্চয় লক্ষ করেছ অভিযুক্ত লোকের কথাকে একজন সাজা প্রাপ্ত ক্রিমিন্যালই কেবল সমর্থন করেছে, যে একটু আগে এই কোর্টেই ঝামেলা সৃষ্টিকারী লোক বলে প্রমাণিত হয়েছে। এবং সেটা শেরিফ আর এখানকার সবথেকে সম্মানিত পরিবারের সদস্য বাড জেমস অস্বীকার করেছে। কার কথা বেশি নির্ভরযোগ্য সেটা বিচার করার ভার আমি জুরির সদস্যদের ওপরই ছেড়ে দিলাম।'

উইল জেমসের দিকে চেয়ে একটু হাসল জাজ। উইল একটু নড় করে সন্তুষ্টি জানাল।

'বাকি অংশটা বলো, শেরিফ,' ক্রসবিকে অনুমতি দিল বাক লেক। বেন আবার স্টেজে দাঁড়িয়ে বিখ্যাত অ্যাকটরের ভঙ্গীতে বলতে শুরু করল।

'বাক যখন ওর মোকাবিলা করতে অস্বীকার করল, মার্ক খেপে উঠল। ওর চোখে খুনের নেশা দেখা দিল। বলল বাডকে ওখানেই গুলি করে মেরে ফেলবে সে—কিন্তু ঝগড়ার কোন কারণ দেখাল না। ওই সময়ে আমি পিস্তল হাতে এগিয়ে এসে ওকে থামাই।' কথা শেষ করে গর্বের সাথে দর্শকদের দিকে তাকাল সে, যেন হাততালি আশা করছে এমন একটা ভাব।

'তুমি কি এই বিবৃতি অস্বীকার করো?' লেকের চেহারা কঠিন দেখাচ্ছে।

'ওরই মধ্যে সত্যি কথাটা লুকিয়ে আছে,' জবাব দিল মার্ক। 'কিন্তু সেটা বের করতে হলে তোমাকে চেহারায় যতটা স্মার্ট দেখায় তার থেকে

অনেক বুদ্ধিমান হতে হবে।'

'চিন্তা কোরো না,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল জাজ লেক। 'সত্য আমাদের কাছে গোপন থাকবে না।—বলে যাও, শেরিফ।'

'এই সময়ে, আমি যখন ওয়্যাগ্নারকে নিয়ে জেলের দিকে রওনা হচ্ছি, তখন ওই লোকটা, জেসাপ পিস্তল বের করে আমার দিকে দুটো গুলি ছুঁড়ল। একটা মিস হলো, দ্বিতীয়টা হাতে বিঁধল।' শার্টের হাতা গুটিয়ে ব্যাণ্ডেজ করা হাতটা সবাইকে দেখাল। 'একটা লাকি শর্ট, সন্দেহ নেই, কিন্তু এর আঘাতে আমি ভারসাম্য হারালাম—পিস্তলটাও আমার হাত থেকে পড়ে গেল। এরপর জেসাপ আসামীকে সরিয়ে নিয়ে পালাবার চেষ্টায় দরজার দিকে এগোল। কিন্তু কার্লি ড্যাগেট তখন শহরেই ছিল, গুলির শব্দ শুনে কি ঘটছে দেখার জন্যে দরজা দিয়ে উঁকি দিল। মুহূর্তে পরিস্থিতি বুঝে পিছন থেকে আক্রমণ করে ওদের দুজনকেই ঠেকাল। আমরা বন্দী দুজনকে টেনে নিয়ে জেলে ভরলাম। এখানেই ঘটনা শেষ।'

'তুমি বলছ আসামী সত্যিই বাড জেমসকে খুন করতে চেয়েছিল?' প্রশ্ন করল জাজ লেক।

'সে চিৎকার করে সারা শহরের লোককে তাই জানিয়েছে,' জবাব দিল ক্রসবি। 'দরকার হলে আমি বারোজন সাক্ষী—'

'তার প্রয়োজন নেই,' বলে, হাত নেড়ে কথাটাকে উড়িয়ে দিল লেক। 'তোমার কথা এখানে কেউ অবিশ্বাস করবে না।' জুরির দিকে ফিরল বাক লেক। 'তোমাদের কেউ ওয়্যাগ্নারকে আমাদের বিশিষ্ট নাগরিক বাড জেমকে খুন করার হুমকি দিতে দেখেছ বা শুনেছ?'

জুরির কয়েকজন মাথা ঝাঁকাল। একজন উঠে দাঁড়াল। 'আমি স্পষ্ট শুনেছি, জাজ,' নোংরা পোশাক পরা লোকটা বলল।

'হুম,' মাথা ঝাঁকিয়ে লেন সব বোঝার ভান করল। 'এটা একটা সহজ সরল কেস। আসামী একজন নিরস্ত্র মানুষকে জীবন নাশের হুমকি দিয়েছে। ওকে মেরে ফেলার জন্যে পিস্তলও তুলেছিল। কেবল যোগ্য শেরিফের সময়

মত হাজির হয়ে বাধা দেয়ায় সে খুন করতে পারেনি।' মুখ বিকৃত করে মার্কের দিকে তাকাল জাজ। 'আমি জুরিদের সিদ্ধান্ত নেব এখন, যদি তোমার বলার আর কিছু থাকে তবে এই শেষ সুযোগ। কিন্তু সাবধান, কোর্টকে অসম্মান করে কোন কথা বললে তার ফল ভাল হবে না।'

'আমার মনে হয় না এই কোর্টের সম্মানহানি করার মত কিছু আমি বলতে পারব,' জবাব দিল মার্ক। কিন্তু চামড়া-মোটা জাজের গায়ে খোঁচাটা বিঁধল না। লোকটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে। সে নিশ্চিত জানে তার কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু মিকের বক্তব্য শেষ হয়নি। 'আমি এখান থেকে বেরোতে পারলে ওই হারামজাদাকে আমি শেষ করব।'

চট করে সামনে ঝুঁকে এল বাক লেক। 'তাহলে তুমি যেন সেটা করতে না পারো তার ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে, তাই না?' ওর লাল চোখের পিছনে অশুভ একটা ইঙ্গিত। ওর উইল জেমসের মধ্যে চোখেচোখে কি যেন কথা হয়ে গেল। মুখে কিছু বলা হলো না, কিন্তু নির্দেশটা সুস্পষ্ট।

'জুরি, তোমাদের কি যথেষ্ট শোনা হয়েছে?'

নোংরা পোশাক পরা লোকটা আবার উঠে দাঁড়াল। 'নিশ্চয়, জাজ। আর মিছে সময় নষ্ট করে কোন লাভ নেই। মার্ক ওয়্যাগ্নার দোষী!'

রায় শুনে মার্কের ঠোঁট দুটো পরস্পরের ওপর চেপে বসল, কোন কিছুই আর বলল না সে। দর্শকদের উত্তেজিত চাপা গুঞ্জনে ঘরটা ভরে উঠল। কেউ কেউ গলা উঁচিয়ে হতভাগ্য লোকটাকে একটু দেখার চেষ্টা করছে। খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে টেবিলে হাতুড়ি ঠুকল বাক লেক।

'ওয়্যাগ্নার, তোমাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। এখন তোমার শাস্তি ঘোষণা করার বেদনাদায়ক দায়িত্বটা আমার ওপর বর্তেছে।'

দর্শকদের মধ্যে পূর্ণ নীরবতা নেমে এল। এই প্রথমবারের মত ডাফ জেমস একটু সামনে ঝুঁকল। ওর নির্বিকার চোখ দুটোয় যেন একটু আগ্রহের আভাস দেখা গেল। উইল তার দু'পাশের চেয়ারের পিছনে হাত দুটোর ভার রেখে আরাম করে পায়ের ওপর পা তুলে হেলান দিয়ে বসেছে। একটা লম্বা

জ্বলন্ত চুরুট ওর ঠোঁটের ফাঁকে ধরা। দেখে মনে হচ্ছে যেন নিজের বৈঠকখানাতেই বসে আয়েশ করছে সে।

'এই কোর্টের রায় হচ্ছে এখানকার শেরিফ তোমাকে টেরিটোরিয়াল জেলখানায় পৌঁছে দিয়ে আসবে। সেখানে তুমি বাড জেমসকে খুন করার অপচেষ্টার দায়ে দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করবে।' এবার ক্রসবির দিকে ফিরল সে। 'শেরিফ, আমার দেয়া শাস্তিটা ঠিক মত পালিত হলো কিনা, এটা দেখার দায়িত্ব এখন তোমার ওপর ছেড়ে দেয়া হলো!' হাতুড়িটা শেষবারের মত টেবিলে ঠুকে উঠে দাঁড়াল। একবার কয়েদী দুজনের দিকে বিদ্বেষের দৃষ্টিতে তাকিয়ে সোজা বারটার দিকে এগোল লেক। আগে থেকেই একটা হুইস্কির বোতল আর গ্লাস বারের ওপর রেখেছে বারটেণ্ডার ফ্রেড। বড় গ্লাসের আর্ধেকটা হুইস্কি ঢেলে নির্জলা হুইস্কিটা পানির মত এক চুমুকে শেষ করল জাজ। কাঁপা হাতে ওকে আবার গ্লাসে হুইস্কি ঢালতে দেখল এরফান। কিন্তু ততক্ষণে ক্রসবি আর তার ডেপুটিরা এরফান আর মার্ককে দাঁড় করিয়ে উল্লসিত দর্শকদের মাঝখান দিয়ে হাঁটিয়ে রাস্তায় নেমে জেলের দিকে এগোল। রাস্তা পার হওয়ার সময়ে জেসাপ শুনতে পেল গম্ভীর স্বরে উইল আদেশ দিল, 'সবাইকে ওদের দেখার সুযোগ দাও, ক্রসবি!' সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের মধ্যে হর্ষধ্বনি উঠল।

'লোকগুলো এখন ওর ওপর খুব খুশি,' তিক্তভাবে মন্তব্য করল মার্ক। 'কয়েক ঘণ্টা পরে ওদের সাথে যখন কুকুরের মত ব্যবহার করবে তখনও জেমসদের পা চাটবে।'

'চুপ করো, ওয়্যাগ্নার!' ধমকে উঠল ক্রসবি। 'তোমার মুখে আর কোন কথা আমি শুনতে চাই না।'

'আমি যখন খুশি কথা বলব,' পালটা জবাব দিল মার্ক। 'তোমার আদেশ আমি মানব না, তাতে যা হাবার হবে।'

'আমরা যখন সান্তা ফে'র দিকে রওনা হব তখন ঠিকই শুনতে হবে,' ওকে মনে করিয়ে দিল শেরিফ বেন। ওদের দুজনকে নিয়ে শেরিফের

অফিসে ঢোকাল ওরা। ডেপুটি জোনস শটগান নেড়ে এরফানকে বসতে বলল। মার্ককে ঠেলতে ঠেলতে করিডোর দিয়ে নিয়ে গেল বাকি দুজন। কয়েক মুহূর্ত পরেই ভারি দরজা বন্ধ করে বল্টু আঁটার শব্দ এরফানের কানে এল। একটু পরেই শেরিফ আর ওয়াইলি ফিরে এল।

'তোমাকে এখনই রওনা করিয়ে দিচ্ছি, জেসাপ,' ওকে সরাসরি জানাল শেরিফ। 'এখান থেকে বেরিয়ে তোমার ঘটে যদি বুদ্ধি থাকে তবে চলতেই থাকবে। এই শহরে যদি আবার কখনও ফিরে আসো তবে কেউ গুলি করে তোমার মাথা ফুটো করে দেবে।' এবার বেঁটে ডেপুটিটার দিকে চেয়ে সে বলল, 'নেড, তুমি আর ডেভিড মিস্টার জেসাপের সাথে যাও। ফিরে আসার আগে ওকে ঠিক রাস্তাটা দেখিয়ে দিয়ে আসা চাই।' ডেপুটির দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল শেরিফ—অর্থ বুঝে মাথা ঝাঁকাল সে।

'বুঝেছি বেন,' বলল নেড। 'তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, ওটার ব্যবস্থা আমরা করব।'

কথাটার গূঢ় অর্থ বুঝতে এরফানের কোন অসুবিধা হলো না—তার মনে আছে মার্ক তাকে জেলের সেলে কি বলেছিল।

'যাওয়ার আগে ছেলেটার সাথে আমি একটু দেখা করতে পারি?' প্রশ্ন করল এরফান।

'তুমি ওর সাথে দরজার এপাশ থেকে কথা বলতে পারো,' অনুমতি দিল ক্রসবি। 'কিন্তু এক মিনিটের বেশি না। নেড, তুমি ওর সাথে যাও। সব সময়ে ওর ওপর চোখ রেখো।'

উঠে দাঁড়িয়ে ডেপুটির আগে-আগে অন্ধকার করিডোর ধরে এগোল জেসাপ। ভারি দরজাটার বাইরে এসে থামল সে।

'মার্ক!' ডাকল এরফান। 'আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

'শুনতে পাচ্ছি, এরফান,' মোটা দরজার ওপাশ থেকে জবাবটা তেমন কিছুটা চাপা শোনাল।

'মনোবল হারিও না,' চিৎকার করল এরফান। 'নিরাশ হয়ে হাল ছেড়ো

না।'

'তা আমি করব না। নিজের দিকে নজর রেখো।'

'তুমিও তাই কোরো, বাছা।'

'চলে এসো, অনেক কথা হয়েছে,' গর্জে উঠল নেড। 'তোমার এক মিনিট শেষ।'

ওকে নিয়ে অফিসে ফিরে এল নেড। শেরিফের প্রশ্নের জবাবে ওদের মধ্যে কি কথা হয়েছে জানাল ডেপুটি। সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকাল বেন।

'আমি ভেবেছিলাম ফিরে এসে ওকে সাহায্য করার কুবুদ্ধি থাকতে পারে তোমার,' বলে তির্যক চোখে জেসাপকে দেখল শেরিফ।

'পাগল হয়েছ? এখন আর ওর জন্যে কি করতে পারি আমি?' জবাব দিল জেসাপ। 'আমি নিজেই এখন অনুতাপ করছি, এই শহরে আসাটাই আমার ঠিক হয়নি।'

'এতক্ষণে তুমি পথে এসেছ,' বলল শেরিফ। 'আর দেরি কোরো না, তোমরা রওনা হয়ে যাও।'

'আমার পিস্তল দুটো আমি ফেরত পাব না?' জিজ্ঞেস করল জেসাপ।

'তুমি যেখানে যাচ্ছ সেখানে পিস্তলের প্রয়োজন হবে না তোমার,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল বেন। 'তাছাড়া তুমি তোমার মতও পালটাতে পারো, সেটা আমরা চাই না।' বিদ্বেষের সাথে হাসল শেরিফ। 'নেড, ডেভিড, এই নিষ্কর্মা লোকটাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাও। আমার হাতে অনেক কাজ আছে।'

ডেপুটি ডেভিড পিছমোড়া করে বাঁধা এরফানের বাহুমূল ধরে ওকে রাস্তায় নামিয়ে আনল। ওই অবস্থায় ঘোড়ায় ওঠা কারও পক্ষে সম্ভব নয় বলে ডেপুটি দুজন ওকে ওর কালো ঘোড়াটার পিঠে উঠতে সাহায্য করল। রাস্তাটা প্রায় জনশূন্য। কেবল কয়েকজন সেলুনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে—তামাশা দেখছে ওরা। ডেপুটি দুজনও ঘোড়ায় চড়ে ওকে শটগান দিয়ে রাস্তা ধরে দক্ষিণে এগোবার নির্দেশ দিল। শহরের দক্ষিণে একটা

কাঠের ব্রিজ পার হয়ে এগিয়ে চলল ওরা তিনজন। এরফান সামনে, আর দুপাশে দুজন ডেপুটি শটগান হাতে তিন গজ পিছন থেকে ওকে অনুসরণ করছে। ওদের মাঝে দূরত্বটা সবসময়ে একই রাখছে ওরা—কখনও বেশি কাছে না—বা এরফান ঘোড়ার গতি একটু বাড়ালে পিছিয়েও পড়ছে না। এতে হঠাৎ করে ওদের কারও ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আক্রমণ করার সুযোগ নেই, কিংবা দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে পালাবারও উপায় থাকছে না।

এরফানের পিঠের চামড়া শিরশির করে উঠল। সে জানে পুরানো মেক্সিকান নিয়ম "লে ডেল ফুয়েগো" আইনের কথা—এই অলিখিত আইনে পলায়নরত আসামীকে পিছন থেকে গুলি করে মারার নিয়ম চালু আছে। এতে কুখ্যাত বাউন্টি হান্টারদের "ওয়ান্টেড ডেড অর এলাইভ" আউটলদের সর্বক্ষণ চোখেচোখে পাহারা দিয়ে রাখার ঝামেলা পোহাতে হত না। নিজেদের কুকর্ম আইনের আওতায় থেকেই নির্বিঘ্নে করত।

ছুটে পালাবার চেষ্টা করা বৃথাঃ ভাবল এরফান। আসলে এটাই ওরা চাইছে। কিন্তু সে কোন চেষ্টা না করলেও তার মরণ নিশ্চিত। একটা ভাঙাচোরা নোংরা সরু জায়গা দিয়ে নিচে নামল ওরা। কালে ক্ষয়ে যাওয়া দুপাশের দেয়ালগুলোয় কোন গাছপালা নেই। কেবল দু'একটা ফাটলে, যেখানে কিছু মাটি জমেছে, সেখানে প্রিকলি পেয়ার (কাঁটাওয়ালা নাশপাতি) ঝোপ জন্মেছে।

চলার পথে কয়েকবার হাতের বাঁধনটা সে পরীক্ষা করে দেখেছে—কোন ঢিল নেই। অভিজ্ঞ হাতেই ওকে বাঁধা হয়েছে। ডেপুটি দুজনও অভিজ্ঞ লোক। পথে ওরা নিজেদের মধ্যে একটা কথাও বলেনি—কিন্তু ওদের চলাফেরা সব যেন আগে থেকেই প্ল্যান করা।

হয়তো এরা এই কাজ আগেও অনেকবার করেছে বলেই ওরা এতে অভ্যস্তঃ ভাবছে এরফান। সূর্যের দিকে তাকাল সে—বেলা প্রায় একটার কাছাকাছি হবে। এখন হোক বা একটু পরে হোক ওরা ওদের কাজ সারবে। কিন্তু কি ঘটবে? শটগানের গর্জনের শব্দ, ছিন্নভিন্ন হওয়ার ব্যথা, তারপর

অন্ধকার? অন্তিম মুহূর্তটা কি বিনা নোটিশেই আসবে? কিংবা হয়তো আরও খারাপ ভাবে আসবে—ওদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হবে কখন ওরা ট্রিগার টিপবে। সূর্যের প্রখর তাপ ছড়ানো সত্ত্বেও ওর শিরা-উপশিরা বেয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল। নিজের ওপর কঠিন সংযম থাকলেও এরফানের এই অসহ্য নীরবতা ভাঙার ইচ্ছাটা প্রকট হয়ে উঠল।

'একটু পানি খেতে পারলে ভাল হত, খুব তেষ্টা পেয়েছে,' বলে উঠল সে।

'সময় মত পানি তুমি পাবে, কাউবয়,' জবাব দিল নেড জোনস। 'এখন এগিয়ে চলো।'

আবার সেই অবিচ্ছিন্ন নীরবতা। ঢেউ খেলানো পাহাড়গুলো যেন কাফনের কাপড়ের মত এরফানকে দুপাশ থেকে ঢেকে ফেলতে চাইছে। মেঘহীন নীল আকাশ থেকে সূর্যের তাপ যেন আগুন ছড়াচ্ছে। কিছুই নড়ছে না। কোন পাখি নেই, একটা গিরগিটিও পাথরের ওপর দিয়ে দ্রুত ছুটছে না, কিচ্ছু না—প্রকৃতি যেন এই এলাকাটাকে পরিত্যাগ করেছে, রেখে গেছে কবরের নীরবতা। কতদূর এসেছে ওরা? পনেরো-ষোলো মাইল? নীরবতার মাঝেই ওরা আরও মাইলখানেক এগোল। তারপর নেড নামের লোকটা মুখ খুলল।

'এতেই চলবে। নিচে নামো, জেসাপ।'

চার

'তুমি একটা বোকা গাধা!'

চপেটাঘাতের তীক্ষ্ণ শব্দটা কামরার দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হলো। ওটা ব্যাঙ্কার স্লিম হ্যাগস্ট্রমের বাড়তি কামরা। লোকটা উইল জেমসের মামাত ভাই। কামরাটাকে সে প্রাইভেট অফিস হিসেবে ব্যবহার করে। ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল আর কয়েকটা চেয়ার। দেয়াল ঘেঁষে একটা বিছানা পাতা রয়েছে। উইল জেমসের কখনও শহরে রাত কাটাবার প্রয়োজন হলে এই কামরাটাই সে ব্যবহার করে।

চড় খেয়ে ওই বিছানাটার ওপরই চিৎপাত হয়ে পড়ল বাড। ঠোঁট কেটে ক্ষীণ ধারায় রক্ত বেরোচ্ছে বড় ভাইয়ের প্রচণ্ড আঘাতে।

'কিন্তু উইল...' শুরু করেছিল বাড।

' "কিন্তু উইল!" ' বিশাল লোকটা চিকন স্বরে বাডের গলা নকল করল। ' "নিছক একটু আনন্দ করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল, উইল।" মাথা মোটা গরু! আমি কতবার তোমাকে বলেছি এখানকার মেয়েদের থেকে দূরে থেকো? কতবার? তুমি নিজেই বলো, বাছা!'

'অনেকবারই বলেছ,' বিষণ্ন সুরে স্বীকার করল সে।

'কিন্তু তার পরেও তুমি ওদেরই একটা মেয়ের সাথে একটা কাণ্ড ঘটিয়ে বসলে,' রুষ্ট স্বরে বলল বিগ জেমস। 'মনে হয় বাবা তোমাকে জন্ম দেয়ার সময়ে মাথায় মগজ দিতে ভুলে গেছিল।'

ডাফের দিকে ফিরল উইল। লোকটা চেয়ারে বসে দুই হাত ঘাড়ের পিছনে রেখে নির্বিকার চোখে ঘটনা দেখছে।

'ডাক্তার কি বলল, ডাফ?'

কাঁধ উঁচাল ডাফ। 'বলল মেয়েটা বড় একটা শক্ পেয়েছে। সিরিয়াস কিছু নয়। তবে খুব রেগেছে ডাক্তার—পারলে আমাকে মেরেই বসত, সে নিজে মার খাওয়ার কথাটা ভোলেনি। তুমি ভুল মেয়েকে বেছে নিয়েছিলে, বাক। পরেরবার একটু লদকালদকি করার ইচ্ছে হলে পুরানো ফোর্টেই যেয়ো।'

'আবার এমন কাজ করলে তোমার পিঠের চামড়া তুলে লিভারি

আস্তাবলের দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখব আমি,' রোষের সাথে শপথ করে বসল উইল। 'শহরের সবাই দেখবে! এটা আমাদের শহর। সবাই আমাদের হাতের মুঠোয়। ওদের বেশি খেপিয়ে তুললে ওরা ইউ এস মার্শালের কাছে নালিশ জানাবে। তখন আমাদের যা ঝামেলা পোহাতে হবে যা সারা জীবনে অ্যাপাচিরাও বাবাকে দিতে পারেনি।'

'কি বলছ তুমি উইল? এই এলাকায় কোন লম্যান নাক গলাতে এলে তাকে গায়েব করে দেয়া আমাদের পক্ষে কঠিন কিছুই হবে না,' প্রতিবাদ জানাল ডাফ।

'নিশ্চয়,' ব্যঙ্গাত্মক স্বরে বলে উঠল উইল। 'তোমার মাথাও দিন দিন বাডের মতই হয়ে উঠছে দেখছি। স্মার্ট চিন্তাধারা। একজন লম্যানকে তুমি নিখোঁজ করে দিলে, বুঝলাম—কিন্তু তার পরে কি ঘটবে, বাছা? আমি বলছি, শোনঃ এর পর আর একজন আসবে—তারপর একজন, দুজন, বা তিনজন আসবে। তখন সবকিছু বানচাল হয়ে যাবে। এত বছর পর এই উপত্যকাটা যখন সোনার মত দামী হয়ে উঠতে যাচ্ছে, এই সময়ে এটা হারাতে চাই না আমি। বুঝেছ?' রোষের সাথে বাডের দিকে তাকাল উইল। 'নির্বুদ্ধি ছোট ভাইয়ের ক্ষণিকের আনন্দের জন্যে সারা জীবনের খাটুনির ফল আমি বৃথা হতে দেব না। আমার নির্দেশ অমান্য করে আবার যদি কোনদিন "লেইজি ও" র‍্যাঞ্চে পা দাও, বাছা, তবে ঈশ্বর সাক্ষী, অনুতাপ করারও সময় পাবে না তুমি!'

ধীরে, ঠাণ্ডা স্বরে বলা কথাগুলোয় বাড জেমসের মুখ ফ্যাকাসে হলো। মুখে কিছু বলতে পারল না সে, কেবল মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল। পরে একটু সামলে উঠে বলল, 'তোমাকে আমি কথা দিচ্ছি, উইল।

'আর আমিও কথা দিচ্ছি, বাছা, যা বলেছি তাই আমি করব,' জবাব দিল উইল। 'আমার কথার কোন নড়চড় হবে না।'

উঠে দাঁড়িয়ে হাই তুলল ডাফ। ধীর পায়ে জানালার কাছে গিয়ে বাইরেটা ভাল করে দেখল। স্লিমের বাড়িটা ব্যাঙ্কের পাশে শহরের উত্তর

দিকে রাস্তার বাঁকের মাথায়। ওখান থেকে পুরো রাস্তাটাই দেখা যায়।

'শহরটা একেবারে ঠাণ্ডা,' মন্তব্য করল সে। 'তুমি কি মনে করো মার্কের বন্ধু-বান্ধব কোন গোলমাল সৃষ্টির চেষ্টা করতে পারে?'

'নিজের ভাল চাইলে তা ওরা করবে না,' জবাব দিল বিগ জেমস। 'তাছাড়া আজ রাত হওয়ার আগেই কার্লি ড্যাগেট ওকে শহর থেকে বের করে নিয়ে যাবে।'

'ওকে খতম করার ভার আমার ওপর ছেড়ে দিলেই আমি খুশি হতাম,' আক্ষেপ প্রকাশ করল বাড।

'তুমি বা আর্ট কাউকেই আমি এর সাথে জড়াতে দেব না।' উইলের স্বরটা দৃঢ়। 'আমরা একটা বড় খেলায় নেমেছি, এখানে সামান্য একজন র‍্যাঞ্চারকে নিজের হাতে মেরে প্রতিশোধ নেয়ার কোন স্থান নেই। যখন টুইন পীকস-এর বাঁধটা তৈরি হবে তখন এই উপত্যকার এত দাম হবে যে তোমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না এত টাকা ছাপা হয়েছে। এই শহরটা বিশাল আকার নেবে-কিন্তু সব ক'টা টেক্কাই থাকবে আমাদের হাতে। নিজের খুশি মত আমরা জমির চড়া দাম বেঁধে দিতে পারব। দালান, কোঠা, সবকিছুই থাকবে আমাদের হাতে!' চোখের সামনে যেন ছবির মত সব দেখতে পাচ্ছে উইল। ওর লোভাতুর চোখ দুটো চকচক করে উঠল। 'কিন্তু সামনের মাসের আগে এর কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে না। তাই সামনের মাস পর্যন্ত আমাদের এই শহরটাকে শক্ত হাতে নিজেদের বাগে রাখতে হবে। কোন গোলমাল হলে কার্লি ড্যাগেট সেটা সামলাবে। যদি কোন লম্যান আসেও, আসুক। সে জানবে ড্যাগেটই সব গোলমালের উৎস।

'আমি সব কাগজপত্র তৈরি করে রেখেছি, ওতে ড্যাগেটকে বেন ক্রসবির ডেপুটি বলে দেখানো হয়েছে, গত দু'বছর থেকে!' কুৎসিত ভেবে হেসে উঠল উইল। 'আমরা থাকব ধরাছোঁয়ার বাইরে। সবই আমাদের হবে। এই নোংরা শহরের প্রতিটা ইঞ্চির দাম হবে সোনার চেয়েও বেশি।'

অনেকক্ষণ ধরে উইলের মুখে কাছাকাছি বসানো ছোটছোট চোখ দুটো টাকার স্বপ্নে বিভোর রইল, তারপর ধীরে বাস্তব জগতে ফিরে এল সে। বাডের দিকে ফিরে বলল, 'যাও, কার্লি ড্যাগেটকে বলো সে যেন এখনই আমার সাথে দেখা করে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে এল বাড। বড় ভাই-এর দৃষ্টির আড়ালে এসে সে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। কয়েক মিনিট পরেই পিছনের দরজায় নক করার শব্দে বোঝা গেল লম্বা গানফাইটার হাজির হয়েছে। ওই দরজাটা পিছনের গলি দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করার পথ। লোকটা ভিতরে ঢোকার অনুমতি পেয়ে দরজা ঠেলে মাথা নুইয়ে ভিতরে ঢুকে আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নড করল। 'উইল, বুড়ো বাক লেক আজ ওয়েসিসে চমৎকার কাজ দেখিয়েছে। ওকে মাতাল হয়ে আবোল তাবোল বলা শুরু করার আগেই আমি ওখান থেকে সরিয়ে একটা বোতল সহ বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসেছি।'

উইল চট করে মুখ তুলে তাকাল। 'মাতাল হাঁদা বুড়ো,' মন্তব্য করল সে। 'ও কোন ঝামেলা করেনি তো?'

'আরে না,' কাঁধ উঁচাল কার্লি। 'আমি ওকে বিছানা দেখিয়ে দিয়ে এটা দিয়ে কানের পিছনে ছোট্ট একটা টোকা দিয়েছি—' পিস্তলের একটা বাঁট ছুঁল সে। 'জেগে উঠে সে ভাববে বেশি খেয়ে ফেলেছিল।'

উঠে দাঁড়াল উইল জেমস। তিনবার ঘরের এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত পায়চারি করে শেষে গানফাইটারের মুখোমুখি দাঁড়াল।

'ওই ছেলেটা,' শুরু করল উইল, 'আমি চাই তুমি নিজে ওর একটা ব্যবস্থা করো।'

মাথা ঝাঁকাল কার্লি, ওর চেহারার কোন পরিবর্তন হলো না।

'তুমি কি ভাবছ বেনের ডেপুটিরা কাজটা পণ্ড করতে পারে? আজ পর্যন্ত ওরা কোন কাজে বিফল হয়নি।'

'এটায় আমি একেবারে নিশ্চিত হতে চাই, কার্লি। ছেলেটার ভিতর আগুন আছে। ও যদি মুখ খোলার সুযোগ পায় তবে আমাদের অনেক ক্ষতি

হয়ে যেতে পারে।'

'নিশ্চিন্ত থাকো, উইল,' সহজ গলায় বলল ড্যাগেট। 'আমি দেখব ও যেন কোনদিন মুখ খুলতে না পারে।'

মাথা ঝাঁকাল উইল। যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েও একটু ইতস্তত করল কার্লি। ডাফ জেমস ওর দিকে মুখ তুলে তাকাল।

'ওই অন্য লোকটা,' শুরু করল ড্যাগেট। 'সে বলেছিল ওর নাম জেসাপ।'

'কেন, কি হয়েছে?'

'আমার মনে হচ্ছিল ওকে আমি আগেও কোথায় যেন দেখেছি। কিন্তু কোথায় তা ঠিক মনে করতে পারছি না। যাকগে, ওটা হয়তো নিছক কল্পনা।'

'না, দাঁড়াও,' হাত তুলে বলল উইল। 'লোকটাকে কোথায় দেখেছ বলে তোমার মনে হয়? ও কি লম্যান?'

মাথা নাড়ল ড্যাগেট, 'না, আমার তা মনে হয় না। কিন্তু কোথায় যেন ওকে আমি দেখেছি—সম্ভবত টেক্সাসে। পরে মনে পড়বে।'

'ওতে খুব একটা আসে যায় না,' হেসে বলল ডাফ। 'এতক্ষণে সে সাপের খাবারে পরিণত হয়েছে।' বাকি দুজনও ডাফের সাথে নিষ্ঠুর হাসিতে যোগ দিল।

পকেট থেকে ঘড়ি বের করে দেখল উইল। 'দেড়টা বাজে,' ঘোষণা করল সে। 'চলো, খেতে যাই।'

এভাবেই তাচ্ছিল্যের সাথে উপত্যকার প্রভু তার কুটিল মাথা থেকে খুনের চিন্তা বাদ দিয়ে উৎফুল্ল মনে লাঞ্চ করতে চলল। এইমাত্র সে মার্ক ওয়্যাগ্নারকে খুন করার আদেশ দিয়ে ওর মৃত্যু নিশ্চিত করেছে। অন্য লোকটার সম্পর্কে তার আর কোন আগ্রহ নেই। কারণ ডাফ ঠিকই বলেছে, জেসাপ এতক্ষণে সাপের আধারের বেশি আর কিছু নয়।

পাঁচ

'এতেই চলবে, নিচে নামো, জেসাপ।'

নেডের আদেশ এরফানকে যেন কিছুটা স্বস্তি দিল। শহর থেকে অনেক দূর পথ টেনশনের মধ্যে দিয়ে অনিশ্চিত ভাবে চলতে হয়েছে ওকে। ঘুরে দেখল দ্বিতীয় ডেপুটি ডেভিড তার জিনের পিছন থেকে একটা ভাঁজ করা কোদাল বের করেছে। ইউনাইটেড স্টেটস ক্যাভেলরির সৈনিকরা ওই রকম বেলচা ব্যবহার করে।

'নিচে নামতে বলেছি!' শটগান নেড়ে আদেশটার গুরুত্ব বুঝিয়ে দিল সে। কাঁধ উঁচাল এরফান। তারপর বাঁধা অবস্থাতেও স্যাডল হর্নের উপর দিয়ে একটা পা ঘুরিয়ে অনায়াসে নিচে নামল। ঘোড়ার পিঠে বসে থেকেই এরফানকে কাভার করে আছে নেড। ডেভিড ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে বেলচাটা মাটিতে ফেলে চক্রাকারে ঘুরে জেসাপের পিছনে এসে দাঁড়াল।

'হাত দুটো পিছনে আমার দিকে বাড়িয়ে ধরো,' আদেশ করল সে।

তাই করল এরফান। ছুরি দিয়ে হাতের বাঁধন কেটে দিয়ে পিছিয়ে গেল ডেভিড। কয়েকবার হাত মুঠো করে আবার খুলে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করে নিল এরফান। ধীর পায়ে জেসাপের পিছন থেকে সরে নিজের ঘোড়ার কাছে ফিরে চামড়ার ফাঁস থেকে শটগানটা বের করে এরফানকে কাভার করার পর নেড ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল।

ছোট কোদালটা দেখিয়ে সে বলল, 'খুঁড়তে শুরু করো।'

'আমার হাত দুটো এখনও অবশ হয়ে রয়েছে,' অজুহাত দেখাল

এরফান। 'একটা মিনিট সময় দাও।'

'কাজ শুরু করো!' ধমকে উঠল নেড। 'এতক্ষণে তোমার হাত স্বাভাবিক হয়ে যাওয়ার কথা।' সঙ্গীর দিকে চেয়ে কুৎসিত ভাবে হাসল সে—উত্তরে ডেভিডও হাসল।

হাত দুটো টান টান করে দুপাশে ছড়িয়ে পড়ে কোমরের ওপর রেখে ওদের মুখোমুখি দাঁড়াল জেসাপ।

'তোমরা কি আমাকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করার মতলব করছ?'

'খোঁড়ো!' আবার শটগান নেড়ে ওকে ইশারা করা হলো।

'আমার কি ঠেকা পড়েছে?' বলে উঠল জেসাপ। 'তোমরা যদি আমাকে মেরেই ফেলবে, তবে বেগার খেটে আমি নিজের কবর খুঁড়তে যাব না।'

চেহারায় একটা মেকি হতাশ ভাব ফুটিয়ে তুলে সঙ্গী ডেপুটির দিকে তাকাল নেড। 'বুঝি না তর্কপ্রবণ লোকগুলোই কেন আমাদের কপালে জোটে।'

'সবই কপাল,' জবাব দিল ডেভিড।

'তোমার কি মনে হয় ওর খারাপ মুড আমরা ভাঙাতে পারব?'

'চেষ্টা করে দেখা যাক, হয়তো ওর মুখে আর পেটে কিছু পড়লে মত পালটাতেও পারে। তুমি ওকে ধরবে, না আমি ধরব?' প্রশ্ন করল ডেভিড।

দাঁত বের করে হাসল নেড। একটু বেঁটে হলেও মোষের মতই শক্তিশালী সে। ওর ভাঙা দাঁত দুটো দেখে এরফান বুঝল লোকটা বারে মারপিট করা মস্তান। একজন অসহায় লোককে পিটিয়ে থেঁতলে দেয়ার আনন্দ ওর কাছে প্রীতিকর ।

'ধরতে হবে না, শুধু একটু পাশে সরে শটগানটা ওর দিকে তাক করে রাখো,' বলে আবার দাঁত দেখিয়ে হাসল সে। 'আমি দেখি ওর কাছ থেকে একটু সহযোগিতা আদায় করা যায় কিনা।'

'ঠিক আছে, তাই করো, কিন্তু আমার জন্যেও কিছু অবশিষ্ট রেখো।

দেখো ওর পা ভেঙে দিও না যেন।'

'নিশ্চয়, ডেভিড, নিশ্চয়,' বিড়বিড় করে বলে শটগানটা. মাটিতে নামিয়ে রাখল নেড।

দ্রুত চিন্তা করছে এরফান। ডেভিড এইমাত্র যা বললঃ এমনও হতে পারে এই লোকটাই ডাক্তারের পা ভেঙে দিয়েছিল। মার্কের কাছে ডাক্তারের মার খাওয়ার কাহিনীটা শুনেছে সে। কিন্তু আর চিন্তা করার সময় নেই, নেড এগিয়ে আসছে ওর দিকে।

'এসো, কাউবয়,' উচ্চারণ করল সে, 'তোমার বেয়াড়াপনা আজ জন্মের মত ছুটিয়ে দেব আমি।'

'নিশ্চয়,' জবাব দিল জেসাপ। 'পরিস্থিতিটা একটু বুঝে নিই।' দূরত্বটা সাবধানে আঁচ করে নিয়ে দ্রুত তিন কদম বাঁয়ে সরে এল সে। এখন ডেভিড আর এরফানের মাঝখানে রয়েছে নেড।

একটা গালি দিয়ে অলস ভঙ্গী ছেড়ে দ্রুত পাশে সরে নেডকে বাঁচিয়ে এরফানের দিকে গুলি করার সুযোগ খুঁজছে। চিৎকার করে সে বলল, 'নেড, মাটিতে শুয়ে পড়ো!' কিন্তু কথাটা ওর মুখ থেকে বেরোবার আগেই হাত উঁচিয়ে দুহাতে ঘুসি ছুঁড়তে ছুঁড়তে নেডের খুব কাছে এসে পড়ল জেসাপ। সে যা আশা করেছিল তাই ঘটল। শক্তিশালী হাত দুটো দিয়ে এরফানকে হাড়-ভাঙা রেয়ারহাগে জড়িয়ে ধরল। ওতে বিপক্ষের মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়া সম্ভব। বিজয় উল্লাসে ওর গলা দিয়ে পশুর মত একটা গর্জন বেরিয়ে এল। সঙ্গী ডেপুটির কথা ওর কানেই গেল না।

'ওকে ফেলে দিয়ে সরে দাঁড়াও, নেড,' চিৎকার করল ডেভিড। 'ওকে ছেড়ে দাও, বোকা পাঁঠা! আমাকে গুলি করার সুযোগ দাও।'

লাফিয়ে একপাশে সরে এসেছে ডেভিড, শটগানের দুটো ঘোড়াই কক করা। এবার ওর চিৎকারটা ওর কানে ঢুকেছে, কিন্তু রাগের সাথে মাথা নাড়ল সে। সুবিধাজনক কায়দায় বিপক্ষ লোকটাকে পেয়েছে সে। কাউবয় যে ওকে ফাঁদে ফেলার জন্যেই এটা করেছে তা বুঝতে ওর একটু দেরি

হলো। এরফানের দেহটা ওর হাতের চাপে কিলবিল করে সাপের মত নড়ছে। ডেভিডের চিৎকারে বিভ্রান্ত হয়ে হাত একটু ঢিলে হলো। সত্যিই ফাঁদে পড়েছে কিনা বুঝতে পারছে না সে। একটু ঢিল পেতেই সেটা কাজে লাগাল জেসাপ।

সমস্ত শক্তি দিয়ে ওর চিবুকের নিচে হাতের তালু বাধিয়ে উপর দিকে ঠেলা দিল। ওই রকম আচমকা ধাক্কায় মানুষ কেন ভালুকও পিছিয়ে যেতে বাধ্য হত। ওর বেলাতেও তাই ঘটল। দুহাত শূন্যে তুলে টলতে টলতে একটু পিছিয়ে গেল নেড। কিন্তু ততক্ষণে ওর পিস্তলটা তুলে নিয়ে প্রায় ওর বগলের তলা দিয়ে জেসাপ গুলি করল শটগানধারী ডেভিডকে। গুলিটা ওর দুই চোখের ঠিক মাঝখানে বিঁধল। গুলি ছুঁড়েই ঝাঁপ দিয়ে মাটিতে পড়ল এরফান। মৃত ডেভিডের পেশীর রিফ্লেক্সে উল্টে পড়ার আগে শটগান থেকে দুটো গুলিই একসাথে বিকট শব্দে বেরিয়ে এল। নির্জন এলাকার নীরবতা প্রচণ্ড শব্দে খানখান হয়ে গেল।

দুই ব্যারেলের গুলি একসাথে বেরিয়ে নেডের দেহটাকে ট্রেন থেকে ছুঁড়ে ফেলা কাপড়ের পুতুলের মত উড়িয়ে নিয়ে ফেলল। কিছুদূর গড়িয়ে থেমে গেল ওটা।

সাবধানে উঠে দাঁড়াল এরফান। .৪৫ পিস্তলটা কক করা অবস্থায় ওর হাতে তৈরি। আড়চোখে এক নজর ডেভিডের দিকে চেয়ে বুঝল লোকটা মারা গেছে। ধীর পায়ে নেড যেখানে পড়ে আছে সেখানে এসে দেখল ওর দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। মাথা নাড়ল জেসাপ।

'ভাবিনি তুমি বোকার মত ওই ফাঁদে ধরা দেবে,' মৃত নেডকে বলল সে। ডেভিডের শটগানটা তুলে নিয়ে ওতে গুলি ভরল জেসাপ। অন্য শটগানটাও মাটি থেকে তুলে নিল। ডেভিডের কোমর থেকে গানবেল্টটা খুলে নিয়ে নিজের কোমরে পরল। দ্বিতীয় .৪৫ টা কোমরে গুঁজে নিল।

'যদিও নিজের পিস্তল দুটোর মত না,' নিজের মনেই বলল সে। 'তবু আপাতত এতেই কাজ চলবে।' ঘোড়াগুলোর কাছে ফিরে এল এরফান।

যদিও শটগানের প্রচণ্ড শব্দে ওদের চোখ এখনও ভয়ে বিস্ফারিত, কিন্তু ট্রেনিং পাওয়া ঘোড়া বলেই ছুটে পালায়নি। পর মুহূর্তেই সে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল। মাটির ওপর বেলচাটার ওপর ওর নজর পড়ল এবং তারপরেই আকাশের দিকে চাইল জেসাপ। দু'তিনটে কালো বিন্দু আকাশে চক্কর কাটতে দেখা যাচ্ছে। শকুনগুলো কেমন করে যেন ঠিকই টের পায়।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল সে—তারপর মাথা নাড়ল।

শকুনগুলোকে ওদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা ঠিক হবে না। ওই লোক দুটো শকুনের পেটে যাওয়ারই যোগ্য।

কাঁধ উঁচিয়ে অপারগ একটা ভঙ্গী করল জেসাপ। কাজটা নিষ্ঠুর হলেও উপায় নেই। ওর হাতে সময় খুব কম। নিজের ঘোড়ার লাগাম ধরে দ্বিতীয়বার পিছনে না ফিরে সোজা উত্তরে রওনা হলো সে। ওর পিছনে শকুনগুলো অনেক নিচে নেমে এসেছে। ওরা এখনই লাশগুলোর কাছে ভিড়বে না—অসীম ধৈর্য ওদের।

ছয়

দু'ঘণ্টার মধ্যেই দুপুর গড়িয়ে বিকেল হবে। সূর্যের তাপ এখনও কমেনি। সূর্যের আলোয় ধুয়ে যাচ্ছে জেমসটাউন শহর। বাঁকা রাস্তাটার ফুটপাত একেবারে জনশূন্য। একটা ছোট কুকুর আস্তাবলের ছায়ায় শুয়ে হাঁপাচ্ছে। এছাড়া কোন নড়াচড়া বা শব্দে শহরের স্তব্ধতা ভাঙছে না। জেমসটাউন দেখতে অনেকটা পশ্চিমের আরও একশো ছোট বসতির মতই। মাঝখান দিয়ে একটাই মাত্র রাস্তা। রাস্তার দুপাশে গড়ে উঠেছে ছোট বড় দুই সারি

দালান। বাড়িগুলোর পেইন্টের অভাব কিছুটা দূর করেছে ওয়্যাগন আর ঘোড়ার চলাফেরায় ওড়ানো পুরু ধুলোর পরত।

রাস্তা ধরে উত্তর দিকে তাকালে বাম দিকের সব থেকে বড় দালান যেটা দেখা যাচ্ছে ওটাই জেল। বাড়ি এর পরেরটাই শেরিফের। তারও পরে কাঠের বাড়িটায় জাজ বাক লেক থাকে। জেলের ঠিক উল্টো দিকে লিভারি আস্তাবল, এর পরেই দি ওয়েসিস সেলুনটা শেরিফের বাড়ি বরাবর। ব্যাঙ্কার স্লিম হ্যাগস্ট্রমের বাড়িটা রাস্তার উত্তরে বাঁকটার কাছে। পাশেই ব্যাঙ্ক। এসব বড় দালান ছাড়া বাকি যা আছে সেগুলো ছোট বাসা। মাটি খুঁড়েও তৈরি করা হয়েছে কয়েকটা থাকার জায়গা। এই নিয়েই হচ্ছে জেমসটাউন। বাড়ির ফাঁকগুলো খালি টিন, বোতল আর আবর্জনায় ভরা। দু'একটা টাম্বল উইডও দেখা যাচ্ছে ওখানে আটকে রয়েছে।

জেসাপ বোনিতো নদীর কাঠের ব্রিজটার ছায়ায় একটা আড়াল বেছে নিয়ে শহরটাকে জরীপ করে দেখল। ওর ঘোড়াটা ডেকে উঠল। তাড়াতাড়ি ওর নাকের ওপর হাত চেপে ওকে থামাল এরফান। 'শান্ত হও, নিগ (ওর কালো ঘোড়াটার নাম নিগার),' শাসন করল সে। 'ওরা শীঘ্রি টের পাবে আমরা ফিরে এসেছি। কোথায় যেন থাকে ডাক্তার বলেছিল মার্ক?' আবার দৃশ্যটা খুঁটিয়ে দেখল এরফান। দক্ষিণ দিকে সাদা খুঁটির ঘের দেয়া একটা পরিচ্ছন্ন কাঠের বাড়ি ওর নজরে পড়ল। অন্যান্য বাড়িগুলো থেকে ওটা একটু আলাদা। সামনের বাগানের ছোট কটনউড গাছের ছায়ায় বাঁধা আছে একটা ঘোড়া।

'ওটাই নিশ্চয় ডাক্তারের বাড়ি,' নিজের মনেই বলল সে।

নিগারকে ব্রিজের তলায় আড়ালে শক্ত করে বেঁধে রেখে বোনিতোর হাঁটু পানিতে নেমে ওপারে পৌঁছল জেসাপ। সামান্য কিছুটা পশ্চিমে একটা ক্রীক। ওটা দিয়ে বর্ষায় পাহাড় থেকে পানি এসে বোনিতোতে পড়ে—কিন্তু বর্তমানে ওটা শুকনো। খাঁড়ি ধরেই এগোল জেসাপ। পিছন ফিরে তাকিয়ে আঁচ করে দেখল ডাক্তারের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছেচে কিনা। অল্পক্ষণ পরে মাথা

তুলে দেখল তার আন্দাজ ঠিকই আছে—সামনেই বাড়িটা দেখা যাচ্ছে। খালি জায়গাটা নিঃশব্দে পার হয়ে পিছনের দরজায় টোকা দিল সে। উৎকণ্ঠার সাথে জেসাপ ভাবছে ঃ এটাই ডাক্তারের বাড়ি তো? ডাক্তার একলা আছে তো? খারাপ পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্যে তৈরি আছে সে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ভিতরে নড়াচড়ার আওয়াজ পাওয়া গেল। দরজা খুলে গেল। ওখানে দাঁড়িয়ে আছে মাঝারি উচ্চতার একজন নিরস্ত্র লোক। বয়স তিরিশের কাছাকাছি। জুলপির কাছে চুলে পাক ধরেছে। স্টীল-রিমের চশমার পিছনে চোখ দুটো বয়সের তুলনায় অনেক অভিজ্ঞ।

'বলো?' ডাক্তারের স্বরে একটু কৌতূহলের আভাস।

'আমি ভিতরে আসতে পারি?'

'তুমি কি চাও?'

'ডাক্তার, আমার নাম জেসাপ।'

রায়নারের চোখ দুটো বিভ্রান্ত দেখাল—কিন্তু পরক্ষণেই ওর চোখে জ্যোতি ফিরে এল। 'যে লোকটা মার্ককে সাহায্য করেছিল! ঈশ্বর! জলদি ভিতরে এসো,' বলে দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল সে। কিন্তু তার আগে পিছন দিকটা একবার ভাল করে দেখে নিল। এরফান ভিতরে ঢোকার পর দরজা বন্ধ করে দিয়ে সামনের দিকের জানালা দিয়ে জনশূন্য রাস্তাটা দেখল।

'কেউ তোমাকে আসতে দেখেছে?' প্রশ্ন করল সে, তারপর উত্তরের অপেক্ষা না করেই বলল, 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে, আবার ফিরে এসেছ? এখানে কি করছ তুমি?'

'প্রথম দুটো প্রশ্নের জবাব, না,' হেসে জবাব দিল জেসাপ। 'আর তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর, আমি ছেলেটাকে উদ্ধার করতে এসেছি।'

'পাগল নাকি? শহর ভরা জেমসদের লোকজন। আর এটাই বা তুমি কি করে জানো আমিও ওদের একজন নই?'

'আমি আমার জীবন বাজি রাখতে পারি,' শান্ত স্বরে বলল এরফান।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সে বলল, 'তাহলে মার্ক তোমাকে আমার কথা বলেছে, তাই না?' জেসাপকে নড করতে দেখে জ্যাক বলে চলল, 'জেমসদের ওপর রাগ থাকার আমার যথেষ্ট কারণ আছে, এটা ঠিক, মিস্টার জেসাপ, কিন্তু–'

'আমার বন্ধুরা আমাকে এরফান বলেই ডাকে, ডাক্তার।'

'ঠিক আছে, এরফান।' একটু হেসে জ্যাক আবার প্রশ্ন করল, 'তুমি ওই টাউট ডেপুটি দুজনের কাছ থেকে কিভাবে ছাড়া পেলে?'

'ওরা আর ফিরবে না, জ্যাক,' জবাব দিল এরফান।

'ওই নেড জোনস...সেও কি...?'

'মারা গেছে, জ্যাক। আর কখনও ডাক্তারকে পিটাতে আসবে না ও।'

কথাটা শুনে অবাক চোখে তাকিয়ে রইল রায়নার। 'তুমি কিভাবে জানলে?' নার্ভাস স্বরে প্রশ্ন করল সে।

'নেড নিজেই কথাটা বলেছে...মারা পড়ার কিছুক্ষণ আগে,' জানাল জেসাপ। তারপরেই প্রসঙ্গ বদলাল, 'মার্ক কি এখনও জেলেই আছে?'

'হ্যাঁ, আমি যতদূর জানি।'

'কতজন লোক পাহারায় আছে?'

মাথা নাড়ল জ্যাক। 'সেটা আমার জানা নেই, এরফান।'

'অন্ধের মত ভিতরে ঢুকতে চাই না,' আপন মনেই বিড়বিড় করে বলল জেসাপ। 'তাতে ফল খারাপ দাঁড়াতে পারে।' একটা চেয়ারে বসে তার পরবর্তী প্ল্যান নিয়ে ভাবছে জেসাপ। ডাক্তার অবাক চোখে চেয়ে আছে ওর দিকে।

'এরফান–তুমি কি সিরিয়াস? তুমি কি ভাবো একজন লোক ওই জেলে ঢুকে জীবন নিয়ে জেমসটাউন ছেড়ে বেরোতে পারবে?'

কথাটার জবাব দিল না জেসাপ, শুধু কাঁধ উঁচাল। 'ছেলেটাকে আমি ওখানে ফেলে রাখতে পারব না,' এইটুকুই সে বলল।

'এটা পাগলামি!' বলে উঠল জ্যাক। 'তুমি তা পারবে না!'

'তবে কে পারবে বলে তোমার মনে হয়?' একটু খোঁচা দিয়ে বলল জেসাপ। ডাক্তার নীরব হলো। 'আমি দুঃখিত, ডাক্তার, তোমাকে খোঁচা দেয়ার জন্যে কথাটা বলিনি।'

'তা আমি জানি, এরফান,' বলল সে। 'কিন্তু শুধু একজন কেন, তার পিছনে আরও ছয়জন থাকলেও জেমসের গানফাইটারদের বিরুদ্ধে কিছুই করা সম্ভব হবে না।'

'জেমসরা তাহলে ভাড়াটে গানফাইটার রেখেছে?' আরও জানার আগ্রহ দেখাল জেসাপ।

'হ্যাঁ, ওর তিন-চারজন খুনী গানফাইটার আছে। যে দুজন তোমাকে নিয়ে গেছিল, তাদেরই মত। ওখানে কি ঘটেছিল, এরফান?'

'ওরা আমাকে মেরে কবর দিয়ে আসার মতলব করেছিল। আমাকেই নিজের কবর খোঁড়ার জন্যে আমার বাঁধন কেটে দিয়ে ওরা ভুল করেছিল। তাই ওদের মরতে হলো। যাক সেকথা, ওই লম্বা লোকটা, যাকে আমি বিচারের সময়ে দেখেছি, ওর নামটা যেন কি?'

'ড্যাগেটের কথা বলছ? বিরাট লম্বা, দুটো পিস্তল কোমরে?'

মাথা ঝাঁকাল এরফান, 'হ্যাঁ, ওর কথাই বলছি।'

'ওর নাম কার্লি ড্যাগেট। লোকটা জেমদের র‍্যাঞ্চের ফোরম্যান।'

'এল প্যাসোতে ওর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আছে,' জানাল জেসাপ।

'লোকটা খুনী, এতে কোন সন্দেহ নেই,' মন্তব্য করল জ্যাক।

এবার অন্য একটা প্রশ্ন তুলল এরফান। 'শহরটা কতদিন যাবত জেমসদের মুঠোয় আছে? এখানকার হালচাল সম্পর্কে মার্ক আমাকে কিছুটা বলেছে।'

'তা প্রায় মোট দশ বছর হবে—বুড়ো জেমস মারা যাওয়ার আগে থেকেই ওই ভাবেই সব চলছে। বাইরে থেকে কেউ ব্যবসা করতে এখানে আসতে পারে না। কেনা-বেচা দুটোই জেমসদের মাধ্যমে বা তার আত্মীয়-স্বজনের মাধ্যমে হয়। ব্যাঙ্ক, জেনারেল স্টোর, সেলুন—সবকিছুই ওদের

ফ্রেডকে ওরা সেলুনটা ভাড়া দিয়েছে, তার পরেও যা বিক্রি হয়, তার লাভেরও মোটা অঙ্ক ফ্রেডকে ওদের হাতে তুলে দিতে হয়। ব্যাঙ্কে সব ওদেরই টাকা, এবং সুদের হারও ওরাই বেঁধে দেয়।'

'কেউ প্রতিবাদ করতে গেলেই ভাড়াটে গুণ্ডা দিয়ে তাদের শায়েস্তা করা হয়, এই তো?'

'ঠিক তাই, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে—এখন শহরের বাকি সবার জন্যে আমি একটা চলন্ত দৃষ্টান্ত। অবশ্য আমি যেভাবে হাঁটি সেটাকে যদি চলা বলা যায়।' লোকটার স্বর তিক্ততায় ভারাক্রান্ত। পিছনের গলিতে মার খাওয়ার স্মৃতিতে ওর চোখে বেদনা ফুটে উঠেছে। সামলে নিয়ে সে আবার বলে চলল, 'দক্ষিণে কিছু লোক আছে যারা এই উপত্যকায় র‍্যাঞ্চ করতে চায়। কিন্তু বেনিতোর উত্তরে কেউ এলেই তাকে নাজেহাল করে তাড়িয়ে দেয়া হয়। দশ মাইল উত্তরে রাস্তা যেখানে দুভাগ হয়েছে, সেখানে আগে একটা সাইনবোর্ড বসানো ছিল ঃ "এটা জেমসদের রাস্তা, অন্যটা ধরে এগোও।" এখন অবশ্য ওরা এত স্পষ্ট করে কিছু বলে না—কিন্তু ফলাফল একই দাঁড়ায়। নবাগতদের এখানে থাকতে নিরুৎসাহ করা হয়।'

'সেটা আমি নিজেই টের পেয়েছি,' বিড়বিড় করে বলল জেসাপ। ওর মুখে বরফ-শীতল একটা হাসি।

'কিন্তু তুমি নিজেকে এর মধ্যে জড়াতে চাচ্ছ কেন?' হঠাৎ প্রশ্ন করল জ্যাক।

'মার্ক ওয়্যাগ্নার, আমার, বা জেমসটাউনে কি ঘটে তাতে তোমার কি আসে যায়?'

'সে এক লম্বা কাহিনী, জ্যাক। সব বলার মত সময় আমার হাতে নেই।'

রায়নার একটা চেয়ার টেনে নিয়ে জেসাপের মুখোমুখি বসল। আগ্রহে ভরা ওর চেহারা, চোখে নিছক কৌতূহলের চেয়েও গভীর একটা ভাব।

'ঠিক আছে, সংক্ষেপেই নাহয় বলো,' অনুরোধ জানাল সে। 'তুমি

বলো, তোমার কিসের জন্যে এই আগ্রহ, যদি বুঝি তোমার সত্যিই কারণ আছে, তবে আমি তোমাকে সাহায্য করব।'

'সাহায্য করবে? তুমি তা কিভাবে করবে?' অবাক হলো এরফান।

আগ্রহের সাথে ঝুঁকে এল ডাক্তার।

'আমি জেলে একটা ছুতো নিয়ে ঢুকে জেনে আসব ওখানে কয়জন লোক আছে।'

শ্রদ্ধার চোখে লোকটার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে হাসল এরফান। 'আর আমি ভাবছিলাম এই শহরের সবাই বুঝি কাপুরুষ। তুমি তাই করবে?'

'আমি যা জানতে চাই সেটা বললে তাই করব।'

একটু ইতস্তত করল এরফান, তারপর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল।

'আমি দুজন লোকের খোঁজে বেরিয়েছি।' লোক দুজনের নাম বলল জেসাপ। 'ওয়েব আর পিটারসন। হয়তো তুমি ওদের নাম শুনেছ।'

এক মুহূর্ত ভেবে জ্যাক বলল, 'ওই নামগুলো আমার কাছে অপরিচিত। কিন্তু এসব এলাকায় নামে কিছুই আসে যায় না—অন্য নাম নিয়ে থাকতে পারে ওরা। কিন্তু ওদের বিরুদ্ধে তোমার কি অভিযোগ?'

'একটা দেনা শোধ করা বাকি আছে।'

কথাগুলো যে সুরে বলা হলো তাতে রায়নারের শিরা বেয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল। জেসাপের চোখ দুটো ঠাণ্ডা আর ভয়ানক হয়ে উঠেছে।

'তুমি কে জেসাপ?' সরাসরি প্রশ্ন করল জ্যাক।

'আমার নাম সত্যিই এরফান জেসাপ,' বলল সে। 'কিন্তু টেক্সাসে আমি একটা অন্য নামে পরিচিত—ওরা আমাকে নাম দিয়েছে "বিদ্যুৎ"।'

বিদ্যুৎ! পশ্চিমের এই শহরটা দূরে হলেও বাইরের জগৎ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন নয় যে আউটল এবং বিখ্যাত গানফাইটার বিদ্যুতের কথা সে শোনেনি। তাহলে এই লোকটাই সেই বিদ্যুৎ, যার সম্পর্কে অনেক গল্পই সে শুনেছে। এরই মধ্যে টপ গানফাইটারদের মধ্যে একজন বলে সে

প্রতিষ্ঠিত।

জেসাপ তার হোস্টের চেহারা খুঁটিয়ে দেখছিল—ওর চোখে একটু ইতস্ততার ভাব লক্ষ করল সে।

'তুমি হয়তো ভাবছ জেমসরা যাদের ভাড়া করেছে আমিও সেই একই ছাঁদে গড়া। তাই না?' কঠিন স্বরে বলল জেসাপ। 'ভাবছ বিদ্যুতের সম্পর্কে লোকে যা বলে সেটাই সত্যি। ঠিক আছে, তাহলে পুরোটাই তুমি শোনো, এরপরে সিদ্ধান্ত নিও।' আর কথা না বাড়িয়ে এরফান বলতে শুরু করল কেন এবং কি পরিস্থিতিতে পড়ে তাকে আউটল হতে হয়েছে। ডাক্তার অবাক হয়ে ওর সব কথা শুনল। জানল মৃত্যু শয্যায় বুড়োকে দেয়া তার প্রতিজ্ঞার কথা। যারপর থেকে সারা দেশ চষে বেড়াচ্ছে সে ওই দুটো লোকের খোঁজে। কাউকে খুন না করেও তাকেই খুনের দায় কাঁধে নিয়ে আউটল হয়ে ঘুরে ফিরতে হচ্ছে আসল খুনীদের খোঁজে। সীমান্ত এলাকায় বাউন্টি হান্টার আর অনেক ফাস্ট-গানই ওকে খুঁজে ফিরছে বাউন্টির টাকার লোভে।

'বেশির ভাগ গল্পই তোমরা যা শুনেছ সেগুলো মিথ্যে,' ডাক্তারকে বলল জেসাপ। 'তবে তোমার নিজেকেই যাচাই করে নিতে হবে কোনটা সত্যি আর কোনটা মিথ্যে।'

রায়নার ইতস্তত করল না। হাত মেলাবার জন্যে এরফানের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সে। 'এরফান, তুমিই যদি ''বিদ্যুৎ'' হও তবে বুঝতে হবে লোকে তোমার সম্পর্কে যা বলে তার বেশির ভাগই মিথ্যা। এবং—' হাসল সে, 'পৃথিবীর অর্ধেক লোকই যখন মিথ্যাবাদী, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।' খুঁড়িয়ে হেঁটে সে তার পড়ার-ঘর থেকে একটা হ্যাট আর লাঠি নিয়ে বেরিয়ে এল। 'আমি যাই, দেখে আসি ছেলেটা সুস্থ আছে কিনা। ওর বোন যে সুস্থ আছে সেটাও ওকে জানিয়ে আসব।' দরজার কাছে গিয়ে আবার ফিরে তাকাল সে। 'তুমি এখানেই থাকো। কাউকে দেখা দিও না। যত জলদি সম্ভব আমি ফিরে আসব।'

নীরবে মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল এরফান।

খুঁড়িয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল জ্যাক রায়নার। তাই ওই লোকটাই বিদ্যুৎ! ধীর স্বরে টেনে-টেনে কথা বলে, মনে হয় যেন বাতাসও নড়ছে না। ওই বিখ্যাত আউটল সম্পর্কে কত গল্পই না সে শুনেছে। হ্যাঁ, ওই লোকটাই এই কাজের জন্যে উপযুক্ত লোক।

'ওকে আমি শেষ পর্যন্ত সমর্থন করব,' নিজেই জোরে বলে উঠল ডাক্তার। ওর কথা শুনে লিভারি আস্তাবলের ছায়ায় শোয়া ধূসর রঙের কুকুরটা মুখ তুলে তাকাল। দেখল ডাক্তার খুঁড়িয়ে রাস্তা পার হয়ে জেলঘরের দরজায় নক করল।

প্রায় পনেরো মিনিট হলো গেছে ডাক্তার। জানালার আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে ওকে জেলঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তা পার হতে দেখল এরফান। খুব ধীর গতিতে হাঁটছে লোকটা। আর এদিকে টেনশনে অস্থির জেসাপ একটা গালি দিল, তারপর নিজের উৎকণ্ঠায় নিজেই একটু হাসল।

'মিছেমিছি উত্তেজিত হয়ে উঠলে কাজ হবে না—ঠাণ্ডা মাথায় কাজ সারতে হবে,' নিজের মনেই আওড়াল সে। তারপর ডাক্তার কি খবর নিয়ে এল জানার জন্যে দরজার দিকে এগোল। জ্যাকের হাসি মুখ দেখে বুঝল খবর ভাল।

'ছেলেটা ওর সেলেই আছে, এরফান,' বলল সে। 'দেখে মনে হলো ওখানে মাত্র একজন গার্ডই আছে।'

'কোনজন? ড্যাগেট?'

'না, অন্য একজন,' জবাব দিল ডাক্তার। 'মনে হয় ওর নাম ওয়াইলি। শেরিফ দুপুরে ঘুমিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে।'

'আশা করি ওর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাবার প্রয়োজন হবে না আমাদের।' হাসল জেসাপ। আবার আন্তরিকতার সাথে হ্যাণ্ডশেক করল ওরা। 'ধন্যবাদ, ডাক্তার। আমি আশা করছি গুলি ছোঁড়ার কোন প্রয়োজন হবে না, কিন্তু তুমি যদি গোলাগুলির শব্দ শোনো, মাথা নিচু করে রেখো। কেউ আমার

কথা জিজ্ঞেস করলে অবাক হওয়ার ভান কোরো। তুমি আমাকে কখনও দেখোইনি—ঠিক আছে?'

নড করল ডাক্তার। 'কিন্তু মার্কের জন্যে একটা ঘোড়ার কি ব্যবস্থা হবে?'

দুষ্ট হাসি হাসল জেসাপ। 'আমি তোমারটাই চুরি করার কথা ভাবছিলাম, জ্যাক। ভাবলাম মার্কের একটা ঘোড়ার সাথে বদলা-বদলি করতে তুমি আপত্তি করবে না। আমি নিশ্চিত ওর বোন তোমার কথা ফেলবে না।'

ডাক্তার যে একটু অপ্রস্তুত হয়ে লাল হলো, সেটা লক্ষ না করার ভাব দেখাল এরফান। বুঝল মেরি অ্যানের প্রতি ডাক্তারের যে দুর্বলতা আছে সেটা মার্ক ঠিকই আঁচ করেছে। ভালই হয়েছে, ভাবল সে। মার্ককে যদি কিছুদিন লুকিয়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হয়, তবু অ্যানের দেখাশোনার কোন ত্রুটি হবে না।

'ঘোড়াটা নিয়ে যাও, কোন অসুবিধে নেই,' বলল জ্যাক। 'গুড লাক, এরফান।'

মাথা ঝাঁকাল জেসাপ। 'কিছুটা লাক আমার দরকার।' কথা না বাড়িয়ে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে বাড়ির পাশ দিয়ে ঘুরে লিভারি আস্তাবলের ছায়ার আড়ালে সামনের রাস্তার দিকে এগোল জেসাপ। কোনায় পৌঁছে, রাস্তার দুপাশ খুঁটিয়ে দেখল সে। রাস্তায় একটা লোকও নেই, সবাই দুপুরে একটু বিশ্রাম নিচ্ছে। কুকুরটাকেও আর দেখা যাচ্ছে না। শূন্য রাস্তাটা পার হয়ে ওকে ওপাশে পৌঁছতে হবে। সরু রাস্তাটাকেই ওর কাছে বিরাট মাঠের মত চওড়া মনে হচ্ছে এখন।

'ধুত্তর, যত দেখব ততই চওড়া মনে হবে,' বিড়বিড় করে আওড়াল সে। স্টেটসনটা টেনে চোখের ওপর নামিয়ে নিয়ে হাত দুটো পিছনের হিপ-পকেটে ঢুকিয়ে রাস্তা পার হওয়ার জন্যে এগোল জেসাপ। ওর স্নায়ুগুলো সব টেনশনে টান-টান হয়ে আছে। বিপদের সামান্য আভাস

পেলেই অ্যাকশনে যাবার জন্যে তৈরি। কিন্তু বাইরে থেকে ওকে নির্বিকার দেখাচ্ছে। স্বাভাবিক গতিতে হাঁটছে সে। দ্রুত হাঁটলে বা ছুটে পার হলেই কারও চোখে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। জেসাপ এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন সে এখানকারই কোন লোক, নিজের কাজে যাচ্ছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই রাস্তা পেরিয়ে ওপাশে জেলঘরের দরজায় পৌঁছে নক করল সে।

জেলের অফিস ঘর থেকে চেয়ার ঠেলে কারও ওঠার শব্দ ওর কানে এল। দরজার কাছে এসে বুটের আওয়াজটা থামল।

'কে?' দরজার পিছন থেকে প্রশ্ন করল লোকটা।

'ড্যাগেট, ওয়াইলি,' গম্ভীর স্বরে বলল জেসাপ। 'দরজা খোলো।'

দরজার বল্টু খোলার আওয়াজ শোনা গেল। তারপর তিন ইঞ্চি ফাঁক করে একটা গোঁফওয়ালা মুখ ওই ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল। লোকটার বিস্ফারিত চোখ দুটো জেসাপের .৪৫ পিস্তলটার দিকে চেয়ে আছে। মুহূর্তে পিস্তল বের করে প্রায় ওর নাক ছুঁয়ে কক করা অস্ত্রটা বাগিয়ে ধরেছে জেসাপ।

'মুখ থেকে একটা আওয়াজ বের করলেই মারা পড়বে,' কঠিন স্বরে বলল জেসাপ। 'দরজা খুলে পিছিয়ে যাও!'

আদেশ পালন করল সে, কিন্তু ওর চোখ দুটো এখনও বিস্ফারিত; ভয়ে থরথর করে কাঁপছে লোকটা। যে লোকের অনেকক্ষণ আগেই মৃত্যু ঘটেছে, সেই লোকটাই ওর সামনে–ভূত না হলে লোকটা তার আর কার্লি ড্যাগেটের নামই বা কিভাবে জানল?

'ঘুরে দাঁড়াও!' আদেশ করল জেসাপ। দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল ওয়াইলি। পিস্তলের বাঁটের কঠিন আঘাতে আটার বস্তার মত মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল সে। দরজা বন্ধ করে দিয়ে শেরিফের ডেস্কের ড্রয়ার থেকে কিছু চামড়ার দড়ি বের করে শক্ত করে ওয়াইলির হাত-পা বেঁধে ওর রুমালটাই ওর মুখে গুঁজে মুখ বেঁধে ফেলল। এবার একটু নিশ্চিন্ত হয়ে দু'মিনিটের মধ্যে নিজের পিস্তল দুটো কোমরে পরে চাবির গোছাটা নিয়ে নিঃশব্দ পায়ে করিডোর ধরে

এগোল। তালা খুলে ভিতরে ঢুকল এরফান। মার্ক ওয়্যাগনার কনুই দুটো দুই হাঁটুর ওপর রেখে হাতের তালুতে চিবুক রেখে বিষণ্ণ ভাবে মেঝের দিকে তাকিয়ে বসে আছে।

'অমন বিষণ্ণ চেহারা কোনদিন কারও মন জয় করতে পারবে না,' বলল জেসাপ। দরজায় ওকে দেখে বিস্ময়ে মার্কের চেহারা যা হলো তাতে না হেসে পারল না এরফান।

'এরফান! তুমি...তুমি—'

'ওসব কথা পরে হবে, এখন উঠে দাঁড়াও—কথা কম কাজ বেশি। ধরো!' ডেভিডের থেকে নেয়া বাড়তি গানবেল্ট মার্কের দিকে বাড়িয়ে দিল সে। 'তাড়াতাড়ি এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে, স্লীপিং বিউটির ঘুম ভাঙার আগেই।'

'এরফান আমি ভাবতেও পারিনি আবার তোমার দেখা পাব,' কোমরে বেল্ট বাঁধতে বাঁধতে বলল মার্ক। 'তুমি ছাড়া পেলে কিভাবে?' পিস্তলটা নেড়েচেড়ে সুবিধামত জায়গায় বসিয়ে মুখ তুলে তাকাল সে।

'পরে,' বলল জেসাপ। 'প্রথমে আমাদের এখান থেকে বেরোতে হবে। শোনো, রাস্তার ওপাশে একটা ঘোড়া বাঁধা আছে। ওটা ডাক্তারের ঘোড়া। তুমি হেঁটে রাস্তা পার হবে। দৌড়িও না—কোন তাড়াহুড়াও কোরো না। যতটা সম্ভব স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করবে। ঘোড়াটা নিয়ে ওর পিঠে চড়ে ওকে হাঁটিয়ে ব্রিজটার দিকে এগোবে। ততক্ষণে আমি আমার ঘোড়া নিয়ে তৈরি থাকব। আমাকে যখন দেখতে পাবে জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে আমার পিছু নেবে। কি কি করতে হবে সব ঠিকমত বুঝেছ তো?' কথা শেষ করে মার্ককে খুঁটিয়ে লক্ষ করল জেসাপ। মনে হলো ছেলেটা যেন অন্য কোন চিন্তায় মগ্ন।

মার্ক শূন্য দৃষ্টিতে চোখ তুলে তাকাল। 'নিশ্চয়, এরফান, ও নিয়ে তুমি চিন্তা কোরো না।'

'তুমি ঠিক আছ তো?' প্রশ্ন করল জেসাপ।

পিস্তলের বাঁটে হাত দিয়ে মৃদু চাপড় মেরে সে বলল, 'নিশ্চয়, এরফান,

আমি চমৎকার আছি এখন। চলো, যাওয়া যাক।'

ভুরু কুঁচকে একটু ভেবে পিছনের দরজা খুলে গলা বাড়িয়ে কাউকে না দেখে নিঃশব্দে বেরিয়ে জেলের দেয়াল ঘেঁষে নদীর দিকে এগোল। খোলা জায়গাটায় পৌঁছে আড়চোখে মার্ক কি করছে দেখার জন্যে ডাক্তারের বাড়ির দিকে তাকাল সে। ঘোড়াটা বাগানে বাঁধা রয়েছে এখনও—মার্কের কোন চিহ্ন দেখতে পেল না জেসাপ।

নদী পার হয়ে নিগারের কাছে ফিরে বাঁধন খুলতে হাত বাড়িয়ে সে মার্ক ওয়্যাগ্নারের চিৎকার স্পষ্ট শুনতে পেল।

'বাড জেমস! বেরিয়ে এসো!'

ছেলেটা আবার সেলুনে ফিরে গেছে।

সাত

বাড জেমস সেলুনে ছিল না। সে তার বড় ভাই বিগ জেমসের সাথে র‍্যাঞ্চে ফিরে গেছে এরফানের জেলে ঢুকে মার্ককে মুক্ত করার প্রায় আধঘণ্টা আগে। যাওয়ার আগে উইল জেমস শেরিফকে ডেকে কিছু বিশেষ নির্দেশ দিয়ে গেছে।

আলাপ-আলোচনা হ্যাগস্ট্রমের বৈঠকখানাতেই হয়েছে। ব্যাঙ্কার নিজের বৈঠকখানায় এক কোনায় বসে ছিল। উইল জেমসের কথা শুনে ওর চোখ দুটো কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসার উপক্রম হয়েছিল। হ্যাট হাতে নার্ভাস আঙুলে হ্যাটের কার্নিস হাতাচ্ছে শেরিফ ক্রসবি। আর মাঝেমাঝে ঠোঁট চাটছে।

'ওই ছেলেটাকে আমি আর দেখতে চাই না,' গম্ভীর স্বরে বলল উইল। 'বুঝেছ, বেন? আমি চিরদিনের জন্যে ওকে বিদায় করতে চাই। কোন ঝামেলা, বুনো কথা, গুজব চাই না—ওকে মেরে ফেলতে হবে। তোমাকে সাহায্য করার জন্যে ড্যাগেটকে আমি রেখে যাচ্ছি।'

ক্রসবির চোখ কার্লির দিকে ফিরল। কিছু বলতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু ড্যাগেটের নির্বিকার চাহনি দেখে থেমে গেল।

'এটা করার কোন দরকার ছিল না, উইল,' অনুযোগ করল বেন। 'আমার লোকজনই এর ব্যবস্থা করতে পারত।'

'হয়তো লম্বা রাস্তা পাড়ি দিয়ে এসে ওরা ক্লান্ত থাকবে,' ঠাণ্ডা সুরে বলল কার্লি। 'এগুলো পরিশ্রমের কাজ। তোমার লোকজনকে এত খাটানো ঠিক হবে না।'

'ওরা—'

'তোমার লোকজন নয়। হ্যাঁ, কথাটা ঠিক,' ধমকের সুরে বলল উইল। 'সুতরাং আমি যা বলব তাই হবে, এটাও ঠিক। আমি কাজটা ঠিক মত করাতে চাই। অর্থাৎ আমি চাই ড্যাগেট এটা হ্যাণ্ডল্ করুক।'

'তুমি ওই শুয়োরের বাচ্চাকে সামলাবার ভার আমার ওপর ছেড়ে দাও,' দাবি জানাল বাড। 'আমার কিছু ঋণ শোধ হবে।'

'তুমি?' উচ্চসরে হেসে উঠল উইল। 'আমি যা শুনলাম ওকে পিস্তল হাতে আসতে দেখে ওয়েসিসে ভয়ে প্যান্ট ভেজানোই কেবল বাকি ছিল তোমার। তোমাকে ছালায় বেঁধে একটা বিড়ালের বাচ্চাকে ডুবিয়ে মারার ভারও আমি দেব না!'

সবার সামনে অপমানে লাল হলো বাডের মুখ। ঠোঁট কামড়ে নিজেকে সামলাল সে। কারণ জানে প্রতিবাদ করে কোন লাভ নেই। উইল জেমসের ভাই হলেও, ওর বিরুদ্ধে কোন কথা বললে সে আর সবার মতই নিষ্ঠুর উপায়ে ওকে শাস্তি দেবে—একটুও দয়া দেখাবে না। তাই মুখ বুজে রইল বাড।

'ভাল, তুমি যা বলো তাই হবে,' বলল ক্রসবি। 'যদিও এর প্রয়োজন আমি দেখি না–'

'কিছু দেখার তোমার দরকার নেই,' খেঁকিয়ে উঠল উইল। 'আমি যা বলি তাই করো–মেকি বীর পুরুষ!'

ক্রসবি ধমক খেয়ে চটে উঠল। 'আমার সাথে ওই সুরে কথা বলার কোন কারণ তোমার নেই। আমি–' মাঝপথেই উইল জেমসের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি দেখে থেমে গেল সে। ডাফ জেমস চেয়ার থেকে একটু সামনের দিকে ঝুঁকল। অদ্ভুত একটা আলো নাচছে ওর চোখে।

'তুমি কি আমাকে ওর সাথে কিছু কথা বলতে বলো, উইল?' প্রশ্ন করল ডাফ।

ডাফের কথায় ক্রসবির হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল। ডাফ জেমস হচ্ছে জঘন্যতম নীচ মুষ্টিযোদ্ধা। ওকে একবার অ্যাকশনে দেখেছে ক্রসবি; সে জানে ডাফের চোখের ওই আলোটা বিপক্ষের প্রতি চরম ঘৃণার কারণে জ্বলে ওঠে। নিজের হাত ব্যবহার করতে পারার চেয়ে আনন্দজনক ওর কাছে আর কিছুই নেই। ক্রসবির সামনেই জেমসদের দুটো গরু চুরি করার অপরাধে ডাফ একটা লোককে পিটিয়ে থেঁতলে রক্তাক্ত মাংসের মণ্ড বানিয়ে ছেড়েছিল। অথচ লোকটা ছিল বলিষ্ঠ–এবং কেউ তাকে ধরেও রাখেনি। ফুঁপিয়ে কেঁদে লোকটা অসহায় অবস্থায় নিজের রক্তে অন্ধ হয়ে দয়া ভিক্ষা করেছিল।

আশা নিয়ে ডাফ তার বড় ভাইয়ের দিকে তাকাল।

'তার কোন দরকার নেই, ডাফ,' গম্ভীর স্বরে বলল উইল। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল ক্রসবি। 'বেন কথাটা ভেবেই যথেষ্ট ভয় পেয়েছে।' শব্দ তুলে হেসে উঠল র‍্যাঞ্চার–কুৎসিত রোমহর্ষক একটা হাসি।

'ঠিক আছে, আমাদের এখানে আর করার কিছু নেই। আমি র‍্যাঞ্চে ফিরে যাচ্ছি। বাড, তুমি তোমার ঘোড়াটা ড্যাগেটের জন্যে এখানেই ছেড়ে যাও। ওর কাজ সেরে দ্রুত র‍্যাঞ্চে ফিরতে একটা ভাল ঘোড়ার দরকার হবে।

যত জলদি সম্ভব কার্লিকে আমি র‍্যাঞ্চে দেখতে চাই। ডাফ, তুমি এখানেই থাকো, সবকিছু ঠিক আমার কথা মত হচ্ছে কিনা দেখার ভার তোমার। বাড, চলো যাই।'

ওরা শহর ছেড়ে র‍্যাঞ্চের পথে রওনা হয়ে গেল। ডাফ আর ড্যাগেটের সাথে আরও একজনকে ওদের সাহায্য করার জন্যে রেখে গেল উইল। ওরা চলে গেলে জেমস র‍্যাঞ্চের তিনজনই সেলুনে গিয়ে ঢুকল। একটা ড্রিঙ্ক সামনে নিয়ে সময় কাটাবার জন্যে নিজেদের মধ্যেই তাস খেলছিল ওরা, এই সময়ে মার্ক ওয়্যাগ্নারের চিৎকার ওদের কানে পৌঁছল।

ওদের মধ্যে র‍্যাঞ্চ কর্মচারী রকি খেলতে খেলতে চেয়ারের পিছনের দুই পায়ার ওপর ভর রেখে আলস্য ভরে দোল খাচ্ছিল। আচমকা চিৎকারে চমকে উল্টে পড়ার সময়ে শূন্যে হাত-পা ছুঁড়ে অনিবার্য পতন ঠেকাবার চেষ্টা করল। ডাফ জেমস ওকে গালি দিয়ে ওর কবল থেকে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করল। পড়ার সময়ে রকি খামচে ধরেছিল ডাফকে—নিজে তো পড়লই, ডাফকেও টেনে মেঝেতে ফেলার উপক্রম করেছিল সে। ফ্রেড বারের পিছনে গ্লাস পালিশ করছিল—মাঝ পথেই আড়ষ্ট হয়ে ওর হাত থেমে গেল। কিন্তু ড্যাগেটের পিস্তল হাতে অনায়াস ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ানো ওর চোখ এড়াল না।

রকি আর ডাফ নিজেদের সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালে ড্যাগেট বলল, 'দেখেছ কাণ্ড? আমাদের খরগোসটা খাঁচা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে!' বারটেণ্ডারের দিকে ফিরল সে। 'তুমি মুখ খুলে ওকে সাবধান করার ভুল করতে যেয়ো না,' ফ্রেডকে সাবধান করল কার্লি। 'নইলে তুমি চাকরি হারাবে আর কফিন প্রস্তুতকারকের কাজ বাড়বে।'

বাইরে মার্ক ওয়্যাগ্নার বাডের ঘোড়াটাকে হিচিঙ রেইলে বাঁধা দেখে ভুল করে তার চ্যালেঞ্জের পুনরাবৃত্তি করল।

ড্যাগেট তার সঙ্গীদের দিকে চেয়ে বলল, 'ডাফ, তুমি আর রকি পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে দুদিক থেকে ওকে ঘিরে ফেলো। ওই তরুণ

মোরগাটাকে পিটিয়ে দাঁত ভেঙে দেয়া দারুণ একটা মজার ব্যাপার হবে।'

হাত নেড়ে ওদের তাড়াতাড়ি বেরোতে ইশারা করল। নড করে ওরা বেরিয়ে পড়ল। এদিকে ড্যাগেট বিড়ালের মত নিঃশব্দে লম্বা-লম্বা পা ফেলে ব্যাটউইঙ দরজার দিকে এগোল। বারটেণ্ডার অসহায় ভাবে আড়চোখে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল।

পিছন ফিরে ফ্রেডের দিকে চেয়ে ড্যাগেট আবার বলল, 'তোমাকে একবার সাবধান করা হয়েছে,' তর্জনী তুলে শাসাল কার্লি, 'এবং ওটাই শেষ।' ওর গলার স্বরটা শান্ত আর খেলার ছলে বলা কথার মত শোনালেও, ফ্রেড বোকা নয়। সে জানে মার্ককে সাবধান করার কোন চেষ্টা করলে ওর মৃত্যু নিশ্চিত। ফ্রেডের সাহস আছে সত্যি, কিন্তু বোকা সে নয়। যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল বারটেণ্ডার।

'তুমি যা বলো তাই হবে, ড্যাগেট,' ভাঙা স্বরে বলল সে।

মাথা ঝাঁকিয়ে বারটেণ্ডারকে উপেক্ষা করে দরজা ঠেলে বেরিয়ে এল কার্লি ড্যাগেট। ফুটপাতে নেমে বুড়ো আঙুল দুটো তার ফ্যান্সি বেল্টে গুঁজল।

'বাড এখানে নেই, বাছা,' নরম সুরে ওকে বলল ড্যাগেট। 'কিন্তু আমি আছি।' ফুটপাত থেকে নেমে ধুলোময় রাস্তায় নেমে তিন কদম আগে বেড়ে থেমে দাঁড়াল। ওর চেহারা একেবারে শান্ত, কোন বিকার নেই। পরিস্থিতি পুরোপুরি ওর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। নার্ভাস ভাবে আড়চোখে ডাইনে-বাঁয়ে জনশূন্য রাস্তার দিকে তাকাল মার্ক। গানফাইটারের আবির্ভাবের জন্যে প্রস্তুত ছিল না সে। অনিশ্চিত ভাবে এক পা ডাইনে সরল সে।

'তমি কি কোথাও যাচ্ছ?' প্রশ্নটা কোন জোর না দিয়ে নরম সুরেই করেছে কার্লি। কিন্তু ওর চোখের ভাব সম্পূর্ণ ভিন্ন। ওগুলো ঠাণ্ডা আর মারাত্মক।

হতবুদ্ধি হয়ে মুখ কুঁচকাল মার্ক। পিস্তল সে ভালই চালাতে পারে। পিস্তল ড্র করায় বাডকে হয়তো সে হারাতে পারবে, কিন্তু পেশাদার

পিস্তলবাজের বিরুদ্ধে—সে কোন সুযোগই পাবে না। চোখের কোণে একটা নড়াচড়া লক্ষ করে ওদিকে চোখ ফেরাল মার্ক। দেখল ডাফ আর রকি সেলুনের পাশের গলি দিয়ে বেরিয়ে এল। কোন তাড়া নেই ওদের। ঠান্ডা মেজাজে রাস্তায় নেমে দুজনে দুপাশে সরে দু'দিক থেকে ওকে ঘিরে এগিয়ে আসছে। ওদের দুজনের ওপর একসাথে নজর রাখতে মার্ককে নিজের অবস্থান কিছুটা বদলাতে হলো। শিকারি কয়োটির মত দাঁত বের করে হাসছে ড্যাগেট।

'ছাড়া পেয়ে পালানোর বুদ্ধিটাও তোমার মাথায় যোগাল না, বলল সে। 'তোমাকে কে সাহায্য করেছে?'

মাথা নাড়ল মার্ক। হয়তো এরফান পালাতে সক্ষম হয়েছে।

'ভাল চাও তো বলে ফেলো, বাছা,' বলে উঠল ডাফ। 'লোকটা নিশ্চয় এই শহরেরই কেউ। লোকটা যেই হোক, ওর সাথে আমাদের কথা বলা দরকার।'

'আমি...আমি নিজে নিজেই বেরিয়ে এসেছি,' প্রতিবাদ করল মার্ক। 'কেউ আমাকে সাহায্য করেনি।'

মাথা ঝাঁকাল জেমস, ওর চেহারায় অবিশ্বাস। 'রকি, যাও জেলে গিয়ে দেখে এসো।'

দেরি না করে লোকটা জেলের দিকে ছুটল। আরও কয়েক পা এগিয়ে এল ডাফ। হাত বাড়ালে প্রায় ছুঁতে পারে—এত কাছে।

'থামো!' চেঁচিয়ে উঠল ছেলেটা। 'আর এগিও না!'

'ওহ্ হো,' নিষ্ঠুর ভাবে হাসল ডাফ। 'বিড়ালটার দেখছি দাঁত আছে।'

'তুমি কি আমার বিরুদ্ধে পিস্তল ড্র করবে নাকি?' গলার সুর একটুও না চড়িয়ে প্রশ্ন করল ডাফ। 'আমার সাথে তুমি পারবে না, জানি, কিন্তু যদি পারও, ড্যাগেটের সাথে কি পারবে?'

মাথা নাড়ল মার্ক।

'ওর সাথে পারব না জানি,' জবাব দিল মার্ক। 'কিন্তু মরার আগে

তোমাকেও সাথে নিয়ে যাব যদি আর এক পা আগে বাড়ো!'

হাসল জেমস। ওর নির্বিকার চোখ দুটো ছেলেটার চোখের ওপর। এক পা আগে বাড়ল ডাফ।

'আর বাড়ো না। সাবধান!' রাস্তার ওপাশ থেকে একটা বরফ শীতল একটা স্বর শোনা গেল। জায়গাতে স্থির হয়ে জমে দাঁড়াল ডাফ। এই নতুন চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে ঘুরল ড্যাকেট। সেইসঙ্গে সাপের ছোবলের মত দ্রুত পিস্তল বের করার জন্যে হাত বাড়াল সে। কিন্তু সেও স্থির হলো এরফানের হাতে উদ্যত পিস্তল দুটো দেখে। কাঁধ উঁচিয়ে কুঁজো হয়ে পিস্তল পিস্তল লড়াইয়ের ভঙ্গি ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল কার্লি। ওর চোখের দৃষ্টি মুহূর্তের জন্যে জেলের দরজা ছুঁয়ে এল। ওটা লক্ষ্য করে এরফানের মুখে একটা অবজ্ঞার হাসি ফুটে উঠল।

'তুমি যদি ভেবে থাকো জেলখানা থেকে ফিরে ওই রাইডার তোমাকে সাহায্য করতে আসবে, ওর কথা ভুলে যাও,' কার্লিকে বলল সে। 'এর বাড়ি খেয়ে লোকটা এখন বেহুঁশ হয়ে ঘুমাচ্ছে।' ডান হাতের পিস্তলটা নেড়ে দেখাল সে। 'ব্যারেলটাই প্রায় বেঁকে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল।'

ডাফ জেমসের মুখ থেকে একটা গালি বেরিয়ে এল। 'তাহলে ওর সাহায্য পেয়েই ছেলেটা জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। ব্লাডি হেল! তার মানে নেড আর ডেভিডও অক্কা পেয়েছে!'

'ঠিকই আঁচ করেছ তুমি,' জানাল এরফান। 'যাক, অনেক বকবকানি হয়েছে, এবার তোমরা দুজনেই পিস্তলের বেল্ট খুলে ফেলো—কিন্তু সাবধান, আমি কিন্তু টার্গেট মিস করি না।' এগিয়ে এল জেসাপ।

ডাফ তার গানবেল্ট খুলে নিচে ফেলল। এরফান মুহূর্তের জন্যে ডাফকে পিছিয়ে যেতে দেখেই আবার চোখ ফেরাল। এই সুযোগে ঝট করে হাত নামিয়ে ফেলেছে ড্যাগেট—ওর হাত দটো পিস্তলের বাঁট ছুঁল। এক লাফে প্রায় উড়ে গানফাইটারের পাশে চলে এল জেসাপ। মাটিতে পা পড়ার আগেই পিস্তল ঘুরিয়ে ওটার নল দিয়ে প্রচণ্ড বাড়ি মারল সে কার্লির

কানের পাশে। হাঁটু গেড়ে পড়ে গেল ড্যাগেট, কিন্তু ওই অবস্থাতেই হাতের পিস্তল জেসাপের দিকে তুলে তাক করার চেষ্টা করছে সে। আবার এরফানের ব্যারেলটা সূর্যের আলোয় ঝিলিক দিয়ে উঠল। দ্বিতীয় আঘাতে জ্ঞান হারিয়ে ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল লোকটা।

'কিছু লোক আছে যারা সহজে কারও কথা বিশ্বাস করতে চায় না,' মন্তব্য করল জেসাপ। তারপর ডাফের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল, 'তোমার ভাইয়েরা কোথায়?'

'ওরা এখানে নেই; চোখের মাথা খেয়েছ?!' দাঁতে দাঁত চেপে বলল ডাফ। 'নইলে পরিস্থিতি অন্যরকম দাঁড়াত। তোমার বড়াই ছুটে যেত!'

'সব আগে থেকেই প্ল্যান করে রেখেছিলে তোমরা, তাই না?' ব্যঙ্গের সুরে বলল এরফান। 'ড্যাগেট ছেলেটাকে নিয়ে ছোট একটা রাইডে যেত, যেমন আমাকে নিয়ে গেছিল নেড আর, ডেভিড। তারপর আবার এই শহরের লোকদের চামড়া ছিলে খেতে তোমরা–ঠিক আগের মত। শক্ত লোকের তোমাদের পিটিয়ে টিট করে দেয়া উচিত।'

'খুব বড়-বড় বুলি ছাড়ছ, মিস্টার।' থুতু ফেলল সে। 'পিস্তলের আড়ালে নিরস্ত্র লোককে সবাই হুমকি দিতে পারে,' রোষের সাথে বলল ডাফ। 'ওটা হাতে না থাকলে তোমার চেহারা পালটে দিতাম আমি।'

আড়ম্বরের সাথে ঘোষণাটা দর্শকদের সবাই শুনল। ফুটপাতে বেশ কিছু লোক জড়ো হয়েছে। ওরা যেন কিভাবে টের পেয়েছে একটা দর্শনীয় কিছু ঘটছে ওখানে। হঠাৎ একটা চিন্তা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল জেসাপের মাথায়।

'মার্ক,' বলে উঠল সে। 'যাও, শেরিফের বাসা থেকে ওকে এখানে নিয়ে এসো। সে না আসতে চাইলে জোর করেই ধরে এনো।' হাসি ফুটে উঠল মার্কের মুখে। নির্দেশ মত সে ছুটে গেল শেরিফকে আনতে। অল্পক্ষণের মধ্যেই অনিচ্ছুক শেরিফকে পিছন থেকে ধাক্কাতে-ধাক্কাতে নিয়ে হাজির হলো। ক্রসবির মুখটা ফোলা, চুল এলোমেলো।

'নাক ডেকে ঘুমাচ্ছিল বেন,' ব্যাখ্যা দিল মার্ক।

তীব্র ঘৃণার চোখে ওর দিকে তাকাল ডাফ জেমস। 'ঘুমাচ্ছিলে তুমি, তাই না?' রোষের সাথে গর্জে উঠল সে। 'এদিকে এই লোক তোমার শহরটাকে লণ্ডভণ্ড করে ফেলছে, আর তুমি কিনা নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছ!'

'ডাফ, আমি...আমি আশাই করতে পারিনি...' একটা অজুহাত খাড়া করার চেষ্টা করে কথাটা শেষ করতে পারল না ক্রসবি।

'বোকা গাধা!' তীক্ষ্ণ স্বরে বকা দিল ডাফ। 'তুমি তো শীতকালে তুষার পড়বে তাও আশা করতে পারবে না!' ঘুরে এরফানের দিকে ফিরল সে। 'তোমাকে একটা সুযোগ দিচ্ছি, নিজের ভাল চাইলে ঘোড়া নিয়ে পাহাড়ের দিকে পালাও। একবার রক্ষা পেয়েছ বটে, কিন্তু দ্বিতীয় সুযোগ তুমি আর পাবে না।'

হাসল এরফান, কিন্তু হাসিটা ওর চোখে ফুটে উঠল না।

'তুমি ভুলে যাচ্ছ, কেবল আমার হাতেই রয়েছে অস্ত্র,' স্মরণ করিয়ে দিল সে।

'আমি কিছুই ভুলিনি,' খেঁকিয়ে উঠল ডাফ। 'পিস্তল হাতে খুব বাহাদুরি দেখাচ্ছ। কি করবে তুমি? আমাকে রাস্তার মাঝখানে গুলি করে মারবে?'

'আমাকে উত্তেজিত কোরো না।' ঠাণ্ডা স্বরে জবাবটা এল। ওই কথায় একটু চমকে উঠল ডাফ। ধাপ্পা দিয়ে নিজের ভয়টাকে ঢাকার চেষ্টা করল সে।

'মিস্টার, এটা আমাদের শহর। তুমি এই ভেড়ার দলের কারও থেকে সাহায্য পাবে আশা করছ?' হাত নেড়ে দর্শকের দলটার দিকে ইঙ্গিত করল। 'ওরা তোমাকে সাহায্য করার জন্যে একটা আঙুলও তুলবে না।'

'আমার কোন সাহায্যের প্রয়োজন নেই,' উল্লেখ করল জেসাপ। 'তুমিও কি একই কথা বলতে পারো?'

কাঁধ উঁচাল ডাফ। 'তুমি যদি পুরুষ হতে তবে পিস্তলের আড়াল থেকে হুমকি দিতে না। ওটা না থাকলে এটা আমরা সমানে-সমানে এর নিষ্পত্তি

করতে পারতাম।' একটা বিজয় উল্লাসে দর্শকদের দিকে গর্বের সাথে তাকাল সে। অন্তত কথায় তার জয় হয়েছে।

মাথা ঝাঁকাল এরফান। 'হয়তো তোমার কথাই ঠিক,' বলল সে। 'আমার বিশ্বাস জেমসটাউনের লোকজনের একজন জেমসকে মার খেয়ে ধুলোয় গড়াগড়ি খেতে দেখার সময় এসেছে। হয়তো এটাই তার উপযুক্ত সময়।'

কথা শেষ করে পিস্তল দুটো খাপে ভরে বেল্ট দুটো খুলে একপাশে ছুঁড়ে ফেলে দিল জেসাপ।

প্রতিবাদ করে উঠল মার্ক। 'এরফান, ওর ফাঁদে পা দিও না! এটাই ও চাইছে।'

'চুপ করো, টেঁপো ছোকরা!' খেঁকিয়ে উঠল ডাফ। 'তোমার বড় মুখওয়ালা বন্ধুর মুখ বন্ধ করে তারপর তোমাকে ধরব আমি!'

'প্রথমে আমাকেই সামলে নাও,' খোঁচা দিল জেসাপ। তারপর বিনা নোটিশে এক লাফে এগিয়ে ডান হাতের আপারকাট ঘুসিতে ডাফকে উল্টে ধুলোর ওপর ফেলে দিল। চিবুকের নিচে চামড়া কেটে রক্ত বেরিয়ে এল। চিৎকার করে একটা গালি দিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে অপেক্ষমাণ জেসাপের দিকে ছুটে এল সে। ওকে আসতে দিল এরফান। একেবারে শেষ মুহূর্তে সরে গিয়ে কানের ওপর প্রচণ্ড ঘুসি মেরে ওকে আবার ফেলে দিল। লাঙলের মত নাক দিয়ে ধুলো চষল ডাফ। কয়েক মুহূর্ত ওখানে ঝিম মেরে পড়ে থাকার পর উঠে বসে থু-থু করে মুখ থেকে ধুলোমাটি বের করল সে।

'ঈশ্বর!' উত্তেজনা চাপতে না পেরে দর্শকদের একজন জেমসদের ভয় ভুলে বলে উঠল, 'এঁরই মধ্যে হেরে গেছে সে!'

'কথাটা কে বলেছে সেটা আমি পরে দেখব,' হিংস্র ভাবে দাঁত বের করে বলল ডাফ। 'আগে এই লোকটাকে পিস্তল হাতে না থাকলে কি হয় সেটা শিখিয়ে দিই।'

'তুমি মুখের কথায় খুব ফাইট করতে পারো, জেমস,' টিপ্পনী কাটল

জেসাপ। 'কিন্তু এখন পর্যন্ত তো একটা আঁচড়ও বসাতে পারলে না।'

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে প্রতিপক্ষের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে হঠাৎ মাথা নিচু করে এরফানের দিকে ছুটে এল সে। এবারও শান্ত লোকটা তৈরি ছিল, সরে গিয়ে ওর ঘাড়ের ওপর জোরে একটা রদ্দা বসাল। মাথা একটু ঝাঁকিয়ে পরিষ্কার করার চেষ্টা করে আবার চার্জ করল জেমস। এবারও সরে গিয়ে ওর গালের ওপর কষে একটা ঘুসি মারল এরফান। আবারও বুনো রাগে ছুটে এল, কিন্তু ওর নাকের ওপর একটা বাম হাতের ঘুসি বসিয়ে সরে গেল জেসাপ। গজরাচ্ছে ডাফ, এটা ওর ফাইটের স্টাইল নয়। দর্শকদের মধ্যে থেকে একজন অধৈর্য হয়ে উঠল।

'জায়গায় দাঁড়িয়ে ফাইট করো,' বলে উঠল লোকটা। 'এখানে নাচের প্রতিযোগিতা হচ্ছে না।'

মার্ক তার পিস্তলটা কক করল। নীরবতা নেমে এল দর্শকদের মধ্যে। দুজনেই সুবিধা মত আক্রমণ করার সুযোগের খোঁজে চক্রাকারে ঘুরছে।

'কেউ মুখ খুললে তার যেন বলার মত কিছু থাকে!' সাবধান করল ছেলেটা। কিন্তু দর্শকদের কেউ ওর দিকে চোখ তুলে তাকাল না—সবাই ফাইট দেখছে। এরফান বুঝতে পারছে লোকটা সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে ফাইট করতেই অভ্যস্ত। জেনেও এবার এগিয়ে গেল সে। জেমস পিছিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে কারণ যতগুলো ঘুসি সে মারছে তার জবাবে আরও জোরে পালটা একটা ঘুসি তাকে খেতে হচ্ছে। একবারও মিস হচ্ছে না।

লড়াইটা প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে। দুজনের হাতই সমানে চলছে। হাঁটু গেড়ে পড়ে গেল ডাফ। এরফান পিছিয়ে এল। ডাফের মারের চিহ্ন ওর মুখে দেখা যাচ্ছে, একটা ভুরু কেটে ধীরে রক্ত বেরিয়ে আসছে। চোয়ালের ওপর একটা বেগনি-লাল দাগ। কিন্তু জেমসের অবস্থা আরও খারাপ। একটা চোখ ফুলে প্রায় বুজে এসেছে। অর্ধেক ডিমের সমান হয়ে ফুলে উঠেছে ওর ভুরু। ঠোঁট দুটো থেঁতলে রক্তাক্ত হয়েছে। ধুলো আর ঘামে ওর চুল চাপড়া বেঁধেছে। কিছুক্ষণ হাঁটু গেড়ে বসে হাঁপরের মত মুখ দিয়ে শ্বাস নিয়ে একটু

দম নিল সে। তারপর রাগে অন্ধ হয়ে আবার এরফানের দিকে ছুটে এল। ডান হাতে মুঠো করে ধরা ধুলো এরফানের চোখে ছুঁড়ে মারল সে।

চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না জেসাপ। এই সুযোগে পটাপট কয়েকটা ঘুসি বসাল ডাফ ওর কপালে আর মাথায়। উল্টে পড়ে গেল সে। দুহাতে চোখ থেকে বেরোনো পানি সরিয়ে দেখার চেষ্টা করছে সে। আবছা ভাবে মুখ সোজা কিছু আসতে দেখে গড়িয়ে সরে গেল সে। একটু আগেই ওর মাথা যেখানে ছিল ঠিক সেখানেই ধুলোর ওপর পড়ল ডাফের বুটের গোড়ালি দিয়ে মুখ থেঁতলে দেয়ার মত মারটা। ওটা এড়াতে পারলেও উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে জেমস ওকে গ্রিজলি রেয়ারের মত জাপটে ধরল। ওর হাত দুটোও আটকা পড়েছে লোকটার পেঁচিয়ে ধরা হাতের হাড়-ভাঙা শক্ত বাঁধনে। ডাফের নির্বিকার চোখ দুটো এখন খুনের নেশায় জ্বলছে। বিজয় উল্লাসে নেকড়ের মত দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। ধীরে আরও কঠিন হচ্ছে ওর হাতের চাপ। 'এবার তুমি ওকে বাগে পেয়েছ, ডাফ,' একজন চিৎকার করে উঠল। 'ওকে দু'টুকরো করে ফেল!' ওই মুহূর্তেই এরফানের চোখের দৃষ্টি পরিষ্কার হলো। মুহূর্তের জন্যে সে শেরিফের উল্লসিত চেহারাটা দেখতে পেল।

হঠাৎ দেহের ভার ছেড়ে দিল এরফান। অপ্রত্যাশিত নিচের দিকের টানে হোঁচট খেল ডাফ। দুজনেই মাটিতে পড়ল—কিন্তু পড়ার সময়ে এরফান ধাক্কা দেয়ায় দুজনে আলাদা জায়গায় পড়ল। একটা গড়ান দিয়ে সরে একটা হাঁটুর ওপর মাত্র ভর দিয়ে উঠেছে এরফান, ডাফ লাফিয়ে উঠে এক পায়ে দাঁড়িয়ে ওর মাথা লক্ষ্য করে প্রচণ্ড লাথি চালাল। মাথা নিচু করে লাথিটা এড়িয়ে ওর পা'টা আরও উপর দিকে ঠেলে দিল জেসাপ। ভারসাম্য হারিয়ে ধুলো ছিটিয়ে সশব্দে কাঁধ আর মাথার ওপর উল্টে পড়ল ডাফ। উঠে দাঁড়াল জেসাপ। এখনও একটু দুর্বল—মাথাটা ঝিমঝিম করছে।

'এরফান!' আগ্রহের সাথে চেঁচিয়ে উঠল মার্ক। 'ওকে শেষ করে ফেলো!'

মাথা নেড়ে একটু বাঁকা হাসি হাসল সে।

'আমি ওভাবে লড়ি না,' বলল জেসাপ। ছেলেটা এরফানের ন্যায্য লড়াইয়ের ধারণাকে মনেমনে গালি দিল। পরিস্থিতিটা উল্টো হলে লাথি মেরে এতক্ষণে এরফানের মাথার ঘিলু বের করে ফেলত ডাফ জেমস।

কতক্ষণের মধ্যেই ডাফ নিজেকে সামলে নিল। বেমক্কা পড়ে কিছু সময়ের জন্যে মাথাটা গুলিয়ে গেছিল ওর। একটা গালি দিয়ে আবার উঠে দাঁড়াল সে।

'একটা বড় ভুল তুমি করলে, কাউবয়!' বিদ্রূপ করে বলল সে। তারপর মাথা নিচু করে চার্জ করে এল লোকটা। ডান হাতে এত জোরে ঘুসি ছুঁড়ল যার আঘাতে একটা ষাঁড়ও ধরাশায়ী হত। কিন্তু এরফান সরে ওটাকে তার হাতের তলা দিয়ে যেতে দিয়ে নিজের দু'হাতের আঙুলগুলো একসাথে আঁকড়ে ধরে প্রচণ্ড জোরে ওর ঘাড়ের ওপর জোড়া হাতে আঘাত হানল। হাঁটু গেড়ে পড়ল ডাফ। ঝুঁকে ওর শার্ট ধরে টেনে ডাফকে দাঁড় করাল। টলছে লোকটা—রাগ চড়ে গেছে এরফানের মাথায়। সমস্ত শক্তি দিয়ে ডান হাতে, বাম হাতে, আবার ডান হাতে মেরে ওর মুখটা প্রায় থেঁতলে দিল এরফান। জেমস এখনও দাঁড়িয়ে আছে। বাতাসে গাছের মত দুলছে সে। ঝরঝর করে রক্ত ঝরছে ওর নাক দিয়ে। দুটো চোখই এখন ফুলে বন্ধ হয়ে গেছে। দুর্বল ভাবে হাত চালিয়ে আঘাত করার চেষ্টা করছে লোকটা। কিন্তু এরফান এখন নির্দয়। আবার মেরে ওকে হাঁটুর ওপর ফেলে আবার টেনে তুলে আরও মারল। তারপর দুটো বিরাশি সিক্কা আপারকাট মারল। এবারে মাটিতে পড়ে পাশ ফিরে কনুইয়ের ওপর মাথা রাখল ডাফ জেমস।

'থামো...প্লীজ...' ওর গলার স্বর করুণ। 'আর মেরো না।'

'উঠে দাঁড়াও!' ধমকে উঠল জেসাপ। 'তোমাকে মারা এখনও কিছু বাকি আছে আমার।'

'না—না, আর না, আর না!' কথাগুলো অনেকটা আতঙ্কিত আর্তচিৎকারের মতই শোনাল। শার্টের বুকের কাছে ধরে ওকে অনায়াসে

উঠিয়ে দাঁড় করাল এরফান। প্রত্যাশিত আঘাতের ভয়ে কুঁকড়ে রয়েছে লোকটা। কিন্তু এরফান শুধু ওকে তুলে ধরে দর্শকদের সবাইকে ওর চেহারা দেখাল।

'এই হচ্ছে তোমাদের সর্বশক্তিমান অজেয় জেমস,' ওদের বলল জেসাপ। 'এরাই তোমাদের মুখ ধুলোয় ঘষে তোমাদের শুষে চলেছে বছরের পর বছর। ডাফকে সামনে বাড়িয়ে ধরল সে। 'ভাল করে চেয়ে দেখো। ওরা স্টীলের তৈরি নয়। আঘাত করলে ওরাও ব্যথা পায়—দয়া ভিক্ষা করে।' ঘৃণার সাথে ওকে ধাক্কা দিয়ে সামনে ঠেলে দিল জেসাপ। কয়েক পা এগিয়ে অর্ধচেতন অবস্থায় ড্যাগেটের অজ্ঞান দেহের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তারপর পিছলে ওর পাশে মাটিতে পড়ে শুয়ে থাকল। ওর দেহটা ব্যর্থতার গ্লানিতে বারবার ফুঁপিয়ে কেঁপেকেঁপে উঠছে।

জেসাপ এবার শেরিফ ক্রসবির দিকে ফিরল। এরফানকে ভুরু কুঁচকে ওর দিকে ঝুঁকতে দেখে প্রায় ককিয়ে উঠল সে।

'আমি...আমি না...এটা...আমি এই...' আর বলতে পারল না বেন।

'ওই দুজনকে ঘোড়ার পিঠে তুলে দাও,' ধমকে উঠল জেসাপ। 'ওদের এখান থেকে দূর করো। জেলে যে লোকটা ঘুমিয়ে আছে, তাকেও ওদের সাথে নিয়ে ওরা যেখান থেকে এসেছে সেখানে পৌছে দিয়ে এসো—ওরা শহরটাকে দুর্গন্ধে ভরে তুলছে। যাও!'

চমকে ওঠা হরিণের মত লাফিয়ে উঠল শেরিফ। দ্রুত এগিয়ে ডাফ যেখানে পড়ে আছে সেখানে পৌছল। জখম হাত নিয়ে কাজটা বেন একা সামলাতে পারবে না বুঝেই দর্শকদের দুজনকে ওদের ঘোড়ায় তুলতে সাহায্য করতে বলল এরফান। ড্যাগেটকে আড়াআড়ি ভাবে মাথা আর পা নিচের দিকে দিয়ে জিনের ওপর পেট রেখে শোয়ানো হলো। হতবুদ্ধি রকিকেও ঘোড়ায় চড়ানো হলো—মাত্র জ্ঞান ফিরেছে ওর। একজন শেরিফের ঘোড়াটা নিয়ে এল। ঝাঁকি দিয়ে কোনমতে জিনে উঠে বসে অসহায় ভাবে দর্শকদের দিকে চাইল ক্রসবি।

'কি...কি বলব আমি?...উইল কি বলবে যখন...?'

'ওদের বোলো তুমি নিজেই ওদের পিটিয়ে এই অবস্থা করেছ, বেন!' দর্শকদের একজন চেঁচিয়ে বলে উঠল। নিজের মনেই হাসল এরফান। হয়তো এখনও একটা সম্ভাবনা রয়েছে। জেমদের বিরুদ্ধে শহরবাসী রুখে দাঁড়াতে পারে।

'উইল জেমসকে যা ঘটেছে সেটাই বোলো তুমি, ক্রসবি,' ওকে আদেশ দিল জেসাপ। 'বোলো, কেমন করে—এবং কেন। আরও একটা কথা ওকে জানিয়ে দিও—বোলো সে যেন আর এই শহরে না আসে—এলে কফিনের ভিতরে ওকে ফেরত যেতে হবে। এবার যাও!'

ক্রসবির ঘোড়ার পাছায় একটা চাপড় মারল সে। ওই শান্ত ঘোড়াটাও যেন পরিস্থিতি টের পেয়ে লাফিয়ে বুনো ঘোড়ার মত ছুটল।

ফ্রেড বারের পিছনে দাঁড়িয়ে এরফানের পিছু নিয়ে মার্ক ওয়্যাগ্‌নারকে সেলুনের ভিতর ঢুকতে দেখল। নিজের মনেই মাথা ঝাঁকিয়ে ওদের সার্ভ করতে এগিয়ে এল সে।

'খোদার কসম,' বিড়বিড় করে বলল ফ্রেড, 'মনে হচ্ছে আমাদের এখনও মানুষের মত বাঁচার আশা আছে।' এবার জেমসটাউনের কেউ যা বহু বছর শোনেনি তাই শুনল। উঁচু স্বরে সবাইকে সম্বোধন করে সে চেঁচিয়ে বলল, 'এগিয়ে এসো সবাই! সবার জন্যে আজ ফ্রি ড্রিঙ্ক সার্ভ করব আমি!'

আট

যতটা এলাকা ওদের অধীনে আছে, সেই হিসেবে জেমসদের র‍্যাঞ্চটা

তেমন বড় নয়। সর্বমোট উইল জেমসের বেতনভোগী কর্মচারী আছে মাত্র পনেরোজন। ওই পনেরোজনের মধ্যে একজন রাঁধুনী আর একজন ঘোড়ার দেখাশোনা করার লোক আছে—যাদের কোনক্রমেই ফাইটিঙ-ম্যান বলা চলে না। রাঁধুনীর বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি। রেড রিভারের পাশে ডোন্‌স্‌ ক্রসিঙে বহু বছর আগে একটা স্ট্যামপীডের মাঝে পড়ে লোকটা মারাত্মক রকম জখম হয়েছিল—আর অশ্বরক্ষী হচ্ছে একজন আধা-ইণ্ডিয়ান ছেলে, যে তিনটের বেশি ইংরেজি শব্দ বলতে পারে না। উইল জেমস দূরদর্শী লোক। তার ধারণা হচ্ছে ক্ষমতা গরুকে ব্র্যাণ্ড করার লোহা বা পিস্তলের মতই একটা ব্যবহারের জিনিস। এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রয়োজন অনুযায়ী সেটা ব্যবহার করতে হয়। ক্ষমতা কারও নিজস্ব সম্পত্তি নয়, তেমনি ভয়ও তাই। উইল জেমস জানে ওই দুটোকে কখন কিভাবে ব্যবহার করতে হয়। তাই পশ্চিমের অন্যান্য বিশাল এলাকার মালিকানা ভেঙে খানখান হয়ে গেলেও তার ছোট সাম্রাজ্যটা এখনও অটুট রয়েছে। এখন সে তার বৈঠকখানায় ফায়ারপ্লেসের দিকে পিছন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভাবছে বর্তমান পরিস্থিতিটাকে কিভাবে সামলানো যায়। ওর সামনে মার খেয়ে চেহারা ফুলিয়ে বসে আছে ডাফ, ভীত চেহারার শেরিফ, আর কার্লি ড্যাগেট—যার চোখ দুটোর ভাব কুৎসিত দেখাচ্ছে। বাড জেমসও আছে ওখানে অন্যান্য রাইডারদের সাথে।

'তাহলে ওই পুঁচকে ছোঁড়া আর তার সঙ্গী আমারই শহর থেকে তোমাদের তাড়িয়ে দিয়েছে?' নরম সুরে তার ভাইকে প্রশ্ন করল উইল। ওর গলার স্বরে ভিতরের গভীর রাগের কোন আভাস প্রকাশ পেল না। তার গর্বে প্রচণ্ড একটা আঘাত হেনেছে জেসাপ।

'ওকে ভালমত দেখার আগেই সে আমাকে অজ্ঞান করে ফেলেছিল, উইল,' জানাল ড্যাগেট। 'ডাফ যখন মার খাচ্ছিল, তখন আমি বেঁহুশ হয়ে পড়েছিলাম।' উইলের চোখ এবার তার ভাইয়ের দিকে ফিরল।

'আর তুমি…?'

ডাফ জেমস কোন জবাব দিল না। ভাইকে দেখাবার মত কোন অজুহাতই তার নেই। বসে বসে তুষের আগুনে জ্বলছে সে। পুরো শহরের লোক তাকে শেষ পর্যন্ত মার খেয়ে দয়া ভিক্ষা করতে দেখেছে। নিষ্ফল রাগে, আর নিজের ব্যর্থতায় তার সারা শরীর জ্বলছে।

'আর আমাদের সাহসী শেরিফ ঘুমাচ্ছিল।' উইল জেমসের সাপের মত চোখ দুটো ক্রসবির দিকে ফিরল। লোকটা দু'হাত উঁচিয়ে নিজেকে আঘাত থেকে বাঁচাবার ভঙ্গী করল। কিন্তু উইল একটা আঙুলও তোলেনি।

'আমি...আমি তোমার মত একই কথা ভেবেছিলাম, উইল...মিস্টার জেমস...' তোতলাল সে। ভেবেছিলাম জেসাপ লোকটার ঠিক মতই ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, আর ছেলেটাও জেলে আটকা...আমি ভাবতেই পারিনি...কিভাবে জানব...'

'তুমি হয়তো আমাকে সত্যি কথাটাই বলেছ, বেন,' গম্ভীর স্বরে বলল উইল। 'ড্যাগেট পিস্তল বের করতে গিয়ে মাথায় আঘাত পেয়েছে—আমি ভেবেছিলাম তুমি একজন ওস্তাদ পিস্তলবাজ, ড্যাগেট? আর ডাফ মার খেয়ে তার নাক-মুখ ফাটিয়ে ফিরেছে, যে কিনা রিও গ্রাণ্ডের উত্তরে সবথেকে ভাল মুষ্টিযোদ্ধা,' নিরানন্দ ভাবে একটু হাসল সে। 'বেন-এর কাছ থেকে তোমাদের মত দুজন অপদার্থের চেয়ে বেশি আমি কি করে আশা করতে পারি?' কামরার চারপাশে আড়চোখে দেখল সে।

কামরাটা বেশ বড়, পাথরের মেঝে, পোক্ত করে তৈরি। বিশাল ফায়ারপ্লেসের ওপর শোভা পাচ্ছে একটা শিঙওয়ালা হরিণের মাথা। মেঝেতে কিছু ভালুক আর নেকড়ের চামড়া বিছানো। দেয়ালে সাদা পেইন্ট। আসবাবপত্র সাধারণ হলেও শক্ত করে গড়া। বহুদিনের ব্যবহারে ঝকঝক করছে। একটা দেয়ালে সাদা দাড়িওয়ালা বুড়োর অয়েল পেইন্টিঙ ঝুলছে। লোকটার পরনে রেঞ্জের পোশাক। কিন্তু ব্যাকগ্রাউণ্ডটা সত্যিকার কাউবয়দের হাসির খোরাক—কারণ আর্টিস্টের রেঞ্জ সম্পর্কে ধারণা খুবই

সীমিত ছিল। কিন্তু লোকটার চেহারা ঠিক মতই ফুটিয়ে তুলেছে সে; বেপরোয়া, শয়তানের মুখ। আর চোখ দুটো হুবহু উইল জেমসের সাথে মিলে যায়। ছবিটার দিকে তাকিয়ে আবার মুখ খুলল উইল।

'আমার বাবা এই রেঞ্জটা গড়ে তুলেছিল,' কামরার লোকগুলোর উদ্দেশে বলল সে। 'জেমসটাউনও তারই তৈরি। কিন্তু কসম খেয়ে বলছি প্রয়োজন হলে ওটা আমি ধূলিসাৎ করে দেব। আশা করছি তা আমাকে করতে হবে না। আমি এই জেসাপ লোকটার সাথে কথা বলার চেষ্টা করব। আমি কোন হুমকি দেব না, কিন্তু আমার কথামতই সব চলবে!' মোটা তক্তার পালিশ করা টেবিলটার ওপর প্রচণ্ড কিল মারল সে। বাডের ওপর তার চোখ পড়তেই ওর দিকে ঘুরে দাঁড়াল উইল।

'বাড,' খেঁকিয়ে উঠল সে। 'এতে হাসির কি আছে?'

ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে অলস ভাবে আড়মোড়া ভাঙল বাড।

'তুমি,' বলল সে। স্বরটা ঠাণ্ডা। 'তুমি ইচ্ছে করলে জেমসটাউনে গিয়ে ওটা পুড়িয়ে দিয়ে আসতে পারো, তোমাকে ঠেকাতে একটা আঙুলও তুলবে না কেউ। তুমি ইচ্ছে করলে শহরে গিয়ে ওই লোক দুটোকে সবার সামনে ফাঁসি দিতে পারো, কেউ বাধা দেবে না। কিন্তু না, তুমি তা করবে না, তুমি ওই দুই পয়সার লোক দুটোকে আমাকে খুন করার চেষ্টা, ডাফকে পিটিয়ে আধমরা করা, তোমার ফোরম্যানকে পিস্তলের বাড়ি মারা, আর শেরিফকে শহর থেকে তাড়িয়ে দেয়া—সব সহ্য করে তুমি কিনা ওদের সাথে কথা বলতে যাবে।'

উইলের মনের গভীরে হঠাৎ একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটল ওই মুহূর্তে। ছোট ভাইয়ের জন্যে একটা বিশেষ নরম জায়গা ছিল তার মনে। বাড যে জেমসটাউনের সবথেকে নীচ জাতের মাতাল জেনেও ওর প্রতি হয়তো অভ্যাস বশেই স্নেহটা জিইয়ে ছিল। কিন্তু ওই মুহূর্তে ফেটে শতছিন্ন হয়ে সেটা হারিয়ে গেল। এর আগে বাডকে নিয়ে নিজে বিশেষ করে কখনও ভাবেনি। শহরে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে অনেক ঝামেলাই সে বাধিয়েছে,

এটা নতুন কিছু নয়। কিন্তু এবারে সে যা করেছে সেটা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। বাডের অপমান, শুধু তারই নয়, সেটা পুরো জেমস পরিবারের অপমান। এখন নতুন করে ভাবতে গিয়ে সে বুঝল এই সমস্ত ঘটনার পিছনে রয়েছে একটাই কারণ—সেটা হচ্ছে বোকার মত ওই মেয়েটার ওপর অবুঝের মত আক্রমণ। ওরই জন্যে আজ জেমসদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে।

উইল জেমস অনেক খেটে তার বাবা যা রেখে গিয়েছিল সেটাকে আরও বড় আর শক্তিশালী করে তুলেছিল। হাজার হাজার ডলার সে কংগ্রেসমেন আর সেনেটরদের ড্রিঙ্ক আর ডিনারের পিছনে সান্তা ফে-তে খরচ করেছে। ওদের কথাবার্তা শুনেছে মনোযোগ দিয়ে—এই আশায়, যদি ওদের কথা থেকে কোন আভাস বা ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যেটা সে নিজের কাজে লাগাতে পারে। সে বোনিতো উপত্যকায় চাষের সুবিধার জন্যে টুইন পীকে বাঁধ দেয়ার আলাপ-আলোচনা, ওটার খসড়া তৈরি হওয়ার অনেক আগেই জেনেছে। এখন সেই খসড়া বিল টেরিটোরিয়াল লেজিসলেচারে যাওয়ার কথা, অল্পদিনের মধ্যেই। ওটা পাশ হলে তার এতদিনের পরিশ্রম সার্থক হওয়ার উজ্জ্বল সম্ভবনা দেখা দিয়েছে। কিন্তু বাড, জীবনে কোনদিন কাজ করেনি। ওর হাত দুটো মেয়েদের হাতের মতই নরম। উইল চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে জেমসটাউনে বড় রকম কোন গোলমাল ঘটলেই তার সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হয়ে যাবে। এই সবকিছুর মূলেই রয়েছে বাড। সে যদি ওই "ও" র‍্যাঞ্চের মেয়েটার দিকে বোকার মত হাত না বাড়াত, তাহলে এসব কোন ঝামেলাই হত না। এখন র‍্যাঞ্চে কাজও বন্ধ রাখতে হবে। এর মধ্যেই দুজন লোকের প্রাণহানি ঘটেছে—ডাফ আধমরা—আর সেই বাডই কিনা তাকে খোঁচাচ্ছে, ওকে চার্লি কোয়ানট্রিলের মত শহর পুড়িয়ে ফেলার জন্যে উস্কাচ্ছে।

উইলের কড়া-পরা হাতটা যেন আপনা-আপনি নড়ে উঠল—ওটার পিছনে রয়েছে তার পুরো শক্তি। চড়টা বাডের গালের ওপর পড়ে ওকে প্রায়

উড়িয়ে নিয়ে ফেলল কামরার কোনায়। দেয়ালের সাথে ধাক্কা খেয়ে পিছলে মেঝের ওপর আছড়ে পড়ল সে। রাগে, দুঃখে ওর চোখ পানিতে ভরে উঠছে। নিজের পিস্তলটা বের করার চেষ্টা করছে সে। দেয়ালের সাথে ধাক্কা খেয়ে ওটা ঘুরে ওর পিছন দিকে সরে গেছে। এক লাফে ওর কাছে মাথার ওপর এসে দাঁড়াল উইল। বিগ জেমসের হাত দুটো মুঠো পাকানো। ওর চেহারা কঠিন হয়ে উঠেছে সহ্যের সীমা ছাড়ানো রাগে।

'পিস্তলটা ছুঁয়েছ কি আমি তোমাকে খালি হাতেই পিটিয়ে মেরে ফেলব,' হিসহিসিয়ে বলল সে। বাড পিস্তলের বাঁট থেকে দ্রুত হাত সরিয়ে নিল যেন ওটা আগুনের মত গরম হয়ে উঠেছে। ওকে অগ্রাহ্য করে ওর দিকে পিছন ফিরে আবার কামরার মাঝখানে এসে দাঁড়াল উইল। নিজের রাগটাকে সংযত করে নিয়েছে সে। ওর মন এখন অন্য চিন্তায় ব্যস্ত, প্ল্যান করছে, মনেমনে সেটা পরীক্ষা করছে, আবার বাতিল করছে।

'আমি শহরে যাচ্ছি,' শেষ পর্যন্ত ঘোষণা করল বিগ জেমস। ড্যাগেট, তুমি আমার সাথে যাবে। বেনকেও আমি সাথে নিচ্ছি। বাকি সবাই তোমরা এখানেই থাকো। তোমরা নিজের নিজের কাজে ফিরে যাও।'

কর্মচারীদের মধ্যে একজন অবাক হয়ে বলে উঠল, 'তুমি কি কাউকে সঙ্গে নিচ্ছ না, বস্?'

'না,' জবাব দিল উইল। 'আমি দেখতে চাই ওদের মতলবটা কি।'

নয়

'আমি সবার পক্ষ থেকে মিস্টার জেসাপকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি!'

স্টোরকীপার ডেভিড গ্রীন চিৎকার করে কথাটা বলল। সেলুনের ভিতর যারা ছিল তাদের থেকে হর্ষধ্বনি উঠল। ডাফ জেমসের মার খাওয়ার খবরটা বনের আগুনের মতই ছড়িয়ে পড়েছে। শেরিফ বেন ক্রসবি তিনজনকে নিয়ে শহর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে খড়ের পুতুলের মতই জিনের ওপর বসে দুলছিল ডাফ। প্রায় প্রত্যেকটা সক্ষম লোকই খবরটা শুনে সেলুনে এসে হাজির হয়েছে। যে লোকটা এই আশ্চর্য ঘটনাটা ঘটিয়েছে তাকে এক নজর দেখার জন্যে সবাই উদ্গ্রীব।

যাকে নিয়ে এই চাঞ্চল্য, সে বারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওর ঠোঁটের কোনায় এক টুকরো হাসি। বারটেণ্ডার ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে আরও একটা ড্রিঙ্ক খাওয়াবার জন্যে জোর করছে। বলছে জেমসটাউনে শতবর্ষপূর্তির পর শহরে এটাই সবথেকে বড় ঘটনা। এমনকি ডাক্তার রায়নার পর্যন্ত খোঁড়াতে-খোঁড়াতে সেলুনে হাজির হয়েছে। কিছুক্ষণ পর জেসাপ সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে নীরব হওয়ার জন্যে হাত তুলল। প্রায় চল্লিশজন লোক জড়ো হয়েছে ওখানে। সবাই জেসাপকে ঘিরে দাঁড়াল। বারের ওপর উঠে বসল এরফান। ওখান থেকে সবার মুখই দেখতে পাচ্ছে। ওরা নীরব না হওয়া পর্যন্ত সে অপেক্ষা করল।

'আমি তোমাদের সবাইকে এই উৎসাহ দেখাবার জন্যে ধন্যবাদ জানাচ্ছি,' শুরু করল এরফান। 'কিন্তু জেমসদের একজন মার খেয়েছে বলে ঘটনার এখানেই ইতি ঘটবে না। ওরা এটাকে নীরবে সহ্য করবে না—অর্থাৎ সব শেষ হওয়ার আগে সামনে আরও ঝামেলার মোকাবিলা আমাদের করতে হবে।'

যারা এরফানের সবথেকে কাছে ছিল তারা ওর কথায় একটু নড়েচড়ে উঠল—অস্বস্তি বোধ করছে ওরা—চেহারায় দোটানা ভাব। কিন্তু পিছন থেকে একজন চিৎকার করে বলল, 'আসুক ওরা, আমরা সবাই মিলে ওদের একহাত দেখিয়ে দেব।'

আবার উৎফুল্ল স্বরে তেজের সাথে বলা কথাটাকে সমর্থন করে

শহরবাসী পরস্পরের দিকে চেয়ে মাথা ঝাঁকাল।

'কথাটা বলা যত সহজ, কাজে কিন্তু ততটা সহজ হবে না,' জানাল জেসাপ। 'তোমরা যে কথাটা মন থেকেই বলেছ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তোমরা কি ভেবে দেখেছ জেমসরা যদি তাদের লোকজন নিয়ে এখানে আসে তখন কি ঘটবে? তোমাদের অনেকেরই বউ-ছেলেমেয়ে আছে। ওদের মোকাবিলা করতে হলে সেটা গোলাগুলিতে শেষ হবে। তাই আগে থেকেই ভেবে তোমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে।' ওর কথায় সেলুনে সবার মাঝে একটা নীরবতা নেমে এল। সত্য কথাটা যেন একটা রূঢ় ওদের আঘাতে বাস্তবে ফিরিয়ে আনল। এতক্ষণ তাদের আগ্রহের মূলে ছিল দুইভাগ হুইস্কি আর একভাগ জেমসদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ। নিজেদের মধ্যে আলাপে লিপ্ত হলো ওরা।

'তুমি কি জেমসদের মোকাবিলা করার জন্যে থাকছ?' প্রশ্ন করল একজন দাড়িওয়ালা লোক।

'আমি আজ জেমসদের বিরুদ্ধে লড়েছি,' ওকে হেসে জানাল এরফান। 'যদিও আজ জিতেছি, এখান থেকে শেষ নিষ্পত্তি না করে চলে গেলে আমার মনে হবে আমিই হেরেছি। আমি থাকছি।'

শহরবাসীর থেকে আবার আনন্দের সোরগোল উঠল, মার্ক ওয়্যাগ্নার চিৎকার করে ঘোষণা করল, 'আমি এরফানের পাশে থাকব।'

ভিড় ঠেলে জেসাপের পাশে এসে দাঁড়াল সে। একটু পরেই লোকগুলো দুভাগ হয়ে পথ ছেড়ে দিল—ডাক্তার খোঁড়াতে- খোঁড়াতে এসে বাকি সবার দিকে মুখ করে ঘুরে দাঁড়াল। ডেভিড গ্রীন সামনে এগিয়ে এল, তারপর আশা নিয়ে বাকি সবার দিকে তাকাল।

'তোমাদের আর কেউ কি এতে যোগ দেবে না?' প্রশ্ন করল স্টোরকীপার। সামনের লোকগুলো কিছুটা পিছিয়ে গেল। ওর চোখের দিকে লজ্জায় তাকাতে পারছে না কেউ। ঘৃণার চোখে ওদের দিকে তাকাল ডেভিড।

'এটা কি ধরনের শহর? তোমরা কেউ নিজের যা আছে তার জন্যেও ফাইট করবে না?'

'তোমার জন্যে এটা সাজে, ডেভিড, তোমার সংসার নেই,' দাড়িওয়ালা লোকটাই আবার মুখ খুলল। 'কিন্তু আমাদের ছেলেমেয়ে আছে, আমরা মারা গেলে আমাদের বউ-ছেলেমেয়ের দেখাশোনা কে করবে?'

ডেভিড এর জবাবে কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল, কিন্তু এরফান ওকে থামিয়ে দিল। 'ওর কথাই ঠিক, ডেভিড,' স্টোরকীপারকে বলল সে। 'ওদের অনেকেই জীবনে কোনদিন একটা গুলিও ছোঁড়েনি। ওদের জোর করে খুঁচিয়ে এর মধ্যে টেনে আনার কোন মানে হয় না।' লোকগুলোর দিকে ফিরে সে আবার বলল, 'তোমরা যে যার বাড়ি ফিরে যাও—এর একটা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের ছেলেমেয়েকে রাস্তায় বেরোতে দিও না।' ধীরে ধীরে বারটা খালি হয়ে গেল। কেবল বারের কাছে ওরা চারজন, আর বারের পিছনে ফ্রেড রইল ওখানে।

'ফ্রেড, তোমারও এখান থেকে সরে পড়া ভাল,' উপদেশ দিল জেসাপ।

নীরবে মাথা নাড়ল ফ্রেড।

'শোনো, জেসাপ। উইল জেমস এখান থেকে যা লাভ করি তার প্রতিটা সেন্ট গত কয়েক বছর যাবত শুষে নিচ্ছে। আমার রক্ত ছাড়া সবই সে নিয়েছে। এবার সময় এসেছে।' বারের তলা থেকে একটা চমৎকার কারুকাজ করা শটগান বের করে সশব্দে বারের ওপর রাখল সে। 'এটাও সে চায় কিনা দেখার সময় এসেছে।'

জেসাপের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল ফ্রেড। ওটা গ্রহণ করে আন্তরিক ভাবে ওর সাথে হাত মেলাল এরফান।

'তোমাকে ধন্যবাদ,' বলল সে। 'তোমাদের সবাইকেই ধন্যবাদ।'

'যখন এর নিষ্পত্তি হবে তখন ধন্যবাদ জানিও, এরফান,' বলে উঠল ডাক্তার। 'এখন উইল জেমস কি করে সেটা দেখার অপেক্ষায় থাকতে

হবে।'

ফ্রেড অলস ভাবে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ সে ওদের দিকে ফিরল। উত্তেজনায় একটু ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে ওর মুখ।

'বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না,' ফিসফিস করে বলল সে। 'ওই যে, রাস্তা ধরে এগিয়ে আসছে ওরা!'

দশ

কিং উইল কটন তার প্যালামিনো স্ট্যালিয়নে চড়ে সহজ ভঙ্গীতে রাস্তা ধরে এগিয়ে আসছে। কার্লি ড্যাগেট ওর পাশেপাশেই এগিয়ে আসছে। হাত দুটো কোমরে একটু নিচু করে ঝোলানো পিস্তল দুটোর কাছাকাছিই রয়েছে সর্বক্ষণ। ওদের পিছনে শেরিফ নার্ভাস চোখে রাস্তার দুপাশের লোকগুলোকে দেখছে—কিন্তু কারও চোখের দিকে চাইছে না। রাস্তার লোকগুলো নীরবে জেমসকে দেখছে। ওদের চোখে কৌতূহল। কিং উইল অনুভব করছে সবাই তারই দিকে চেয়ে আছে, এবং মনে মনে খুশি হচ্ছে যে পুরো লোকজন না এলেও শহরবাসীর মনে সে যা চেয়েছিল তেমনি ত্রাসের ভাব জাগাতে পেরেছে। তার নিজের শহরে ঢুকতে সে যে পুরো লোকলস্কর নিয়ে আসেনি এতেই প্রমাণ হচ্ছে লোকটার নিজের প্রতি আস্থা আছে। এবং ওই বেয়াড়া ছেলেটা আর তার সঙ্গী ধীর স্থির লোকটা তার কাছে নগণ্য ঝামেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। ওকে দেখে মনে হচ্ছে কোন তাড়া নেই, যেন সবকিছুর মোকাবিলা করার শক্তিই তার আছে।

যারা ওকে দেখছে তারা কেউই আঁচ করতে পারছে না যে সময়ই হচ্ছে

উইলের সবথেকে বড় শত্রু। যতক্ষণ শহরের দখল তার হাতছাড়া থাকবে। শহরটা হারাবার সম্ভাবনাও ক্যানসারের মত ততই বাড়বে। যারা দেখছে তারা এখনও জানে না সে তার মূল্যবান টপগান নেড আর ডেভিড দুজনকেই হারিয়েছে। এবং ডাফ জেমসের মার খেয়ে ফেরায় তার আঁতে ঘা লেগেছে, এতে তার নার্ভ এখন প্রায় ছিন্নভিন্ন, প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে সে উদগ্রীব। রাস্তা ধরে রাজার মত চালেই এগিয়ে ওয়েসিসের সামনে লাগাম টেনে থেমে দাঁড়াল লোকটা। ঘোড়ার পিঠ থেকে নামতে যাচ্ছিল উইল, এই সময়ে একটা তীক্ষ্ণ ঠাণ্ডা স্বর ওকে সাবধান করল। 'নেমো না!'

আবার জিনের ওপর স্থির হয়ে বসল সে। উইলের কপালের শিরাটা হার্ট বীটের সাথে দপদপ করে লাফাতে শুরু করেছে। ওটা তার ভিতরে জমে ওঠা রাগের প্রকাশ; কিন্তু চেহারায় এর কোন ছাপ পড়ল না।

'আমি অনেক দূর থেকে আসছি,' নরম সুরে বলল সে। 'আমার একটা ড্রিঙ্ক দরকার।'

'আর কোথাও গিয়ে ড্রিঙ্ক করো।' অন্য একটা স্বর শোনা গেল। 'এই সেলুন তোমার জন্যে বন্ধ।' উইল জেমসের চোখ দুটো বক্তার চোখের দিকে চাইল—কথাটা বলেছে বারটেণ্ডার ফ্রেড।

'ভাল, ফ্রেড,' বলল সে। ওর গলার স্বর বরফের মত ঠাণ্ডা। 'আশা করি তুমি যা করছ সেটা ভেবেচিন্তেই করছ।'

'অনেক বছর আগেই আমার যা করা উচিত ছিল, সেটাই আজ করছি,' পালটা জবাব দিল ফ্রেড। 'সেলুন তোমার জন্যে সত্যিই বন্ধ।'

কাঁধ উঁচিয়ে বারটেণ্ডারকে উপেক্ষা করে এবার সাপের মত চোখ দুটো আবার জেসাপের দিকে ফেরাল উইল।

'তাহলে তুমি আবার ফিরে এসেছ,' নরম গলায় বলল সে। তারপর মাথা থেকে পা পর্যন্ত ওকে খুঁটিয়ে দেখল। 'তোমাকে দেখে মনে হয় না ডাফকে হারাবার যোগ্যতা তোমার আছে।' অবজ্ঞায় ঠোঁট উলটাল বিগ উইল। 'তুচ্ছ একটা লোক তুমি।'

'তোমার ভাইয়ের দিকে আর একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখো,' সোজাসাপ্টা সুরে বলল জেসাপ। 'অবশ্য এমনও হতে পারে ও ঘোড়ার পিঠ থেকে মুখ থুবড়ে পড়ে জখম হয়েছে।' মুহূর্তের জন্যে একটা শীতল হাসি খেলে গেল জেসাপের চোখে। 'হাওডি, ড্যাগেট। তোমার মাথার ব্যথা কমেছে তো?' কথাটা এমন সুরে বলা হলো যেন পুরানো বন্ধুকে কেউ কুশল জিজ্ঞেস করছে। একটা গালির সাথে ড্যাগেটের হাত নড়ে উঠল, কিন্তু এক কথায় ওকে থামিয়ে দিল উইল।

'থামাও পিস্তলবাজি!' ধমকে উঠল সে। 'আমি এখানে ফাইট করতে আসিনি।'

'কারণটা হয়তো শুনতে মধুরও হতে পারে—বলো শুনি,' প্রস্তাব দিল জেসাপ, কিন্তু ওর স্বরে বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ পেল না।

'ও...' জেমস ঠোঁট কুঁচকাল। 'একটু আলাপ, দৃষ্টিভঙ্গির লেনদেন। হয়তো একটা সহজ মীমাংসা।'

'যেমন?'

'যদি তুমি ড্যাগেটকে কাবু করে ডাফকে হারিয়ে থাকো, তবে তুমি উপযুক্ত লোক। এমন কিছু ভাল কাজের লোক আমি ব্যবহার করতে পারি। সহজ উপায়। ভাবলাম হয়তো আমরা...'

'ভুল ভেবেছ তুমি!' সরাসরি ওর শেষ জবাবটা উইলকে জানিয়ে দিল জেসাপ। ওর চেহারায় রাগের একটা আভাস ফুটে উঠে আবার মিলিয়ে গেল। 'তুমি হয়তো একজন প্রভাবশালী মানুষ হতে পারো, জেমস, কিন্তু এখানে বিরাট একটা ভুল করেছ তুমি। তোমার একটা বিরাট র‍্যাঞ্চ থাকতে পারে, হয়তো তুমি কাজের জন্যে শক্ত একদল মানুষকেও চড়া বেতন দিয়ে পুষছ তোমার কথা মত কাজ করার জন্যে। হয়তো ওদের ব্যবহার করে লোকে যা করতে চায় না জোর করেই তাই করাচ্ছ তুমি। কিন্তু মনে কোরো না এতে তুমি ঈশ্বর হয়ে গেছ, মিস্টার। আমার বিশ্বাস ড্যাগেট ছেলেটাকে পিকনিকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ওর সাথে সান্তা ফে যাওয়ার জন্যে তৈরি

হয়নি। তুমি বেড়ার বাইরে পা দিয়েছ জেমস। তোমাকে বুনো জন্তুর মতই শিকার করে মেরে ফেলা দরকার। কোন কথা নেই, আপোষ নেই, কিছুই নেই!'

ড্যাগেটের হাসিতে নীরবতা ভাঙল। 'লোকটা চিপির মধ্যে পড়েও অনেক বড় বড় কথা বলছে। চেয়ে দেখো ওর দিকে! আমাদের ঠেকাবার মত কি আছে ওর? একটা বাচ্চা ছেলে, একজন বারটেণ্ডার, একটা দোকানদার আর একটা ল্যাঙড়া। আমি একটা হাত বাঁধা অবস্থায় সবকটাকে ঘায়েল করতে পারি—'

'তুমি এখনই চেষ্টা করে দেখতে চাও?'

জেসাপের চোখ দুটো সরু হলো। ড্যাগেটের দিকে ফিরে পিস্তল ড্র করার জন্যে তৈরি হয়ে একটু কুঁজো হয়ে দাঁড়াল সে। দেহের প্রতিটি পেশী অ্যাকশনে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত। ওর দাঁড়াবার ভঙ্গী, আর কঠিন মুখের ভাবে যারা ওর দিকে তাকিয়ে ছিল তাদের প্রত্যেকের শিরা বেয়ে ভয়ের একটা শিহরণ খেলে গেল।

ড্যাগেট আবার হেসে উঠল। 'আরে, আমি তোমাকে যে-কোন সময়েই সামলাতে পারি, জেসাপ। কিন্তু আমার নিজস্ব উপায়ে—তোমার পদ্ধতিতে নয়।'

'অর্থাৎ পিছন থেকে গুলি করে, এই তো?' খোঁচা দিল এরফান।

'আমার কথা শোনো, জেসাপ,' ওদের বাধা দিয়ে বলে উঠল জেমস। 'আমি এখানে সরল বিশ্বাসে—'

'তুমি এখানে এসেছিলে এদিকে কি ঘটছে জানার জন্যে,' ওকে থামিয়ে বুঝিয়ে দিল এরফান যে ওর উদ্দেশ্য তার অজানা নয়। 'এখন তুমি জানো কাদের বিরুদ্ধে তুমি লড়ছ। এখন আর এই শহরের মালিক তুমি নও। আমরা ইউ এস মার্শাল না পৌছানো পর্যন্ত এখানেই থাকব।'

জেসাপের শেষ কথায়, এতক্ষণ পর্যন্ত যা বলা হয়েছে তার মধ্যে সবথেকে বড় হোঁচট খেতে হলো উইলকে। লোকটা কি ধাপ্পা দিচ্ছে, নাকি

সত্যিই সে ফেডারেল্‌দের কাছে খবর পাঠিয়েছে? যদি সত্যিই তাই হয় তবে খেলাটা ওর হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। উইল জেমসও ইউ এস শাসনের বিরুদ্ধে যাওয়ার মত শক্তিশালী নয়—এখনও নয়, নিজেকে প্রবোধ দিল সে। ওর মাথায় কি চিন্তা চলছে সেটা নিশ্চয় টের পেয়েছে ওয়েসিসের বারান্দায় দাঁড়ানো লোকটা, কারণ জেমস লক্ষ করল একটা সূক্ষ্ম হাসি ফুটে উঠেছে জেসাপের ঠোঁটে।

'হ্যাঁ, ঠিকই বুঝেছ, জেমস, যা করার ভেবেচিন্তে কোরো,' এরফান সাবধান করল র‍্যাঞ্চারকে। 'ইউ এস মার্শালের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার ক্ষমতা তোমার নেই।'

'কিন্তু তোমাকে আমি ঠিকই শায়েস্তা করতে পারব!' জেমসের চেহারা পালটে গিয়ে রাগে লাল হয়ে উঠল ওর মুখ। গলা আর ভুরুর পাশের শিরাগুলো ফুলে উঠেছে। 'তোমার এই শহর ছেড়ে সময় থাকতে পালানো ভাল। বাঁচতে চাইলে এখনই পালিয়ে যতটা সম্ভব দূরে সরে যাও—কারণ আমি লোকজন নিয়ে ফিরে এসে শহরটা আবার দখল করব। কিন্তু তখনও যদি তোমাকে এখানে দেখতে পাই তবে আমি তোমাকে এই রাস্তার ওপরই ফাঁসিতে ঝোলাব। এবং তোমার দেহ না পচা পর্যন্ত এখানেই ঝুলবে। তোমার সাথে ওই বিশ্বাসঘাতকের দলটারও একই দশা হবে। জেমসরা এই শহর তৈরি করেছে, মাথার দিব্যি দিয়ে বলছি জেমসরা এটা ধ্বংসও করতে পারে! সব বাড়ি আর সব দালান আমি আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দেব! শহরের প্রত্যেককে আমি সার বেঁধে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মারব! আজ পর্যন্ত কেউ আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বাঁচতে পারেনি যে কাউকে গল্পটা শোনাবে!' কথার তোড়ে লোকটার ঠোঁটের কোনায় ফেনা উঠেছে। উন্মত্ত রাগে ওর চোখ দুটো উন্মাদের মত চকচক করছে। বুনো হয়ে উঠেছে সে, নিজেকে সামলাতে পারছে না। খুন চেপে গেছে ওর মাথায়। একটা তীক্ষ্ণ প্রশ্নে ওর সংবিৎ ফিরিয়ে আনল এরফান।

'তোমার হুমকি দেয়া শেষ হয়েছে?'

উইলের চোখ দুটো আবার স্বাভাবিক হলো। দু'তিনবার চোখের পাতা ফেলল সে। যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না এতক্ষণ সে কোথায় ছিল। কেবল পমেলের ওপর তার গ্লাভ্‌স্‌ পরা হাত দুটো বারবার পমেল খামচে ধরা আর ছাড়ায় বোঝা যাচ্ছে নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করছে সে। একটা গভীর শ্বাস নিল উইল।

'না, জেসাপ,' বলল সে। ওর গলার স্বরে এখনও রাগের আভাস রয়েছে। কিন্তু এবার তার সুর নিচু হলেও কথাগুলো আরও ভয়ঙ্কর শোনাল। 'আমি শেষ করব কি—আমি তো এখনও কিছু শুরুই করিনি। কিন্তু শুরু করব। তুমি লড়তে চাও? তবে তাই হবে, সূর্য ডোবার আগেই তোমার মৃত্যু ঘটবে!'

ঝাঁকি দিয়ে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে স্পারের খোঁচা দিয়ে ঘোড়াটাকে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটাল সে। ওর ফোরম্যান পিছু নিল। কেবল বেন ক্রসবি অনিশ্চিত ভাবে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল। ঘোড়ার খুরের থেকে উড়ানো ধুলো ওর ওপর এসে পড়ছে। লোকটা বুঝতে পারছে না জেমসের পিছু নেয়াই তার ঠিক হবে, নাকি শহরেই থাকবে।

জেসাপ আর তার সঙ্গীদের দিকে সে সপ্রশ্ন মিনতি নিয়ে তাকাল। কিন্তু ওরা নির্বিকার চোখে ওর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে নীরবেই একেএকে ওয়েসিসে ঢুকল। কিছুক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে ধীর পায়ে নিজের বাড়ির দিকে এগোল শেরিফ।

এগারো

জেমসটাউন শহরটায় এখন একটা স্তব্ধ আর খালি-খালি ভাব। শহরের বেশিরভাগ লোকই উইল জেমসের কড়া হুমকির পর এরফানের উপদেশ অনুযায়ী ছেলেমেয়েদের সাথে নিজেরাও দরজা বন্ধ করে বাড়িতে বসে আছে। একঘন্টা আগেও যে রাস্তার ওপর মানুষ গিজগিজ করছিল, সেই বাঁকা রাস্তাটা এখন সম্পূর্ণ জনশূন্য। রাস্তার দিকে তাকিয়ে মার্ক ওয়্যাগনারের মুখ ঘেন্নায় বিকৃত হলো। 'এটা কাপুরুষদের শহর,' ক্ষোভের সাথে বলল সে। 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না এই শহরের জন্যে লড়ে কী লাভ।'

'তুমি ওই কারণে ফাইট করছ না,' স্মরণ করিয়ে দিল জেসাপ। 'এই লোকগুলোকে কঠিন চোখে দেখলে ভুল করবে। ওরা তোমার মত এতটা নির্যাতিত হয়নি। তাছাড়া ওদের কারও পিস্তল বা বন্দুক ছোঁড়ার তেমন কোন অভিজ্ঞতা নেই—ওরা পেশাদার বন্দুকবাজদের বিরুদ্ধে কি করবে? অসহায় ভাবে মরবে।'

একটা নীরবতা বিরাজ করছে। অদ্ভুত, অস্বাভাবিক এই নীরবতা। রাস্তায় খেলায় রত ছেলেমেয়েদের কোলাহল নেই, মেয়েদের জটলা পাকিয়ে গল্প গুজব করার শব্দও নেই—কোন ঘোড়া বা ওয়্যাগন রাস্তায় চলাচল করছে না। একটা ভয়ঙ্কর আশঙ্কা নিয়ে বাড়ির ভিতর সবাই অপেক্ষা করছে। হয় দরজায় কিংবা জানালায়। সবার চোখই উত্তর দিকের রাস্তার ওপর। উত্তর দিকে জেমসদের র‍্যাঞ্চ, এবং ওই পথেই ওরা আসবে। জেসাপ তার প্ল্যান

স্থির করে ফেলেছে। এবার সে তার লোকজনকে কি করতে হবে জানাল।

'মার্ক,' তরুণ ছেলেটাকে বলল সে। 'তুমি একটা ওয়াটার বটল সাথে নিয়ে জেমসদের র‍্যাঞ্চের পথ ধরে আধমাইল মত এগিয়ে পাথরের আড়ালে নিরাপদ আশ্রয় বেছে নিয়ে অপেক্ষা করবে, যেখান থেকে ওদের শহরে আসার ট্রেইলটা দেখা যায়। যখনই দেখবে ওরা আসছে, মাথা নিচু করে লুকিয়ে পড়বে। ওদের নিরাপদে এগিয়ে আসতে দেবে—কোন বাধা দেবে না। বুঝেছ? ওরা যখন তোমাকে পেরিয়ে বেশ কিছুদূর এগিয়ে আসবে তখন তুমি পিস্তল বের করে আকাশের দিকে তিনটে গুলি ছুঁড়বে। তাতে আমরা বুঝব ওরা আসছে।'

মার্কের চেহারা বিমর্ষ হলো। কিন্তু পরক্ষণেই আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'শোনো, জেসাপ, আমি একটা রাইফেল নিয়ে গেলেই তো পারি? তাহলে দূর থেকে ওদের আমি শহরে ঢোকার আগেই শেষ করে দিতে পারব।'

মার্কের দিকে চেয়ে মৃদু হতাশার ভাব দেখাল জেসাপ, তারপর ডাক্তারকে প্রশ্ন করল, 'উইল দরকার পড়লে কতজন লোক আনতে পারবে?'

ঠোঁট কুঁচকে কিছুক্ষণ চিন্তা করে সে বলল, 'ডাফ আর বাডকে ধরে প্রায় পনেরোজন।'

'তুমি পনেরোজনকে একাই সামলাতে পারবে?' মার্ককে প্রশ্ন করল এরফান। 'নাকি তুমি আমার প্ল্যান মত কাজ করবে?'

হাসল মার্ক। 'ঠিক আছে—আমি সাহায্যই করতে চাচ্ছিলাম।'

'তাহলে আমি যা বললাম, তাই করো। এটা আমরা কোন খেলা খেলছি না। আমাদের সাবধান করে দিয়ে ওদের পিছন পিছন গা ঢাকা দিয়ে শহরে ফিরে আসবে। এতে ওদের পিছনেও আমাদের একজন লোক থাকবে, যদি প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু খুব সাবধান, কোন ঝুঁকি নিতে যেয়ো

না। বুঝেছ?'

মাথা ঝাঁকাল মার্ক। 'ওদের পার হতে দিয়ে তিনটে গুলি ছুঁড়ে ওদের খুব কাছে না এসে সাবধানে ফিরতে হবে—এইতো? এটা তো সহজ কাজ, একটা বাঁদরকে শেখালেও সে তা পারবে।'

'তাহলে আমি ঠিক মানুষকেই বেছে নিয়েছি, কি বলো?' হেসে জবাব দিল এরফান। 'যাও, রওনা হও।'

মার্ক চলে যাওয়ার পর বাকি তিনজনের দিকে ফিরে তাদের কে কোথায় থাকবে তার নির্দেশ দিল এরফান। বারটেণ্ডার ফ্রেড আর ডেভিড গ্রীন থাকবে সেলুনের ছাদে লম্বা ফল্স ফ্রন্টের পিছনে।

'তোমরা লুকিয়ে থাকবে ওখানে, গোলাগুলি শুরু হওয়ার আগে কেউ মুখ বের করবে না। কয়েকটা গুলি ছুঁড়েই ওখান থেকে নেমে আসবে তোমরা। ওরা তোমাদের অবস্থান জেনে ফেলার পর ওখানে থাকাটা মোটেও নিরাপদ হবে না। ফ্রেড, আর গ্রীন মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল। ডেভিড গ্রীন দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে রাইফেলের লিভার টেনে উইনচেস্টার নিয়ে তৈরি হলো।

'ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে বলছি,' রোষের সাথে বলল সে, 'আশা করি ওরা যেন আসে, আমার কিছু দেনা রয়ে গেছে ওদের কাছে।'

'বেশি আগ্রহ দেখিয়ে আগেই গুলি ছুঁড়ে বোসো না,' ওকে উপদেশ দিল জেসাপ। 'আমি গুলি না ছোঁড়া পর্যন্ত অপেক্ষা কোরো। আর ডাক্তার, তুমি শেরিফের বাড়ি যাও, তোমার কাজ হচ্ছে ক্রসবি যেন আমাদের কোন বাধার সৃষ্টি না করতে পারে। দরকার মনে হলে ওর মাথায় তোমার পিস্তল দিয়ে একটা বাড়ি বসাতে দ্বিধা কোরো না।'

'তুমি কোথায় থাকবে, এরফান?' প্রশ্ন করল ডাক্তার রায়নার।

'আমি?' অবাক হওয়ার ভান করে প্রশ্ন করল জেসাপ। 'আমি থাকব জেলঘরে নিজের কাজে ব্যস্ত।'

'তুমি নিজেকেই টোপ হিসেবে ব্যবহার করবে?' শঙ্কিত স্বরে বলল

ফ্রেড।

'অনেকটা তাই,' বলল জেসাপ। 'আমি আশা করছি তোমরা থাকতে আমার কোন ক্ষতি হবে না।'

'তোমার বিশ্বাস উইল শহর পুড়িয়ে সবাইকে মেরে ফেলবে?' প্রশ্ন করল গ্রীন।

'ওই সম্পর্কে নিশ্চিত কোন আভাস সে দেয়নি,' হেসে জানাল এরফান। 'তবে আমার তা মনে হয় না। জেমস জানে সে আইন-বিরুদ্ধ কাজ করছে। ইউ এস মার্শালের এখানে আসার কথা শুনে সে খুব দুশ্চিন্তায় পড়েছিল। ও যদি মনে করে এখানে কি ঘটেছে সেটা পরে তাকে মার্শালের কাছে ব্যাখ্যা করতে হবে, তাহলে ব্যাপারটাকে যতটা সম্ভব স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করবে। গণহত্যার মধ্যে সে যাবে না।'

'তুমি কি সত্যিই ইউ এস মার্শালের কাছে খবর পাঠিয়েছ?'

ডাক্তার বলল, 'আমার যতদূর মনে পড়ে...'

'ওটা একটা ধাপ্পা,' জবাব দিল এরফান। 'আমি আগেই বলেছি, জেমস আইন-বিরোধী কাজে লিপ্ত আছে, তাই সে প্রাণপণ নিজেকে আইনের ধরা ছোঁয়ার বাইরে রেখে কাজ উদ্ধার করার চেষ্টা করবে।' হেঁটে জানালার কাছে গিয়ে বাইরের রাস্তাটা দেখল জেসাপ।

'সব চুপচাপ,' ঘোষণা করল সে। 'এবার তোমরা কারও দৃষ্টি আকর্ষণ না করে নিজের নিজের জায়গায় পৌঁছে গোপনে পজিশন নাও। কারণ জানাজানি হয়ে গেলে আমরা আচমকা আক্রমণের সুযোগটা হারাব।'

ওর সঙ্গীরা যখন নিজের নিজের জায়গায় পৌঁছতে ব্যস্ত তখন হ্যাটটা চোখের ওপর টেনে নামিয়ে জেলের অফিসে গিয়ে ঢুকল এরফান। ওখানে একটা চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বসল সে। হ্যাটের কার্নিসটা বেশ নিচে নামানো থাকলেও ওর চোখ দুটো রাস্তায় কোনরকম নড়াচড়া লক্ষ্য করার জন্যে ওদিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে।

'আশা করি আমি উইল জেমসকে সত্যিই বুঝতে পেরেছি,' আপন

মনেই বলল সে। 'কিন্তু লোকটা যদি শহরটাকেই কঠিন আঘাত হানে, তবে আমরা টের পাব সত্যিই ফাইট করছি।' কথাটা বিড়বিড় করে বলার সময়েই শহরের দক্ষিণ দিকে নদীর ধারে ধুলোয় ভরা গাছপালাগুলোর দিকে ওর নজর পড়ল। চিন্তা করছে সে। 'আমি যদি জেমস হতাম, তাহলে কি করতাম?' নিজেকেই প্রশ্ন করল জেসাপ। কিছুক্ষণ গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকার পর রাস্তায় বেরিয়ে এল জেসাপ—পায়চারি করছে। আড় চোখে তাকিয়ে দেখল ফ্রেড তার পজিশন নিয়েছে, অল্পক্ষণ পরে ওয়েসিসের ছাদে অন্যপাশে ডেভিড গ্রীনকে দেখতে পেল। শেরিফের বাড়ির বন্ধ কাঁচের জানালার পিছন থেকে বুড়ো আঙুল তুলে জ্যাক রায়নার ইঙ্গিত করল, সবকিছু নিয়ন্ত্রণেই আছে। মাথা ঝাঁকাল জেসাপ। মনে মনে সে ভাবল ঃ আমরা সবাই নাচ শুরু করার জন্যে তৈরি। কেবল মিউজিকটাই বাকি।

সেলুনের ছাদে বারটেণ্ডার তার সঙ্গীকে নিচু স্বরে ডেকে বলল, 'ওর দিকে চেয়ে দেখো, মনে হচ্ছে লোকটার কোন চিন্তাই নেই! এই পরিস্থিতিতে এত শান্ত কিভাবে থাকে মানুষ?'

দাঁত বের করে হাসল গ্রীন। 'যত দুশ্চিন্তা সে তো আমরাই করে ফেলছি—ওর জন্যে কিছুই বাকি রাখিনি।'

মাথা নাড়ল ফ্রেড। 'এটা আমি বাজি ধরে বলতে পারি লোকটা সাধারণ কাউবয় নয়।'

'আমারও তাই ধারণা,' সায় দিল ডেভিড। 'তবে এটা আমার মাথায় ঢুকছে না—ও সরে না পড়ে থেকে গেল কেন? জেমসদের সাথে আমাদের এই ঝামেলায় জড়াবার কোন দরকারই ছিল না ওর—এটা ওর ফাইট নয়। মার্ককে জেল থেকে বের করেই সে আমাদের জন্যে যথেষ্ট করেছে। আমাদের পাশে দাঁড়াবার কি প্রয়োজন ছিল?'

কাঁধ উঁচাল ফ্রেড। 'আমি তো কোন কারণ দেখি না,' বলল সে। 'হয়তো লোকটা লড়তে ভালবাসে।'

'তাই যদি হয় তবে সাধ মিটিয়ে লড়তে পারবে এরফান,' মন্তব্য করল

গ্রীন। 'কারণ ভয়ঙ্কর একটা লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েছি আমরা।'

কথা বন্ধ করে আবার রাস্তার দিকে চোখ ফেরাল ওরা। রাস্তাটা এখনও জনশূন্য আর নীরব। কেবল এরফানকে দেখা যাচ্ছে একা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে।

পিছন থেকে তিনটে গুলির শব্দে নেকড়ের মত দাঁত বের করে হাসল ড্যাগেট।

'উইল ঠিকই আঁচ করেছিল,' সাথের তিনজনের উদ্দেশে বলল সে।

'হ্যাঁ,' পাশের লোকটা সায় দিল। 'ওরা নিশ্চয় আমাদের বোকা ভেবেছে। মনে করছে আমরা ওদের ফাঁদে পা দেব।'

'আমার মনে হয় না ওরা জানে কি ঘটতে চলেছে,' বলল কার্লি। 'এই জন্যেই র‍্যাঞ্চ ছাড়ার আগে আমি তোমাদের যেভাবে বলেছি, সেভাবেই কাজ করব আমরা।'

'তুমি কি শিওর আমরা জায়গা মত না পৌছানো পর্যন্ত তুমি একা সব সামলাতে পারবে?' বেটে ক্ষুদে চোখওয়ালা লোকটা প্রশ্ন করল। ওর পিস্তলটা বাম দিকের খাপে ভরা—পিস্তলের বাঁটের মুখ সামনের দিকে।

'তুমি তোমার কাজটা ঠিক-মত করলেই চলবে, বুচ,' বলল ড্যাগেট। 'আমি জেসাপকে মারার সাথে সাথে ঝড়ের বেগে ওখানে পৌছবে তোমরা।'

'তুমি কিভাবে নিশ্চিত হলে জেসাপ একা তোমার সাথে লড়বে?' প্রশ্ন তুলল বুচ।

'আমি পুরোপুরি নিশ্চিত,' নির্বিকার স্বরে বলল কার্লি। 'নইলে আর কাকে পাঠাবে সে?' লাগাম টেনে থেমে দাঁড়াল ওরা চারজন। ঠিক ঢালটার মাথায়। শহরটা ওদের থেকে মাত্র একশো গজ দূরে। বাড়িগুলো ধূসর-সবুজ উপত্যকায় দাঁড়িয়ে আছে। দক্ষিণ-পশ্চিমে সরু রেখার মত সবুজ গাছের সারি দেখা যাচ্ছে নদীর কিনার ঘেঁষে।

'তোমরা তোমাদের কাজ ঠিক মত বুঝে নিয়েছ তো?' কর্কশ স্বরে প্রশ্ন করল ড্যাগেট। 'আমি কোন ভুলভ্রান্তি দেখতে চাই না। ওকে যখন আমি ঠিক মত সেটআপ করব তখন তোমরা দৌড়ে রাস্তা ধরে ছুটে আসবে! ফিল, তুমি সেলুনের দিক দিয়ে, শর্টি, তুমি মাঝখান দিয়ে এগোবে। আর বুচ, তোমাকে আমি জেলহাউসের দিকে চাই। কিন্তু তোমরা প্রত্যেকেই ছাদের দিকে নজর রাখবে। আমরা যতজন আশা করছি তারচেয়ে বেশি লোকও ওদের থাকতে পারে। ঠিক আছে, রওনা হও!'

তিনজন জেমস র‍্যাঞ্চের লোক কোনাকুনি ভাবে শহর এড়িয়ে দক্ষিণে নদীর দিকে ঘোড়া ছুটাল। ড্যাগেট তার পিস্তল দুটো বের করে পরীক্ষা করে দেখে সন্তুষ্ট হয়ে ওগুলো আবার খাপে ভরে রাখল। ঘোড়ার পিঠে একটা মৃদু চাপড় দিয়ে ধীর পদক্ষেপে উত্তর দিক থেকে শহরে প্রবেশ করল কর্লি ড্যাগেট।

তিনটে গুলির শব্দ শহরের উত্তর দিক থেকে ভেসে এল। ছাদের লোক দুজন দেখল জেসাপ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ধীর পায়ে রাস্তার মাঝখানে এসে দাঁড়াল। রাস্তার উত্তর দিকে ওদের চোখ। অল্পক্ষণের মধ্যেই দেখতে পেল মাত্র একজন আরোহী শহরের উত্তর প্রান্তের রাস্তা ধরে ঘোড়াটাকে ধীর পায়ে এগিয়ে শহরে ঢুকছে।

'ওদের কি মাথা খারাপ হয়েছে?' বলে উঠল গ্রীন। 'মাত্র একজনকে পাঠিয়েছে?'

'হয়তো, কিংবা ওদের অন্য কোন মতলব থাকতে পারে,' মসৃণ সুরে জবাব দিল এরফান। 'যাই'ই হোক, ওর ওপর নজর রাখো। লোকটাকে দেখে ড্যাগেট বলেই মনে হচ্ছে। কোন ধুলো বা আর কিছু দেখতে পাচ্ছ?' লোকটার ওপর থেকে চোখ সরাল না জেসাপ।

'কিচ্ছু না,' উপর থেকে নিচু স্বরে জবাব এল।

জেসাপের ইশারা পেয়ে ওরা আবার লুকিয়ে পড়ল। পায়ে পায়ে

এরফান এগোচ্ছে কার্লির দিকে। সেলুন পেরিয়ে ব্যাঙ্কের কাছাকাছি পৌঁছেছে সে।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে সরে গেল ড্যাগেট। এখন সেও রাস্তার মাঝখানে। ওদের মধ্যে দূরত্ব এখন পঞ্চাশ গজেরও কম। গোড়ালির ওপর ভর রেখে দাঁড়াল সে। এরফানকেই কাছে এগিয়ে আসার সুযোগ দিচ্ছে।

'এগিয়ে এসো, কাউবয়,' নিচু স্বরে নিজেকেই বলল সে। 'এগোতে থাকো।' তারপর চিৎকার করে সে বলল, 'তোমার কবরের পাথরে লেখার মত শেষ কোন কথা আছে, জেসাপ?'

থেমে দাঁড়াল এরফান। লোকটাকে যাচাই করে দেখছে। ড্যাগেটের আত্মবিশ্বাসে অবাক হয়নি জেসাপ। লোকটা পেশাদার গানফাইটার। এর আগেও বহুবার সে এই রকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। এটা ড্যাগেটের কাছে একটা নিত্যনৈমিত্তিক কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক লোককেই সে হত্যা করেছে যাদের পিস্তলে ভাল হাত ছিল না।

'হ্যাঁ, আছে।' বিশ গজ দূরে এসে আবার থামল জেসাপ। 'তুমি দেখো ওরা যেন পাথরটার ওপর "ওরফে বিদ্যুৎ" লিখতে না ভোলে।'

ওই কথায় ড্যাগেটের মুখে মুহূর্তের জন্যে সন্দেহের একটা ছায়া পড়ল। কিন্তু সেটা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কেটে গিয়ে ওর চেহারায় আস্থা ফিরে এল।

'তাহলে তুমিই বিদ্যুৎ,' অবজ্ঞার সাথে বলল সে। 'তোমাকে চিনি এটা আমার আগেই মনে হয়েছিল। লোকে বলে তুমি নাকি ফাস্ট।'

জেসাপ লক্ষ্য করল লোকটার চোখ যেন মুহূর্তের জন্যে ওর পিছন দিকে চেয়ে কিছু খেয়াল করার চেষ্টা করছে। কিন্তু ড্যাগেটের ওপর থেকে দৃষ্টি সরাল না সে।

'সেটা তুমি পরীক্ষা করে দেখতে পারো, কিংবা সরে যেতে পারো—দুটো চয়েস তোমাকে আমি দিলাম,' বলল জেসাপ। 'সিদ্ধান্তটা তোমার।'

'সময় এলেই আমি সিদ্ধান্ত নেব, মিস্টার,' হাসল ড্যাগেট। ওকে প্রায়

নিশ্চিন্ত দেখাচ্ছে, কেবল ওর চোখ দুটো রয়েছে অত্যন্ত সজাগ। 'আমি যখন পুরোপুরি প্রস্তুত হব তখনই তোমাকে মারব।'

দুজনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। ওদের সাথে সময়ও যেন স্থির হয়ে গেছে। তারপর সশব্দে একটা দরজা খুলে গেল—এবং ওই মুহূর্তেই লঙ্কাকাণ্ড বেধে গেল জেমসটাউনের রাস্তায়।

বারো

তিনটে গুলির শব্দ কানে আসার পর থেকেই ডাক্তার জ্যাক রায়নার বাজ পাখির মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শেরিফের ওপর নজর রেখেছিল। বুড়ো বেন কোন ঝামেলাই করেনি, ওকে যেখানে থাকতে বলেছে ডাক্তার, সেখানেই সে দেয়ালের সাথে সেঁটে, ঘাড়ের পিছনে হাত রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ড্যাগেটের শহরে পৌঁছানোর পর থেকেই টেনশনে রয়েছে ডাক্তার, কারণ জানালা দিয়ে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না সে। শেরিফও সুযোগ বুঝে ওর নার্ভ আরও দুর্বল করে তোলার চেষ্টা করছে বিভিন্ন মন্তব্যে।

'যার ওপর ভরসা করে তুমি এসব করছ, সে তোমাকে ফেলে রেখেই পালাবে,' কুৎসিত ভাবে হেসে বলল ক্রসবি। 'উইল জেমসের লোকজন যখন তোমার নাগাল পাবে, তখন তোমার অবস্থা সত্যিই কাহিল হবে।'

'তোমার মুখ বন্ধ রাখো,' ধমকে উঠল ডাক্তার। 'নইলে জেসাপের পরামর্শ মত এটা দিয়ে মাথায় একটা বাড়ি মেরে তোমাকে চুপ করাব।' কিন্তু ওর হুমকিতে দমল না শেরিফ।

'আমার গায়ে যদি তুমি হাত তোলো তবে উইলের লোকজন তোমাকে

ডবল শাস্তি দেবে, বাছা,' বলে চলল সে। 'সুযোগ থাকতে এখনই আমাকে ছেড়ে দিলে হয়তো তুমি রেহাই পেতে পারো।'

'চুপ না করলে একগুলিতে তোমার ভুঁড়ি ফুটো করে দেব আমি,' গর্জে উঠল রায়নার। কিন্তু এতক্ষণ ধরে বাইরের নিস্তব্ধতায় অস্থির বোধ করছে। কোথায় জেসাপ? ওকে আর রাস্তার ওপর দেখতে পাচ্ছে না সে। বাইরে কি ঘটছে? পায়ে পায়ে জানালার কাছে সরে এসে বাইরে উঁকি দিল ডাক্তার। দেখতে পেল এরফান ধীর পায়ে উত্তর দিকে বাঁকের আড়ালে কেউ বা কোনকিছুর দিকে এগোচ্ছে। জানালার কাঁচের সাথে গাল ঠেকিয়ে রাস্তার যতদূর সম্ভব দেখার চেষ্টা করল ডাক্তার। শেরিফের দিকে এখন আর তার নজর নেই—পুরো মনোযোগ রাস্তার ওপর। ওই মুহূর্তে সুযোগ বুঝে বিশাল বপু নিয়েও অত্যন্ত ক্ষিপ্র গতিতে তিন লাফে এগিয়ে এসে জ্যাকের ঘাড়ের ওপর সজোরে একটা ঘুসি বসাল ক্রসবি। আঘাতটা সহ্য করতে না পেরে হতবুদ্ধি হয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল রায়নার। ওর হাত থেকে পিস্তলটা ছিনিয়ে নিয়ে দড়াম করে দরজা ঠেলে রাস্তায় বেরিয়ে এল শেরিফ।

উঁচু স্বরে চিৎকার করে উঠল সে, 'সেলুনের ছাদে লোক রয়েছে! ওদিকে খেয়াল—' ব্যস্, ওইটুকুই বলার সুযোগ পেল সে, কারণ ঠিক ওই মুহূর্তেই জেমস র‍্যাঞ্চের তিনজন জেলঘর ঘুরে উর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে এল—ওদের হাতে উদ্যত পিস্তল।

ফিল চিৎকার করে উঠে ভারসাম্য হারাল। ওর ঘোড়াটা শেরিফের সাথে ধাক্কা খেয়েছে। পরমুহূর্তেই নিজেদের আতঙ্কিত ঘোড়া সামলাতে ব্যস্ত হলো আরোহী তিনজন।

দরজা খোলার শব্দ শুনেই অত্যন্ত দ্রুত পিস্তল বের করার জন্যে হাত নামাল ড্যাগেট। সে নিশ্চিত ওর সঙ্গীরা এসে পড়েছে, এবং ওদের আসার শব্দে মুহূর্তের জন্যে হলেও জেসাপের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হবে। ড্যাগেট সত্যিই দারুণ ফাস্ট। জেসাপের হাত নড়ার আগেই ওর হাত দুটো বাটের ওপর পৌঁছে গেছে। কিন্তু পিস্তল তুলে ট্রিগার টেপার আগেই জেসাপের

কোমরের দু'পাশে পিস্তলের মুখে দুটো আগুনের শিখা দেখা দিল। গুলির আঘাতে চিৎ হয়ে উল্টে পড়ল ড্যাগেট। রিফ্লেক্স অ্যাকশনে নিষ্ফল ভাবে ওর পিস্তল দুটো গর্জে উঠল। মরার আগে জেসাপকে মারতে পেরেছে ভেবে খুশি মনেই মরল কার্লি ড্যাগেট। ড্যাগেট মাটিতে পড়ার আগেই নিজের জায়গা থেকে সরে আরোহী তিনজনকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে শুরু করেছে এরফান। একটা ঘোড়া আহত হয়ে পড়ে গেল। বাকি দুটো গুলির শব্দ আর পায়ের সাথে জড়িয়ে যাওয়া জীবন্ত কিছুর নড়াচড়ায় আতঙ্কে পিছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে লাফিয়ে উঠেছে। ফ্লিন ঘোড়া থেকে পড়ার সময়ে ওর একটা পা ভেঙে গেছে। ধুলোর উপর পড়ে দু'হাতে নিজেকে টেনে হাত থেকে ছুটে যাওয়া রিভলভারটার কাছে পৌঁছতে চেষ্টা করছে সে। সেলুনের ছাদ থেকে ফ্রেড আর ডেভিড ওদের লক্ষ্য করে সমানে রাইফেল চালাচ্ছে। জায়গাটা ধুলোয় অন্ধকার হয়ে গেছে—তবু ওরা গুলি শেষ না হওয়া পর্যন্ত থামল না।

গোলাগুলি বন্ধ হওয়ার পর একটা অসহ্য নীরবতা। সেলুনের বারান্দার দেয়াল ঘেঁষে একটু একটু করে দরজার দিকে এগোচ্ছে জেসাপ। ওর পিস্তল দুটো কক করা—তৈরি। ধুলো কমলে আকৃতিগুলো আবার পরিষ্কার হয়ে উঠল। একটা ঘোড়া মাটিতে মরে পড়ে আছে। ঘোড়ার তলায় পিষে চ্যাপ্টা হওয়া একটা লোকের লাশ অর্ধেকটা দেখা যাচ্ছে। ওই লোকটাই কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত এই শহরের শেরিফ ছিল। বাকি দুটো ঘোড়া ভয়ে বেশ কিছুটা দূরে পিছিয়ে গিয়ে মাটিতে লুটানো লাগামের টানে থেমে দাঁড়িয়ে এখনও নার্ভাস ভাবে মাটিতে পা ঠুকছে। জেমস র‍্যাঞ্চের আরোহীদের তিনজনই মারা পড়েছে। জবাবে একটা গুলিও ছোঁড়ার সুযোগ ওরা পায়নি।

বারান্দা থেকে নেমে আবার রাস্তার মাঝখানে এসে দাঁড়াল এরফান। ফ্রেড আর ডেভিড গ্রীন ছাদ থেকে নেমে এসে ওর সাথে যোগ দিল।

'ঈশ্বর!' অবাক হয়ে বলে উঠল ডেভিড। 'আমরা করেছি ওটা?'

'আমি কেবল পাগলের মত গুলি চালিয়ে গেছি,' বলল ফ্রেড। 'কিছুই

দেখা যাচ্ছিল না, তবু থামিনি।'

'আপাতত ফাইটিঙ শেষ,' ওদের জানাল জেসাপ। 'যাও, দেখে এসো ডাক্তারের কি অবস্থা। লোকটা জখম হয়ে থাকতে পারে।'

ওরা দুজন দ্রুত শেরিফের কেবিনের দিকে ছুটল। পায়ের শব্দে পিছন ফিরে চেয়ে জেসাপ দেখল মার্ক ওয়্যাগনার ছুটে আসছে। লোকজন সাবধানে দরজা দিয়ে উঁকি দিচ্ছে।

'এরফান!' ডাকল মার্ক। 'আমি উত্তরের প্রান্তে অপেক্ষা করছিলাম যদি কেউ ওই পথে ফেরে, তাই। আমি জানতাম না ওরা দুইভাগ হয়ে এগিয়েছে। কেউ চোট পেয়েছে?'

'কেবল ওরা,' জানাল এরফান। 'আমাদের গায়ে একটা আঁচড়ও লাগেনি।'

'দেখতে পাচ্ছি তুমি ড্যাগেটকেও শেষ করেছ,' উৎসাহের সাথে বলল মার্ক।

'স্বেচ্ছায় নিজের মরণ ডেকে এনেছিল কার্লি,' বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল জেসাপ। 'কিন্তু এতে আমি গর্ব বোধ করছি না—এর কোনকিছুতেই না। যদি বেন ক্রসবি ড্যাগেটকে সে যা আগেই জানে সেই ব্যাপারে সাবধান করতে রাস্তায় ছুটে বেরিয়ে না আসত, তাহলে এখন ওদের জায়গায় আমরাই মরে পড়ে থাকতাম।'

এরফান ঘুরে দেখল বেন ক্রসবির কেবিন থেকে ডাক্তারকে নিয়ে বেরিয়ে আসছে ফ্রেড আর ডেভিড। ডাক্তার তার নিজের ঘাড় মালিশ করছে। ওর চেহারাটা বিষণ্ণ।

'এরফান,' শুরু করল সে। 'আমি খুব দুঃখিত...'

'ওসব ভুলে যাও,' বলে উঠল জেসাপ। 'একদিক থেকে তুমি সাহায্যই করেছ। নইলে ওই তিনজন আমাকে একটু ঝামেলায় ফেলতে পারত। ক্রসবি নিজের জীবন দিয়ে ওদের ঠেকিয়ে নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে।'

ওয়েসিসের দিকে তাকাল এরফান। 'আমার একটা ড্রিঙ্ক দরকার,' বলে কারও জন্যে অপেক্ষা না করে বারে গিয়ে ঢুকল সে। ওর চারজন সঙ্গী অবাক চোখে ওদিকে চেয়ে রইল।

মার্ক ওয়্যাগ্নার নীরবতা ভঙ্গ করল। 'ওর সামনে কার্লি ড্যাগেট, পিছনে তিনজন পেশাদার পিস্তলবাজ—আর ও কিনা বলছে একটা ঝামেলা হতে পারত!' মাথা নাড়ল সে। 'তোমাদের কি মত জানি না, আমি একজন সত্যিকার পুরুষের সাথে একটা ড্রিঙ্ক খেতে চললাম—এই প্রথম একজন উপযুক্ত পুরুষ এসেছে এই শহরে।'

জেসাপের পিছু নিল মার্ক। একমুহূর্ত পরে ডাক্তার আর দুজনের দিকে তাকাল।

'ঠিক কথাই বলেছে ও, চলো আমরাও যোগ দিই,' প্রস্তাব দিল সে।

তেরো

উইল জেমস চিন্তিত। দুশ্চিন্তা করা ওর স্বভাব নয়, কিন্তু গত বারো ঘণ্টার ঘটনাবলী ওর সব সুচিন্তিত প্ল্যান বানচাল করে দিয়েছে। মনেমনে সে ওই বিদ্রোহী ছেলে মার্ক, আর তারই ছোট ভাই, যার কারণে এসব ঘটেছে, তাদের নীরবে গালি দিল। মাত্র বিশ মিনিট আগেই চমকে ওঠা একটা চিৎকারে নিজের বসার কামরায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল সে। বাইরে বেরিয়ে দেখল ওরই এক কর্মচারী র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে উত্তেজিত ভাবে ছুটে আসছে। ওর হাতে একটা কাগজ।

'ড্যাগেটের ঘোড়াটা ফিরে এসেছে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল লোকটা।

'আর এই কাগজটা জিনের সাথে একটা পিন দিয়ে গাথা ছিল।' কাগজটা মালিকের হাতে তুলে দিল সে।

খামচি দিয়ে কাগজটা ছিনিয়ে নিয়ে উইল পড়ল। সংক্ষিপ্ত একটা মেসেজ।

'তোমার চাল,' লেখা রয়েছে। মুচড়ে ওটাকে আছড়ে মাটিতে ফেলল বিগ জেমস। 'অভিশপ্ত একটা লোক! নিশ্চয় ড্যাগেটকে মেরে ফেলেছে ও। কিন্তু কিভাবে? এই এলাকায় এমন কেউ নেই যে কার্লিকে হারাতে পারে।'

'হয়তো ওকে পিছন থেকে গুলি করে মারা হয়েছে,' সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে বলল লোকটা।

'তুমি তোমার কাজে যাও,' ধমকে উঠল উইল। তারপর ঘুরে আবার ঘরে ফিরে এল। ধপাস করে একটা হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে চুরুট ধরাল সে। ওটা কামড়ে ধরে ঘনঘন টান দিচ্ছে, ওর ভুরু কুঁচকানো। জেমসটাউনে কি ঘটেছে? কতজন লোককে দলে ভিড়িয়েছে এই জেসাপ? ড্যাগেটকে কি অ্যামবুশ করা হয়েছিল? তাই যদি হয় তবে কি ওদের প্ল্যান ব্যর্থ হয়েছে? বেন ক্রসবি কি করছিল? ইউ এস মার্শালের কথা উল্লেখ করার কথা উইলের মনে পড়ল। জেসাপ কি ধাপ্পা দিচ্ছিল? নাকি সত্যিই একজন ফেডারেল লম্যান আসছে? যদি আসে, সে কি আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছবে? উঠে দাঁড়াল উইল, ঘরময় পায়চারি করছে। ডাফ যখন খবরটা পেয়ে ঘরে এসে ঢুকল তখনও পায়চারি করছে বিগ।

'উইল!' ডাফের অবিশ্বাস ভরা কণ্ঠে পায়চারির মাঝ পথেই থেমে দাঁড়াল সে। 'ড্যাগেট নিশ্চয় মারা পড়েনি?'

উইল ডাফের দিকে চেয়ে থাকল। কোন কথা বলল না, শুধু চেয়ে থাকল।

চোখ নামিয়ে নিল ডাফ। গা ছেড়ে দিয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়ল সে। 'হায় ঈশ্বর!' হতাশ সুরে বলল সে।

'এই জেসাপ লোকটা কে?'

'লোকটা যে সাধারণ কাউবয় নয় এটা বোঝাই যাচ্ছে,' মন্তব্য করল ডাফ।

'ও যদি এবরাহাম লিঙ্কনও হয় আমি কেয়ার করি না!' বলে উঠল উইল। ওকে আমাদের যেভাবেই হোক নির্মূল করতেই হবে। ও যতক্ষণ বেঁচে আছে জেমসটাউন আমাদের দখলে থাকছে না—আর জেমসটাউনের দখল আমাদের হাতে না থাকলে কিছুই আমাদের হাতে থাকবে না। ওরা বাঁধ তৈরি করে সবাইকে জমি বেঁটে দেবে। এই র‍্যাঞ্চটা ছাড়া এক একরও বাড়তি জমি আমাদের দখলে থাকবে না। আমরা ফতুর হয়ে যাব। কিন্তু আমি থাকতে সেটা কিছুতেই ঘটতে দেব না।' ডাফ মুখ তুলে বড় ভাইয়ের দিকে তাকাল। ওর ফোলা চোখ আর ভুরুর নিচে নির্বিকার চোখ দুটোয় আগ্রহ ফুটে উঠেছে।

'তুমি কি করবে বলে ভাবছ, উইল?' প্রশ্ন করল সে।

কিছুক্ষণ আগেই বাড ঘরে ঢুকেছে। মনোযোগ দিয়ে এতক্ষণ দুজনের কথা শুনছিল সে।

'আমরা কি হামলা চালিয়ে ওদের সবাইকে শেষ করে ফেলব?' জানতে চাইল বাড।

'নিশ্চয়,' বিগ উইল তীব্র ঘৃণা মিশ্রিত স্বরে বলল। 'চমৎকার উজ্জ্বল চিন্তাধারা। এতে ওদের সুবিধাই হবে। আমরা সবাই একজোট হয়ে শহরে যাই, আর ওরা ছাদের ওপর আমাদের জন্যে অপেক্ষা করুক। ব্যাঙ্কটাও পার হতে পারব না আমরা, তার আগেই ক্রস-ফায়ারে শেষ হয়ে যাব। শহরে যদি ঢুকতে হয় তবে আমাদের এখানেই থাকতে হবে। প্রশ্নটা হচ্ছেঃ ওই কাউবয়টা কি ইউ এস মার্শালের আসার কথা বলে মিথ্যে ভয় দেখিয়েছে?'

'ওর কাজে তো মনে হয় না লোকটা ধাপ্পাবাজ,' বলল বাড। 'ডাফই তার সাক্ষী।'

মুখ তুলে বাডের দিকে তাকাল ডাফ। ওর চোখে তীব্র ঘৃণা। ওই দৃষ্টির সামনে কুঁকড়ে গেল বাড। জেসাপের হাতে মার খেয়ে ওর মুখের বিভিন্ন

স্থানে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। কেবল ওর ভিতরের ক্ষতটা দেখা যাচ্ছে না।

'নরকের দাঁত!' গালি দিল উইল। প্রত্যেকটা জিনিসই মসৃণভাবে তার প্ল্যান অনুসারেই এগোচ্ছিল। শহরে ছিল তার একচ্ছত্র আধিপত্য। ফসল ঘরে তোলার সময় ঘনিয়ে এসেছিল। কিন্তু এখন সব পণ্ড হতে চলেছে। এর সমাধানটা কি?

'নাহ্, আমাদের যেতেই হবে,' নিজের সিদ্ধান্ত জানাল উইল। 'শহরটা আমাদের ফিরে পাওয়া দরকার।' একটা হাত মুঠো করে অন্য হাতের খোলা তালুতে ঘুসি মারল সে। 'এখন আর পিছিয়ে যাওয়ার কোন উপায় নেই। এর ওপর আমাদের পুরো ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। শহরটা আবার আমাদের দখল করতে হবে। ফাঁসির দড়িতে আমি ওই কাউবয়ের নাচ দেখতে চাই।'

উঠে দাঁড়াল ডাফ। 'আমার মনের কথাটাই তুমি বলেছ, উইল!' উৎসাহের সাথে বলল সে। 'ওদের আমরা উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব!'

'দাঁড়াও!' জোর গলায় বলল বিগ। 'কাজটা আমাদের খুব সাবধানে করতে হবে। নীরবেই আমরা ফাঁক গলে শহরে ঢুকব। নিঃশব্দে। একজন দু'জন করে ঢুকব। প্রথমে আমাদের জানতে হবে জেসাপের কতজন লোক আছে, তারপর বুঝেশুনে এগোব।' লোকটার চেহারায় পশুর ধূর্ততা ফুটে উঠেছে। সব থেকে ছোট ভাইয়ের দিকে ফিরল সে।

'শোনো, বাড, তুমি নিজের নির্বুদ্ধিতায় আমাদের সবার ওপর যে বিপদ ডেকে এনেছ, সেটা শুধরাবার একটা সুযোগ তোমাকে দিচ্ছি। এবার যেন আর ভুল না হয়। আমি তোমাকে আর দ্বিতীয় সুযোগ দেব না—বুঝেছ?'

বাড জেমস আগ্রহের সাথে মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল। ভুরু কুঁচকানো লোকটাকে ক্ষমাশীল ভাইয়ের মত আর দেখাচ্ছে না—চোখের সামনে একজন নিষ্ঠুর অপরিচিত মানুষকেই দেখতে পাচ্ছে সে। 'নিশ্চয়, উইল।' কোনমতে গলা দিয়ে স্বর বের করল বাড। 'তুমি শুধু বলো কি

করতে হবে, নির্ভুলভাবে সেটাই করব আমি।'

মাথা ঝাঁকাল উইল। 'শহরটা এখন ওদের দখলে। ওটা আমাদের চাই। কিন্তু তার বদলে ওদের দেয়ার মত আমাদের কিছুই নেই। বাড জানে কোথায় এমন একটা কিছু আছে যা মার্ককে মৌমাছির হুল-ফুটানো সজারুর মত বেরিয়ে আসতে বাধ্য করবে...' চক্রান্তকারীর মত কুটিল ভাবে হাসল উইল। 'কথাটা বুঝতে পেরেছ, বাড?'

কয়েক মুহূর্ত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বাড। কিন্তু তারপরেই ব্যাপারটা বুঝতে পেরে নেকড়ের মত দাঁত বের করে হাসল সে

'ওই মেয়েটা!' বলে উঠল বনিষ্ঠ জেমস। 'নিশ্চয়, ওরা ভেড়ার মত অসহায় হয়ে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হবে মেয়েটা আমাদের হাতে পড়লে! উইল, তুমি একটা জিনিয়াস! কথাটা আমার মাথাতেই আসেনি!'

'তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই,' তিক্ত স্বরে খোঁচা দিল ডাফ।

'ছেলেমানুষের মত বাজে কথায় নষ্ট করার মত সময় তোমাদের হাতে নেই,' ধমক দিল উইল। 'বাড, তুমি রওনা হয়ে যাও। মেয়েটাকে তুলে সোজা হ্যাগস্ট্রমের বাসায় নিয়ে আসবে। ওখানেই আমরা থাকব। কোন ভুল যেন না হয়, বাছা। কথাটা মনে রেখো! এবার এই সহজ কাজটাও পণ্ড করলে তুমি শেষ!'

মাথা ঝাঁকাল বাড। উইলের ওই মেয়েকে ধরে আনার ভারটা তার ওপর দেয়ায় সে মনেমনে খুশিতে গদগদ। দ্রুত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে ঘোড়ার পিঠে জিন চাপাল। আপন মনেই বিড়বিড় করছে বাড।

'উইল নিশ্চয় ভাবে আমি বোকা,' আওড়াল সে 'ওকে আমি দেখিয়ে দেব। শহরটা সে যখন আবার হাতের মুঠোয় পাবে তখন যেন আমার কথা মনে থাকে।' লাফিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে দক্ষিণ-পুবে 'ও' র‍্যাঞ্চের দিকে রওনা হলো সে। যাওয়ার পথে সুন্দরী মেয়েটার কথা ভাবছে বাড। ওর চিন্তায় বাডের চোখ দুটো একটা বুনো আনন্দে চকচক করে উঠল।

চোদ্দ

'ও' র‍্যাঞ্চহাউসটা ছোট পাহাড় ঘেঁষে একটা সমতল জায়গায় তৈরি। একটা পরিপাটি পাঁচ কামরার পাথরে গড়া বাড়ি। উঠানে একটা বিরাট ওক গাছ ছায়া দিচ্ছে। পাশেই ছোট ঝর্নাটা পঞ্চাশ গজ দূর দিয়ে রিও গ্রাণ্ডের দিকে বয়ে চলেছে। টিলাটার ওপর লাগাম টেনে থেমে দাঁড়াল বাড। চারপাশটা ভাল করে খেয়াল করে দেখল। দক্ষিণ দিকের কোরালে কোন ঘোড়া দেখা যাচ্ছে না, কোন রকম নড়াচড়ার লক্ষণ ওর চোখে পড়ল না। সন্তুষ্ট হয়ে নিজের মনেই মাথা ঝাঁকাল সে। একটা আগ্রহের হাসি ফুটে উঠেছে ওর ঠোঁটে।

'মা যেমন পাই বানাত ঠিক তেমন,' বিড়বিড় করে বলল সে। 'মেক্সিকান মেয়েটা কোথায়?'

ওর প্রশ্নের জবাবেই যেন দরজা দিয়ে বেরিয়ে একটা বালতিতে কিছু কাপড় নিয়ে মেক্সিকান মেয়েটা উঠানে টিউবওয়েলের কাছে কাপড় ধুতে বসল।

সাবধানে এগিয়ে বাড মেয়েটার কয়েক গজের মধ্যে পৌঁছে গেল। চমকে চোখ তুলে বাডের তাক করা পিস্তলটা দেখতে পেল সে। অন্য হাতের একটা আঙুল রয়েছে ওর ঠোঁটের ওপর।

'কোন শব্দ করবে না,' ফিসফিস করে বলল সে। 'নইলে...' পিস্তল নেড়ে ইঙ্গিত করল সে। 'কম্‌প্রেন্‌দে?' মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা—সে বুঝেছে। ওর চোখ দুটো ভয়ে বিস্ফারিত। 'আ দন্দে এস লা সিনোরিটা?' প্রশ্ন করল

বাড। 'মেয়েটা কোথায়?'

মেয়েটা আঙুল তুলে বাড়ির দিকে দেখাল। 'এন লা কাসা,' বলল সে।

'একা?'

মাথা ঝাঁকাল মেক্সিকান মেয়েটা।

'ঠিক আছে! আমার সামনে সামনে এগিয়ে চলো,' মেয়েটার দিয়ে পিস্তল তাক করে বলল বাড। 'ভামোস!' ভয়ের চোখে কাঁধের ওপর দিয়ে একবার বাডের দিকে ফিরে তাকিয়ে ধীর পায়ে দরজার দিকে এগোল মেয়েটা। ভিতরে ঢুকেই দ্রুত ডান পাশে সরে গেল মেয়েটা। পিস্তল হাতে ভিতরে ঢুকল বাড। ভিতরের অন্ধকারের সাথে চোখ সইয়ে নিতে কয়েকবার চোখের পাতা ফেলল সে। দরজার আড়াল থেকে দ্রুত নেমে আসা হাতটা সে দেখতেই পেল না, মার্ক ওয়্যাগ্নারের পিস্তলের প্রচণ্ড আঘাতে ওর ডান হাতের হাড় দুটো ভেঙে গেল। ভাঙা হাতের আঙুল গলে পিস্তলটা মেঝের ওপর পড়ল। আঘাতে হা ভাঙলেও বুদ্ধি হারায়নি বাড। তাড়াতাড়ি পিছিয়ে বাইরের উঠানে বেরিয়ে আসতে গিয়ে চৌকাঠে পা বেধে চিৎপাত হয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল। ভাঙা হাত দিয়ে পতন ঠেকাতে পারল না সে। চেয়ে দেখল ওর সামনেই যমের মত দাঁড়িয়ে আছে মার্ক ওয়্যাগ্নার। ওর হাতের ভারি ·৪৫ পিস্তলটা ওর দিকেই তাক করে কক করা। কেবল বুড়ো আঙুল দিয়ে হ্যামারটা ধরা রয়েছে, ওটা কোনমতে ফস্কে গেলেই নিশ্চিত মৃত্যু। আতঙ্কে থরথর করে কাঁপছে বাড। সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ওয়্যাগ্নারের চেহারা উন্মত্ত ক্রোধে বিকৃত। দশটা সীমাহীন সেকেণ্ড মাটিতে শুয়ে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল বাড—মার্ক সমস্ত মনের জোর একত্র করেও শেষ পর্যন্ত কিছুতেই হ্যামারটা ছাড়তে পারল না। একটা বড় শ্বাস ফেলার পর মার্কের চেহারা কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এল। আলো ফিরে এল ওর চোখে। বাড জেমস মাটিতে শুয়ে এতক্ষণ ঘামছিল। সে বুঝল আপাতত সে বেঁচে গেল। ওঠার চেষ্টা করল বাড, কিন্তু আবার পিস্তল তাক করল মার্ক।

'ধুলোর মধ্যেই শুয়ে থাকো, ওখানেই তোমাকে মানায়,' দাঁত খিঁচিয়ে বলল সে। 'এখনও আমি মনোস্থির করতে পারিনি তোমাকে মেরে ফেলাই উচিত কি না।'

চুপচাপ শুয়ে রইল বাড। কোন তর্ক করতে গেলেই তার জানটা খোয়া যেতে পারে, এটা ভাল করেই সে জানে।

'জেসাপ আগেই বুঝেছিল তোমরা এমন একটা কিছু করার চেষ্টা করতে পারো,' ওকে জানাল মার্ক। 'সে বলেছিল ইতরের মত চিন্তা করতে ওর যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে বটে, কিন্তু জেমসদের গত কয়েকঘণ্টার কারবার দেখে ওই চিন্তা-ধারার সাথে বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছে সে। মেরি অ্যানকে এসব শুরু হওয়ার আগেই আমি নিরাপদে ফোর্ট লেনে রেখে এসেছি, বাছা। এতে পরিস্থিতিটা কিছুটা পালটে গেল—নইলে এতক্ষণে তুমি শকুনের খাবার হয়ে যেতে।'

বাড অবাক হয়ে মার্কের দিকে তাকাল। 'এসব তুমি কি আবোল-তাবল বলছ?'

'আমি জানতাম তুমি বোকা, কিন্তু তোমার মাথা যে একেবারে খালি সেটা আমার জানা ছিল না।' মাথা নাড়ল মার্ক। 'তুমি মেরি অ্যানকে কিডন্যাপ করে ওকে জিম্মী হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলে, তাই না? এখন তুমি হয়ে গেছ আমাদের জিম্মী।'

'আমি বুঝতেই পারছি না তুমি কি বলছ,' বিড়বিড় করে বলল বাড।

'গপ্ ছাড়ো, এখন বোঝা যাবে তুমি আমাদের হাতে আছ জানার পর বিগ উইল তোমাকে ছাড়াবার কি ব্যবস্থা করে।'

ভয়ে বাডের পেটটা গুলিয়ে উঠল। উইল তাকে আগেই সাবধান করেছে যে মেয়েটাকে আনতে না পারলে সে শেষ। উইলকে সে ভাল করেই চেনে—কোন রকম দয়াই সে দেখাবে না। সেটা সে র‍্যাঞ্চে থাকতেই জানিয়ে দিয়েছে।

'তুমি কি পাগল হয়েছ?' চিৎকার করে উঠল বাড। 'উইল তোমাদের

সাথে কোন চুক্তিই করবে না।'

'সেটা সময় আসলেই বোঝা যাবে,' গম্ভীর সুরে জবাব দিল মার্ক। 'সে যা-ই হোক, দুই ভাবেই তুমি হারবে, বাড। মাথা নিচু করে বাড়িতে বসে থাকাই তোমার উচিত ছিল।'

কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল বাড। ওর মাথায় উদ্ভট সব চিন্তা আসছে। যেভাবেই হোক তাকে জেদী লোকটার কবল থেকে পালাতেই হবে। কিন্তু মারা না পড়ে কি তার পক্ষে উইলের কাছে খবরটা পৌঁছানো সম্ভব? সে কি মেনে নেবে যে তার পক্ষে মেয়েটাকে আনার কোন পথই ছিল না? হঠাৎ একটা চিন্তা মাথায় আসতেই সে প্রশ্ন করল, 'তোমরা কিভাবে নিশ্চিত হলে যে আমরা সবাই মিলে এখানে আসব না?'

'জানতাম না,' জবাব দিল মার্ক। 'কিন্তু প্রস্তুত ছিলাম। ম্যানুয়েলা যদি একজনের বেশি লোক দেখত তবে আমাকে ইঙ্গিত দিত, আমি তোমরা চলে না যাওয়া পর্যন্ত লুকিয়ে থাকতাম। মেয়েটা তোমাদের সত্যি কথাটাই জানাত যে মেরি অ্যান ফোর্ট লেনে আছে। কিন্তু তা ঘটেনি, তুমি একাই এসে বোকার মত আমার ফাঁদে ধরা দিলে। আশা করি তুমি সুস্থ বোধ করছ?'

শেষ মন্তব্যটা শুনে ভুরু কুঁচকাল বাড। তার সুস্থ-অসুস্থতার সাথে এর কি সম্পর্ক? ওকে বিভ্রান্ত হতে দেখে শব্দ তুলে হেসে উঠল মার্ক।

'ভাবছ কেন তোমাকে ওই কথা জিজ্ঞেস করলাম? খুব সহজ কারণ তোমাকে পায়ে হেঁটে শহরে ফিরতে হবে।'

'হেঁটে!' আতঙ্কে বিকৃত হলো বাডের চেহারা। পশ্চিমের লোক ঘোড়া ছাড়া পঞ্চাশ কদমের বেশি হাঁটার কথা কল্পনাও করতে পারে না। রাস্তা পার হতে হলেও সাধারণত তারা ঘোড়ার পিঠেই পার হয়। উঁচু গোড়ালির বুট ঘোড়ায় চড়ার জন্যে আদর্শ হলেও হাঁটার জন্যে মোটেও উপযুক্ত নয়। এতদূর হাঁটার কথা ভাবতেই বাডের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে।

'না, তুমি···নিশ্চয় একটা মানুষকে তুমি এতদূর হাঁটিয়ে নেবে না।

ঠাট্টা করছ, তাই না?'

'মানুষ হলে হাঁটিয়ে নিতাম না,' ঘৃণার সাথে জবাব দিল মার্ক। কিন্তু তুমি, তোমার কথা আলাদা। বাডের ঘোড়ার পিঠ থেকে ল্যাসোর দড়িটা খুলে নিয়ে ফাঁসটা বাড জেমসের গলায় পরিয়ে দিল মার্ক। 'পালাবার চিন্তা বাদ দাও,' ওকে সাবধান করল সে, 'নইলে ফাঁসটা তোমার গলায় এঁটে বসতে পারে।'

জিনের ওপর চড়ে দড়িতে ঝাঁকি দিল সে।

'হাঁটা শুরু করো।' নির্দেশ এল। 'নইলে শহরে পৌঁছতে অনেক দেরি হয়ে যাবে।'

হোঁচট খেতে-খেতে এগোচ্ছে আর মার্ককে গালি দিচ্ছে বাড। রাগে ওর চোখ দিয়ে পানি গড়াচ্ছে। পিছন পিছন ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছে ওয়্যাগ্নার। দড়িটা জিনের মাথায় পমেলের সাথে বাঁধা রয়েছে, তবু সতর্ক নজর রেখেছে সে বাডের ওপর। দাঁতে দাঁত চেপে নিজের রাগটা পুষে রাখছে বাড, কারণ সে জানে যতক্ষণে ওরা শহরে পৌঁছবে, ততক্ষণে জেমস র‍্যাঞ্চের সবাই শহরে ঢুকে পড়বে। হয়তো মার্কের সঙ্গীদের কাবুও করে ফেলতে পারে। তাহলে মার্কই পড়বে ফাঁদে। আশায় বুক বেঁধে এগিয়ে যাচ্ছে বাড।

ডেভিড গ্রীন ওয়েসিসের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে গার্ড দিচ্ছে। রাস্তার উত্তর আর দক্ষিণ, দু'দিকেই কড়া নজর রেখেছে। কিন্তু কোন রকম আক্রমণাত্মক নড়াচড়া দেখতে পাচ্ছে না। শহরটা একেবারে ঠাণ্ডা আর নীরব। ফাইটের পরে কয়েকজন বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছিল বটে, কিন্তু এখন আর ওদের কোথাও দেখা যাচ্ছে না। 'ওরা আবার নিজেদের বাড়ির নিরাপদ আশ্রয়ে গিয়ে ঢুকেছে,' নিজের মনেই বলল সে। 'ওদের দোষ দেয়া যায় না, আমার নিজেরই ক্লান্ত বোধ হচ্ছে—ওদের মত আমিও বাড়ি গিয়ে খেয়েদেয়ে ঘুমোতে পারলে মন্দ হত না,' ভাবল সে। তারপর জেসাপকে একটা প্রশ্ন

করল।

'কিছুই বলা যায় না, ডেভিড,' জবাব দিল এরফান। 'ওরা যদি সদলবলে মেয়েটাকে ধরে আনার চেষ্টায় "ও" র‍্যাঞ্চে যায় তবে উর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে মার্ক যেকোন মুহূর্তে এসে হাজির হবে। তাহলে আমরা খবরটা জানতে পারব। কিন্তু ও না ফেরা পর্যন্ত ওরা যে কি করবে তা খোদাই কেবল জানে।'

'এটা আমার ঠিক ভাল ঠেকছে না,' বিড়বিড় করে বলল ডাক্তার। 'সব যেন খুব বেশি চুপচাপ। হয়তো ঝড়ের পূর্বাভাস।'

ওই কথার পর কিছুক্ষণ নীরবেই কাটল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই নীরবতা ভঙ্গ হলো একটা ঘোড়ার মৃদু খুরের শব্দে। দ্রুত উঠে ব্যাটউইঙ দরজার কাছে চলে এল জেসাপ। বাকি তিনজন নির্ধারিত জায়গায় গিয়ে তৈরি থাকল। ডাক্তারের মুখ থেকে অবাক হওয়ার একটা শব্দ বেরোল।

'মার্ক ফিরে আসছে,' অবিশ্বাসের সুরে বলে উঠল রায়নার। 'ওর সামনে পায়ে হেঁটে আসছে বাড জেমস! চেয়ে দেখো ওর অবস্থা!'

সত্যিই বন্দী বাড জেমসের করুণ অবস্থাটা দেখার মত। ওর কাপড় সাদা জিপসামের গুড়োয় ভরা। ওর মুখটা ঘাম, চোখের পানি আর ধুলোয় মিশে কাদাকাদা হয়ে উঠেছে। ওর চমৎকার নরম চামড়ার বুটের একটা থেকে গোড়ালি খুলে পড়ে গেছে। খুঁড়িয়ে হাঁটার ভঙ্গীতে এগোচ্ছে সে। চুল ধুলোয় চাপড়া বেঁধেছে, চোখ দুটো বুনো। অনবরত গালি দিয়ে চলেছে বাড। গলায় দড়ির ফাঁস পরা। পিস্তল হাতে সাবধানে ডাক্তারের বাড়ি পেরিয়ে জেলের মুখোমুখি এসে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে সেলুনের দিকে ফিরল মার্ক। দড়ির টানে ধুলোর ওপর পড়ে গেল ক্লান্ত বাড।

'কি আশ্চর্য দৃশ্য!' বলে উঠল ফ্রেড। 'মার্কের সাহস আছে বটে। আমি ওকে সাহায্য করতে যাচ্ছি,' বলে এগোল সে।

জেসাপ ওকে বাধা দেয়ার জন্যে ঘুরেছিল কিন্তু ততক্ষণে বারটেণ্ডার দরজা পেরিয়ে রাস্তায় নেমে পড়েছে।

'মার্ক!' চিৎকার করে বলল সে। 'তুমি দেখালে ব–'

কিন্তু কথা শেষ করার সুযোগ পেল না ফ্রেড। জেলঘরের জানালায় একটা আগুনের শিখা দেখা গেল, তারপর আরেকটা।

পশুর মত একটা শব্দ বেরোল বাডের গলা থেকে। ঘুরে দৌড়াতে গিয়ে দড়ির টানে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সে। চিৎকার করছে, 'উইল! উইল!' সেলুন থেকে এক ঝাঁক গুলি ছুটে গেল জেলঘরের জানালার দিকে। থমকে দাঁড়াল ফ্রেড–যেন একটা দেয়ালের সাথে ধাক্কা খেয়েছে। অনিশ্চিত ভাবে এক মুহূর্ত ইতস্তত করে গোড়ালির ওপর ঘুরে সেলুনে ফেরার চেষ্টা করল সে। কিন্তু একসঙ্গে গর্জে উঠল কয়েকটা পিস্তল। মাটি ছেড়ে শূন্যে উঠে সেলুনের সিঁড়ির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল ফ্রেড। দড়ি টেনে বাডকে আবার মাটিতে ফেলে দিল মার্ক–বাডের চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসার জোগাড় হয়েছে–শ্বাস নিতে পারছে না–দুহাতে খামচে ধরে গলার ফাঁসটা আলগা করার চেষ্টা করছে সে। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে কাভারের জন্যে আস্তাবলের দিকে ছুটল মার্ক মাটিতে হেঁচড়ে বাডও চলেছে। উৎসাহে চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল ডাক্তার, কিন্তু ওটা তার গলার ভিতরই থেমে গেল। সমানে জেলের দরজা আর জানালা লক্ষ্য করে দুহাতে গুলি ছুঁড়ে চলেছে জেসাপ। জেলের দিক থেকে একঝাঁক গুলি মার্কের দিকে ছুটে গেল। জিনের ওপরই লাফিয়ে উঠল ছেলেটা। ঘোড়ার পিঠে টিকে থাকার চেষ্টা করছে–তারপর আবার লাফিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেল আস্তাবলের দশ ফুট দূরে।

আতঙ্কিত ঘোড়াটা অনিশ্চিত ভাবে ছুটল। পমেলের সাথে বাঁধা দড়ির টানে ঘোড়ার সাথে সাথে বাড উপুড় অবস্থায় ধুলোর ওপর দিয়ে হেঁচড়ে চলেছে।

'ওই ঘোড়াটাকে থামাও,' জেলঘর থেকে একটা তীক্ষ্ণ আদেশের স্বর শোনা গেল। একটা লোক বেরিয়ে ঘোড়ার দিকে রাইফেল তাক করল। এরফানের পিস্তলটা একবার গর্জে উঠল। উপুড় হয়ে পড়ে গেল লোকটা।

ওর হাত থেকে রাইফেলটা ছুটে ওরই সাথে নিচে পড়ল। গুলির শব্দে ঘোড়াটা আবার ঘুরে জেলঘর আর শেরিফের বাড়ির ফাঁক দিয়ে ছুটল। বাড়ি খেয়ে আর্তচিৎকার করতে করতে ঘোড়ার পিছনে চলেছে বাড।

'হায় খোদা, ওর বাঁচার কোন উপায় নেই,' বলল ডেভিড।

'বাঁচার কোন অধিকারও ওর নেই,' রূঢ় স্বরে বলল এরফান। 'আমাকে কাভার করো! আমি ছেলেটাকে আনতে যাচ্ছি।'

দ্বিতীয় আর কোন কথা না বলে ভেঙে চুরমার হওয়া কাঁচে জানালা দিয়ে লাফিয়ে বেরিয়ে দু'বার গড়িয়ে ফুটপাত পার হয়ে রাস্তার মাঝখানে এসে পড়ল জেসাপ। ডাক্তার আর ডেভিড বিস্ময় কাটিয়ে ওঠার আগেই একটু কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে পিস্তল দুটো উঁচিয়ে তৈরি হলো সে। সেলুনের ভিতর ওরা দুজন হতবুদ্ধি অবস্থা কাটিয়ে এরফানের মাথার ওপর দিয়ে গুলি ছুঁড়ে ওকে কাভার দিচ্ছে। জেসাপের ডান হাতের পিস্তলটা দুবার গর্জে উঠল। এঁকেবেঁকে মার্কের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে এরফান। আশপাশ দিয়ে বাতাস কেটে শব্দ তুলে ছুটছে গুলি। ওর পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল দুটো। একটা ওর জামার হাতায় টান দিল। অন্য একটা ওর চুল কিছুটা এলোমেলো করে বেরিয়ে গেল। ধুলো উড়ছে, কিন্তু এরফানের কোন ক্ষতি এখনও হয়নি। ছেলেটার কাছে পৌঁছে গেল সে। মার্কের পিঠ রক্তে কালচে হয়ে উঠেছে। মাথার পাশে একটা গাঢ় দাগ দেখা যাচ্ছে। আড়চোখে চেয়ে দেখল কয়েকজন লোক রাস্তায় নেমে ছুটে আসছে। ওদের দিকে গুলি ছুঁড়ে একটা পিস্তল খালি করল এরফান—ওরা দৌড়ে যে যেদিকে পারে ছিটকে সরে পড়ল। আর সময় নষ্ট না করে অনায়াসে স্বাস্থ্যবান ছেলেটাকে কাঁধের ওপর ফেলে লিভারি আস্তাবলের দিকে ছুটল জেসাপ। আরও কয়েকটা গুলি জেলঘরের দিক থেকে এসে ওর পাশ দিয়ে বেরিয়ে আস্তাবলের মোটা কাঠের দেয়ালে গিয়ে বিঁধল। ভিতরে ঢুকে ছেলেটাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে যত্নের সাথে একটা খড়ের স্তূপের ওপর শুইয়ে দিল। তারপর দরজার দিকে ফিরে জেলঘরের দিকে ছুটন্ত লোকগুলোকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল।

এই পিস্তলটাও খালি হলো। ওরা চোখের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছে। মুহূর্তের জন্যে গোলাগুলি একটু থামল—ওদের কেউ মাথা বের করতে সাহস পাচ্ছে না। এই সুযোগে আস্তাবলের ভারি দরজা ঠেলে বন্ধ করে কপাট বন্ধ করার মোটা খিল এঁটে দিল জেসাপ।

অজ্ঞান ছেলেটার দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে পিস্তল দুটোতে গুলি ভরে রাস্তার দিকে মুখ করা একটা জানালার কাছে সরে এসে নিজেকে আড়ালে রেখে বাইরে উঁকি দিল। রাস্তাটা একেবারে খালি আর স্তব্ধ। ভুরু কুঁচকে এক মুহূর্ত ভাবল জেসাপ। রায়নার আর গ্রীন কি পালাতে সক্ষম হয়েছে? পরামর্শ করে ওরা আগেই ঠিক করেছিল যে কোন কারণে যদি ওদের আলাদা হয়ে পড়তে হয় তবে শহরের তিনজন ফোর্ট লেনে গিয়ে আশ্রয় নেবে। এখন দুজন, তিক্ত মনে ভাবল এরফান। ফ্রেড তিন-চারটে গুলি খেয়েছে, সে টেরও পায়নি কখন মারা পড়ল। নড়াচড়ার শব্দে পিছন ফিরে তাকাল এরফান। খড়ের গাদার ওপর উঠে বসেছে মার্ক। মাথার ক্ষতটার ওপর বিষণ্ণ ভাবে হাত বুলিয়ে দেখছে, বুকের ক্ষতটার কথা এখনও টের পায়নি।

'এরফান...' দুর্বল স্বরে শুরু করল সে। 'বাড...জেমস আমার হাতের মুঠোয় ছিল। তারপর হঠাৎ গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল।'

'তোমার ওপর আমার কিছুটা রাগই হচ্ছে মার্ক,' মৃদু তিরস্কার করল এরফান। 'তোমার জানা উচিত ছিল এভাবে প্যারেড করে শহরে ঢোকা...' মাঝপথেই ওর কথা থেমে গেল। মার্কের হাসি মিলিয়ে গেল। ছেলেটা আবার জ্ঞান হারিয়ে খড়ের গাদার ওপর শুয়ে পড়ল।

আরেকবার শূন্য রাস্তার দিকে তাকিয়ে মার্কের পাশে বসে ওর রক্তাক্ত শার্টটা খুলে ফেলল এরফান। কাঁধের ক্ষতটা শোলডার ব্লেডের একটু উপর দিয়ে ঢুকে কলার বোনের সামান্য নিচে দিয়ে গর্ত খুঁড়ে বেরিয়ে গেছে। অন্য গুলিটা ওর মাথার খুলির চামড়া কিছুটা ছিঁড়ে নিয়ে গেছে।

অনেক রক্ত হারিয়েছে, বুঝল এরফান। কিন্তু ছেলেটার কপাল ভাল,

কোন হাড় ভাঙেনি। আরও একটু নিচুতে লাগলে তার সাথে বাডের আবার দেখা হত পরপারে। শার্ট হাতে ঘোড়ার স্টলের পাশে রাখা পানির ব্যারেলের কাছে গিয়ে শার্টটাকে ভাল করে ধুয়ে, ছিঁড়ে কয়েকটা চওড়া ফালি করল। ওগুলোর থেকেই দুটো কমপ্রেস আর কিছু ব্যাণ্ডেজ তৈরি করল। তারপর আস্তাবলের কোনায় গিয়ে কিছু মাকড়সার জাল সংগ্রহ করে ফিরে এল।

'ইণ্ডিয়ান ওষুধ, এ ছাড়া রক্ত বন্ধ করার আর কোন উপায় আমি দেখছি না,' অজ্ঞান ছেলেটার উদ্দেশে বলল সে। 'বুড়ো পিউট ইণ্ডিয়ান লোকটা যা বলেছিল—তা জেনেই বলেছিল আশা করি। ক্ষতের ওপর দুপাশেই মাকড়সার জাল চেপে বসিয়ে ভেজা কমপ্রেস বসিয়ে বেঁধে দিল জেসাপ। তারপর মাথার জখমটার ওপর অবশিষ্ট জাল বসিয়ে কমপ্রেস ছাড়াই বেঁধে দিল। এবার মার্কের ডান হাতটা বুকের ওপর ভাঁজ করে শক্ত করে বেঁধে দিল, যেন অজ্ঞান অবস্থায় হাত নাড়ার ফলে ক্ষত থেকে আবার রক্ত না বেরোয়।

'আশা করছি আপাতত এতেই কাজ হবে, বাছা,' বিড়বিড় করে বলল সে। 'এখন? এখান থেকে বেরোবার কি উপায় হবে?'

আশা নিয়ে আস্তাবলের চারপাশে তাকাল সে। আস্তাবলটা লম্বা আর চওড়ায় প্রায় সমান। খুঁটিগুলোর সাথে কতগুলো স্যাডল, ঘোড়ার সাজ, আর কিছু যন্ত্রপাতি ঝুলছে। কিন্তু আস্তাবলরক্ষী কোথায়? সম্ভবত ভয়ে পালিয়ে ফোর্টে আশ্রয় নিয়েছে, আঁচ করল সে। পিছনের দিকে একটা ছোট দরজা দেখতে পাচ্ছে, ওটা হুড়কা দিয়ে ভাল করে আঁটা। একটা ছোট জানালাও রয়েছে ওদিকে, ওতে লোহার গারদ বসানো এবং পাল্লা আঁটা রয়েছে দেখে আশ্বস্ত হলো সে। সামনের বিরাট দরজাটা পুরো খুললে ঘোড়া সহ একটা ঘোড়ারগাড়ি ঢুকতে পারবে। দুপাশে দুটো বড় জানালা। ওগুলোর পাল্লা থেকে জেমসদের গুলি বৃষ্টিতে কোথাও কোথাও চিলতে উঠে গেছে।

'একটা জিনিস এবার পরীক্ষা করে দেখার সময় হয়েছে,' কারও উদ্দেশে

কথাটা বলেনি এরফান। চিলতে ওঠা একটা জানালার পাশে এসে দাঁড়াল সে। একটা কাঠির ওপর নিজের হ্যাটটা বসিয়ে খুব ধীরে ওটাকে জানালা দিয়ে উপর দিকে তুলল। বাইরে থেকে এখন ওটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। গর্জন তুলে এক ঝাঁক গুলি হ্যাটটাকে উড়িয়ে নিয়ে ভিতরে ফেলল। জানালার পাল্লা থেকেও কিছু চলটা উঠল।

মাথা নাড়ল সে। 'ওই হ্যাটটা আমার প্রিয় ছিল না কখনও,' গুলিতে ঝাঁঝরা হ্যাটটার দিকে চেয়ে মন্তব্য করল সে। কিন্তু সেলুনের লোক দুজনের জন্যে ওর দুশ্চিন্তা হচ্ছে। কেবল ওরাই জেমসদের বিরুদ্ধে এরফানকে সাহায্য করার সৎ সাহস দেখিয়েছিল। ওরা এখন একা। হয়তো এই মুহূর্তে জেমসদের লোক সেলুন ঘিরে ফেলে ওদের খতম করার জন্যে এগোচ্ছে। পাগলা কুকুরের মত ওদের গুলি করে মারবে।

'ওদের সাহায্য করতে গেলেও বিপদ, আবার সাহায্য না করেও উপায় নেই,' বলল সে। 'কোন গোলাগুলি চলছে না...সুতরাং নিশ্চয় কোন কুমতলবে আছে জেমসের দল। কিন্তু কি?'

ওর প্রশ্নের উত্তরেই যেন পিছনের দরজায় নক করার শব্দ ওর কানে এল। পিস্তল কক করে দরজাটার দিকে এগোল এরফান।

পনেরো

ডাক্তার রায়নার আর তার পিছনে ডেভিড গ্রীন দাঁড়িয়ে আছে পিছনের দরজায়। আস্তাবলের পিছনে খালি জায়গাটার ওপর এরফানের চোখ দুটো ঘুরে এল। ওর হাতের পিস্তল দুটো কক করা। যে কোন নড়াচড়া বা বিপদের

আশঙ্কা দেখলে তার মোকাবিলা করার জন্যে সে প্রস্তুত। এরফানের হাতে কক করা পিস্তল দেখে ডাক্তারের চেহারা শঙ্কিত হলো।

'আরে, এরফান, গুলি কোরো না!' বলে উঠল সে।

'আমি তোমাদের দেখব আশাই করতে পারিনি,' ওকে বলল জেসাপ। 'তোমরা ওদের চোখ ফাঁকি দিয়ে কিভাবে এখানে পৌছলে?'

'সেলুনের ভিতর একটা আগুন জ্বেলে ওর ওপর কয়েকটা বুলেট ছেড়ে দিয়েছিলাম আমরা। ওগুলো ফুটতে শুরু করতেই জেমসের লোকজন, যারা রাস্তায় বেরোবার উপক্রম করছিল, তারা ভিতরে ঢুকে মাথা নিচু করে নিল—আমরা সেলুনেই আছি মনে করে ওরা সেলুনের দিকে গুলি বৃষ্টি শুরু করল। কিন্তু ততক্ষণে আমরা এর পিছন দিক দিয়ে যে শুকনো ক্রীকটা গেছে তার গর্তে নেমে পড়েছি। তারপর সোজা এখানে,' ব্যাখ্যা করল ডাক্তার। 'কিন্তু মার্ক কেমন আছে?'

'তুমি নিজেই বরং ওকে দেখো,' হাসিমুখে বলল এরফান। ওদের সেলুন থেকে পালাবার অভিনব উপায়ের কথা ভেবেই হাসছে সে।

ওয়্যাগনারের পাশে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল ডাক্তার। ওই মুহূর্তেই চোখ খুলে তাকিয়ে একটু হাসল সে।

'হাওডি, ডক্,' ফিসফিস করে বলল মার্ক। 'এমন একটা রাতে তোমাকে বেরোতে হলো বলে আমি দুঃখিত।'

'কথা বলে নিজেকে আর দুর্বল কোরো না,' উপদেশ দিল ডাক্তার। 'আমি আগে তোমাকে পরীক্ষা করে দেখি—ঠাট্টা-মশকরার সময় পরেও তুমি অনেক পাবে।'

মার্কের কাঁধ থেকে পটু হাতে কমপ্রেসটা খুলল ডাক্তার। পরক্ষণেই বিস্ময়ে প্রায় চিৎকার করে উঠল ডাক্তার। এরফান আর ডেভিড তাড়াতাড়ি ওদিকে এগিয়ে গেল।

'ওর ক্ষতের ওপর কি দিয়েছ তুমি, এরফান?' প্রশ্ন করল ডাক্তার। 'ওটা কাদার মতই দেখাচ্ছে।'

'মাকড়সার জাল,' ব্যাখ্যা করল এরফান? 'পুরানো ইণ্ডিয়ান পদ্ধতি। ওটা ছাড়া আর কিছু করার উপায় আমার মাথায় আসেনি।'

'হয়তো পুরানো ইণ্ডিয়ানদের জন্যে ওটাই যথেষ্ট,' স্বীকার করল ডাক্তার : 'আমি যদি ওটা ধুয়ে ফেলে ক্ষতটাকে জীবাণুমুক্ত করি তুমি মাইণ্ড করবে না তো?'

মাথা নাড়ল এরফান। 'এখানে তুমিই ডাক্তার।' নির্মল একটা হাসি দিল জেসাপ।

ক্ষতটাকে খুব হালকা ভাবে আঙুল দিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখল ডাক্তার। তারপর বলল, 'ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখছি তোমার ওষুধে চমৎকার কাজ হয়েছে। মাকড়সার জাল সত্যিই রক্ত পড়া বন্ধ করেছে। তোমার কপাল ভাল, মার্ক। কোন হাড় ভাঙেনি, কিছু রক্ত গেছে শুধু। এক হপ্তা থেকে দশদিনের মধ্যেই তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে আবার।'

'অবশ্য সেটা নির্ভর করছে বিগ উইল যা শুরু করেছে সেটা যদি সে শেষ না করে,' মনে করিয়ে দিল ডেভিড। সে সামনের জানালার ধারে গিয়ে রাস্তাটার ওপর নজর রেখেছে।

'স্থির থাকো একটু,' মার্ককে উপদেশ দিল ডাক্তার। 'এই অংশটা সবাই অপছন্দ করে।' পকেট থেকে একটা ছোট বোতল বের করে পরিষ্কার একটা কাপড়ে ঢেলে ওটা ভিজিয়ে নিল ডাক্তার। তারপর চট করে কাপড়টা ক্ষতের ওপর চেপে ধরল। মার্কের মুখে যেটুকু রঙ ছিল সেটাও মিলিয়ে ফ্যাকাসে হলো। কিন্তু ওর মুখ দিয়ে একটা শব্দও বেরোল না। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে তীব্র জ্বালাটা সহ্য করল সে।

'ডক্,' দাঁতে দাঁত চেপে শেষে বলল মার্ক, 'ওটা কি ছিল? ভেড়ার মুত?'

'অ্যালকহল,' হেসে জবাব দিল ডাক্তার।

মাথা নাড়ল মার্ক। 'ড্রিঙ্ক করার একটা কঠিন উপায় এটা।'

ব্যাণ্ডেজটা আবার বেঁধে মার্কের গলার রুমালটা খুলে ডান হাতটা

ঝুলিয়ে রাখার জন্যে একটা স্লিঙ তৈরি করে দিল ডাক্তার।

'ওই হাতটা যতটা সম্ভব স্থির রাখার চেষ্টা করো,' সাবধান করল রায়নার। 'বেশি নাড়াচাড়া পড়লে আবার রক্ত বেরোতে শুরু করবে।'

'অসম্ভব, জ্যাক,' প্রতিবাদ করল ছেলেটা। 'ওই হাত না নাড়লে আমি আবার গুলি খাব! বাম হাতে গুলি ছুঁড়তে পারি না আমি।'

'শেখার এত ভাল সুযোগ তুমি আর পাবে না,' বলে উঠল এরফান। জানালার ধার থেকে মাথা ঝাঁকিয়ে রাস্তার দিকে ইঙ্গিত করল। ডাক্তার আর মার্ক জানালার দিকে এগিয়ে গেল।

'কি ঘটছে?' প্রশ্ন করল জ্যাক।

'ঠিক বুঝতে পারছি না,' জানাল ডেভিড। 'মনে হচ্ছে হাতুড়ি ঠোকার শব্দ। কিন্তু হাতুড়ি ঠুকে ওরা কি করছে?'

সামনের দরজাটার খিল নামিয়ে দরজাটা সামান্য ফাঁক করে মাথা বের করল ডাক্তার। রাস্তার শেষ মাথার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে আবার তাড়াতাড়ি ভিতরে এসে দরজার খিল এঁটে দিল। রাস্তার শেষ মাথায়, পিস্তল রেঞ্জের বাইরে কয়েকজন লোক একটা কিছুকে ঘিরে রয়েছে। কিন্তু জিনিসটা কি তা বুঝতে পারল না সে। হাতুড়ি ঠোকার শব্দ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

মার্ক চোখ দুটোকে সরু করে তীক্ষ্ণ চোখে ওদিকে চেয়ে দেখার চেষ্টা করল লোকগুলো কি করছে। 'ওটা...ওটা একটা বড় টেবিল বলেই মনে হচ্ছে,' বলল সে।

'নিশ্চয়!' বলে উঠে জেসাপ জানালার কাছ থেকে সরে এল। 'ডেভিড, জ্যাক, আর মার্ক, তোমরা রাস্তাটা সর্বক্ষণ কাভার করে থাকো। মুহূর্তের জন্যেও চোখ সরিও না। মার্ক, তুমি আমাকে কি ঘটছে তার ধারা বিবরণী দিতে থাকো।'

এরফান আস্তাবলের পিছনে কাজে লাগাবার মত কিছু খুঁজছে। শেষ পর্যন্ত পেয়েও গেল—একটা চামড়ার হাতলওয়ালা ধারাল ছুরি। ওটার

পাতটা ভেঙে নিল সে। স্টীলের পাত ভাঙার শব্দে পিছন ফিরে তাকাল মার্ক।

'তুমি ওখানে কি করছ?' প্রশ্ন করল সে

'রাস্তার ওপর চোখ রাখো,' বলল এরফান। 'ওদিকে কি ঘটছে?'

'ওরা টেবিলের মত জিনিসটাকে তুলে স্টোরের পিছনে নিয়ে যাচ্ছে।'

'জেলের পিছনে এসে পৌছবার জন্যে রওনা হয়েছে ওরা। ওরা দেখা দিলে একটা-দুটা গুলি ছুঁড়ো, কিন্তু অযথা গুলি নষ্ট কোরো না!'

জেসাপ ঘোড়ার স্টলে ঢুকে উইলোর ডাল দিয়ে বোনা বেড়ার থেকে একটা উইলোর ডাল টেনে বের করার চেষ্টা করছে। প্রায় ছয় ফুট লম্বা একটা ডাল বের করে আনল সে। তারপর একটা সরু ডালও বের করল।

মার্ক, কৌতূহল ধরে রাখতে না পেরে আবার ফিরে তাকাল।

'এসব কি করছ তুমি?...তুমি কি ওদের বিরুদ্ধে লাঠি দিয়েই লড়বে, এরফান?'

কাজ না থামিয়ে একটু হাসল জেসাপ। সরু ডালটার বাকল ছুরি দিয়ে উঠিয়ে ফেলল সে। 'তুমি ঠিকই ধরেছ,' বলল সে।

কাঁধ উঁচিয়ে সঙ্গীদের দিকে তাকাল মার্ক। জবাবে ডাক্তারও কাঁধ উঁচাল। 'আমিও বুঝতে পারছি না,' বলল ডেভিড। একটু পরেই কয়েকজন জেমস রাইডার ছুটে শেরিফের বাড়ি আর জেলের মাঝখানের খোলা জায়গাটা পার হলো। ডাক্তার একটা গুলি ছুঁড়েছিল বটে কিন্তু সেটা মিস হলো। ওদিক থেকে জবাবে কোন গুলি এল না।

'ওরা এখন জেলের আড়ালে আছে, এরফান,' জানাল মার্ক। 'ওরা তৈরি হচ্ছে।'

'আমিও তৈরি হচ্ছি।' জবাবটা হেঁয়ালীর মত শোনাল। প্রায় ডজনখানেক কার্তুজের থেকে বারুদ বের করছে এরফান। একটা মোম-মাখানো কাগজের ওপর ছোট একটা বারুদের স্তূপ গড়ে উঠেছে। লোকটা করছে কি?

'কি যেন করার জন্যে ওরা প্রস্তুত হচ্ছে, এরফান।'

'ওদিকে কি ঘটছে আমাকে জানাও।'

'ওরা যেন কি ঠেলে বের করে আনছে—মনে হচ্ছে সেলুনের টেবিলের মতই একটা টেবিল। কিন্তু খুব ভারি। সহজে নড়ছে না। দু'জন লোক ওটাকে ঠেলছে বলে মনে হচ্ছে।'

'ওটা যথেষ্ট ভারি হওয়ারই কথা,' বলল জেসাপ। 'ওটা একটা পুরানো ট্রিক। তিনটে টেবিলের মাথা পেরেক ঠুকে একসাথে জুড়ে দিয়ে ওটাকে বর্ম হিসেবে ব্যবহার করতে চাচ্ছে ওরা। তিন ইঞ্চি মোটা কাঠ বিশেষ শক্তিশালী রাইফেল ছাড়া ভেদ করা অসম্ভব। ওরা কতদূর এগিয়েছে?'

'প্রায় জেলের সামনের দেয়াল পর্যন্ত পৌঁছেছে। ধুলোর ওপর কাত করে ফেলা টেবিলটা সহজে নড়তে চাইছে না।'

'ওদিকে দুটো গুলি ছুঁড়ে দেখো কি ঘটে।'

ডাক্তারের দিকে তৈরি থাকার জন্যে নড় করে বাম হাত তুলে গুলি ছুঁড়ল মার্ক। গুলিটা টেবিল থেকে প্রায় ছয় ফুট বামে ধুলো উড়িয়ে মাটিতে গাঁথল।

'ড্যাম!' রাগে ফেটে পড়ল মার্ক। 'বাম হাতে গুলি ছুঁড়ে আমি নিউ মেক্সিকোকেও লাগাতে পারব না।'

'হাতটা জানালার ওপর রেখে ধীরে ট্রিগার টানো,' পরামর্শ দিল এরফান।

ওর কথা মতই কাজ করল মার্ক। এবার গুলিটা টেবিলে একটা ভোঁতা শব্দ তুলে বিঁধল—কোন কাজ হলো না। টেবিলটা এগিয়ে রাস্তার প্রায় সিকি অংশ পার হয়েছে।

জ্যাকও দুটো গুলি ছুঁড়ল টেবিল লক্ষ্য করে। কাঠের কিছু চলটা উঠল, কিন্তু বোঝা গেল টেবিল ভেদ করে গুলি ওপাশে পৌঁছায়নি। ধীরে টেবিলটা এগিয়েই আসছে পিছনের লোক দুজনের ঠেলায়। জেলঘর আর মৃত শেরিফের বাড়ির পিছন থেকে এক ঝাঁক গুলি ছুটে এল আস্তাবলের

দিকে। জানালার কাছ থেকে মুখ সরাতে বাধ্য হলো ওরা। শব্দ তুলে বাতাস কেটে খোলা জানালা দিয়ে কয়েকটা গুলি খুঁটিতে ঝোলানো জিনের গায়ে বিঁধল। একটা গুলি হুকে ঝোলানো লোহার একটা ছোট যন্ত্রের গায়ে লেগে সশব্দে ওটাকে আস্তাবলের এক কোনায় নিয়ে ফেলল। অনবরত গুলি ছোঁড়া হচ্ছে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকানো কঠিন হয়ে উঠেছে। তাই গুলির পালটা জবাবও দেয়া যাচ্ছে না। ডাক্তার ঝুঁকি নিয়ে মুহূর্তের জন্যে বাইরে তাকিয়েছিল। সে উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল, 'এরফান ওরা রাস্তার মাঝখানে এসে পড়েছে!'

'আমি প্রায় তৈরি,' জবাব দিল এরফান। 'ওদের আরও একটু কাছে আসতে দাও।' মোম-মাখানো কাগজের পোঁটলাটা ছোট একটা পেরেকের বাক্সে ভরে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল জেসাপ। আস্তাবলের দক্ষিণ দেয়ালের সাথে সাজানো গাঁট বাঁধা খড়ের উচ্চতা জানালার তুলনায় কতটা উঁচু আঁচ করে সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকাল।

'মার্ক, ডাক্তার! ওই জানালার পাশ থেকে সরে যাও!'

দ্রুত জানালার পাশ থেকে সরে গেল ওরা। অবাক হয়ে জেসাপের দিকে চেয়ে ওর কার্যকলাপ লক্ষ করছে। উইলোর বড় ডালটা দিয়ে সে একটা ধনুক তৈরি করেছে; ছোট সরু ডাল দিয়ে বানিয়েছে তীর। তীরের মাথায় বারুদ ভরা পেরেকের বাক্সটা বাঁধা—ওটার ওপর পেঁচানো রয়েছে কিছু খড়। ভাঙা ছুরিটা তীরের মাথায় বসানো।

জেসাপ একটু শুকনো ভাবে হাসল। 'পনেরো বছর বয়সের পর আমি আর তীর-ধনুক ব্যবহার করিনি। তোমরা প্রার্থনা করো যেন এটা ঠিক মত কাজ করে। আমি আশা করছি আমার হাত এখনও পাকাই আছে। যদি কিছু ভুল হয় তবে আগেই তোমাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। এটা যদি ভিতরেই ফাটে তবে আমরা কেউ আর থাকব না।' খড়ের গাঁটের ওপর চড়ল সে।

মার্ক নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করতে চাচ্ছে না, কিন্তু আবার কৌতূহলও

চেপে রাখতে পারছে না। ফিসফিস করে ডাক্তারকে একটা প্রশ্ন করল সে।

'ওটা ইণ্ডিয়ানদের আগুনের তীর–কিন্তু তার সাথে আরও কিছু যোগ করা হয়েছে,' জবাব দিল জ্যাক। 'দেখো!'

জেসাপ একটা ম্যাচের কাঠি জ্বেলে তীরের সাথে পেঁচানো খড়ে আগুন ধরাল। শিখা প্রথমে একটু কেঁপে পরে দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। ধনুকের ছিলাটা পুরোপুরি টেনে তীর ছুঁড়ল এরফান।

জ্বলন্ত তীরটা খড়ের গাদার ওপর থেকে একটু বেঁকে জানালা দিয়ে বেরিয়ে টেবিলটার ওপর নিচের দিকে গিয়ে গাঁথল।

আধ-সেকেণ্ডের মত নীরতার পর প্রচণ্ড শব্দে ঘটল বিস্ফোরণ। ধুয়া আর ধুলোয় অন্ধকার হলো জায়গাটা। ছোটছোট পাথর আর কাঁকর ছিটকে এসে লাগল আস্তাবলের দেয়ালে–ছাদের ওপর থেকে গড়িয়ে নিচেও পড়ল কিছু। মার্কের মনে হলো একটা আর্তচিৎকারের শব্দ যেন ওর কানে এল–কিন্তু নিশ্চিত নয় সে।

'ওই ধোঁয়া লক্ষ করে কিছু গুলি ছোঁড়ো!' চিৎকার করে লাফিয়ে নিচে নেমে এল এরফান। ওরা চারজন শিলাবৃষ্টির মত গুলি ছুঁড়ল। ধীরে ধোঁয়া আর ধুলো একপাশে সরে গিয়ে জায়গাটা পরিষ্কার হলো।

একটা কালচে রঙের গর্ত দেখা যাচ্ছে রাস্তার ওপর। কাঠের শীল্ডটা দশগজ পিছনে তিন টুকরো হয়ে পড়ে আছে। গর্তের একটু দূরেই মাটিতে পড়ে আছে জেমস র‍্যাঞ্চের দু'জন লোকের লাশ।

'হায় ঈশ্বর!' বিস্মিত স্বরে বলে উঠল ডেভিড।

'ওরা জানতেও পারেনি কিভাবে কি ঘটল,' মন্তব্য করল রায়নার।

এরফান জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল কোথাও কিছু নড়ছে না। মনে হচ্ছে ওই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ আর দুজন লোকের লাশ ওদের হতভম্ব করে দিয়েছে। স্নাইপারের গুলির থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে পুরো রাস্তাটা খুঁটিয়ে দেখল।

'ওরা সবাই গেল কোথায়?' বিড়বিড় করে বলল সে। 'ওদের তো এতে

খেপে বুনো হয়ে ওঠার কথা! চারজন লোককে এত ভয় করার কোন কারণ নেই…যদি না…'

'যদি কি, এরফান?' আগ্রহের সাথে প্রশ্ন করল মার্ক।

'যদি ওদেরও লোকবল খুব কমে না যায়।'

'ঠিক আছে, তাহলে হিসেবই করে দেখা যাক। ওদের মোট কতজন লোক আছে বলেছিলে তুমি, ডাক্তার? পনেরোজন, তাই না?' প্রশ্ন করল ডেভিড।

'হ্যাঁ, ওই রকমই কিছু হবে,' বলল ডাক্তার।

'এর বেশি নয় তো?'

'আরে, না। এক ডজন কঠিন লোকই শহরটাকে ঠাণ্ডা রাখার জন্যে যথেষ্ট ছিল।'

'তাই যদি হয়, তবে এতক্ষণে বিগ উইলের বেশ দুশ্চিন্তায় পড়ে যাওয়ার কথা,' বলল এরফান। 'তার টপ পিস্তলবাজ সহ আটজনকে হারিয়েছে ওরা। তাছাড়া ইউ এস মার্শাল এখানে আসছে কিনা সে সম্পর্কেও সে নিশ্চিত নয়। এখন নিশ্চয় তার টনক নড়েছে।'

'হতে পারে,' যুক্তি দেখাল ডেভিস, 'কিন্তু তাই বলে একেবারে দুর্বল হয়নি সে—কারণ হিসেব মত এখনও ওদের জনাসাতেক লোক অবশিষ্ট থাকার কথা।'

'অর্থাৎ ওদের দুজন আর আমাদের একজন,' বলে উঠল মার্ক। 'আমরা ওদের ঠেকাতে পারব।'

'তা পারব,' একটু বিষণ্ণ সুরে বলল এরফান, 'যদি আমরা আমাদের গুলিগুলো হিসেব করে ব্যবহার করতে পারি। আমার খুব কমই অবশিষ্ট আছেঃ তোমাদের কি খবর?'

প্রত্যেকে নিজের নিজের গানবেল্ট পরীক্ষা করে দেখল। সবার চেহারাতেই বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠল। গত কয়েক ঘণ্টায় যে এতগুলো গুলি খরচ হয়ে গেছে এটা কেউ ভাবতেই পারেনি।

মার্ক দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'এতদূর এগোবার পর এখন কিছুতেই আর আমরা হাল ছাড়তে পারি না। যে করেই হোক আমাদের কিছু কার্তুজ জোগাড় করতে হবে।'

মাথা ঝাঁকাল এরফান। 'সেটা আমি জানি, কিন্তু কিভাবে? ডেভিডের স্টোরটা রাস্তার অন্যপাশে। রাস্তা পার হওয়ার ঝুঁকি নেয়াটা ঠিক হবে না। ডাক্তার—তোমার বাসায় কিছু আছে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল জ্যাক রায়নার। কিন্তু এরফানের মতলব বুঝে এগিয়ে এসে ওর কাঁধে হাত রাখল ডাক্তার।

'কিন্তু না, তোমাকে আমি কার্তুজের জন্যে ওখানে গিয়ে আবার ফিরে আসার ঝুঁকি নিতে দেব না। ওরা গুলি করে তোমাকে ঝাঁঝরা করে ফেলবে।'

'আমি যদি কিছু কার্তুজ না জোগাড় করতে পারি, তাহলে আমাদের সবার এমনিতেই ঝাঁঝরা হতে হবে। আমার দিকে কেউ গুলি ছুঁড়লে আমি অন্তত তার পালটা জবাব দিতে পারব।'

রায়নার মাথা নাড়ল। 'আমার আরও ভাল একটা উপায় মাথায় এসেছে।' অবাক হলো এরফান, ডাক্তার বলে চলল, 'এক মিনিট চিন্তা করো, এরফান। কে জানে আমি এখানে শুধু কিং উইল—তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল এরফান। 'সম্ভবত। যদি খবরটা সে ছড়িয়ে না থাকে।'

'তাই আমি যদি লুকিয়ে নিজের বাড়িতে পৌঁছতে পারি, তাহলে সে ছাড়া ওদের কেউ আমাকে নিজের বাড়িতে ঘোরাফেরা করতে দেখলে সেটা স্বাভাবিক বলেই ধরে নেবে। কি, তাই না?'

'তুমি বলতে চাও সবাই ভাববে তুমি সর্বক্ষণ ওখানেই ছিলে?' প্রশ্ন করল মার্ক।

'ঠিক তাই,' বলল রায়নার। 'আমি যদি পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়ি, তাহলে সহজেই সবার চোখ এড়িয়ে বাড়ি পৌঁছতে পারব। আমি যখন খোলা জায়গাটা পার হব তখন তোমরা কিছু কাভারিং ফায়ার ছুঁড়লে

ওরা মাথা নিচু করতে বাধ্য হবে, আমাকে দেখতে পাবে না। ফেরার পথেও একই কাজ করলে আমরা সবাই বিপদমুক্ত হব।'

'না, ডাক্তার,' ওকে এতটা ঝুঁকি নিতে দেয়ায় এরফানের মন সরছে না। 'ওটা তোমার চেয়ে ভাল আমিই করতে পারব—শুধু বলো গুলিগুলো কোথায় রাখা আছে, আমি নিয়ে আসছি।'

'এরফান,' ধৈর্যের সাথে যুক্তি দেখাল ডাক্তার, 'আমার কথার যুক্তিটা তোমাকে স্বীকার করতেই হবে। যদি জেমসদের কেউ দেখতে পায় আমার বাড়িতে আমিই ঘুরে বেড়াচ্ছি, সেটা এক জিনিস, আর তোমাকে ওখানে দেখাটা হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। এবং তোমাকে যদি আমাদের থেকে ওরা বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হয় তবে কারোই আর রক্ষা থাকবে না। আমাকে হারালেও তোমরা টিকতে পারবে, কিন্তু তোমাকে ছাড়া আমাদের কারও বাঁচার কোন উপায় নেই।'

বাকি দুজন এত জোর দিয়ে ডাক্তারের যুক্তি সমর্থন করল যে এরফানেরও সেটা মেনে নেয়া ছাড়া কোন পথ রইল না।

'তুমি কিন্তু একটা বিরাট ঝুঁকি নিতে যাচ্ছ, ডাক্তার,' স্মরণ করিয়ে দিল এরফান।

'কিন্তু আমি না গেলে ঝুঁকিটা আর ঝুঁকি থাকবে না— নিশ্চিত মরণ হয়ে দাঁড়াবে। বক্তৃতা ছেড়ে এবার আমাকে যেতে দাও।'

জেসাপ হাসল। সত্যিকার হাসি সারাদিনে এই প্রথম ফুটে উঠল ওর চেহারায়। ডাক্তারের কাঁধে মৃদু চাপড় দিয়ে সে শুধু বলল, 'তোমাকে দিয়ে কাজ হবে।'

খুব ধীরে পিছনের দরজাটা সামান্য ফাঁক করল এরফান। মাত্র কয়েক ইঞ্চি ফাঁক হতেই একটা বুলেট এসে দরজার গায়ে বিধল। একটা কাঠের টুকরো ছিটকে এসে ডাক্তারের গালে লাগল। চট করে দরজা বন্ধ করে দিল জেসাপ এক ঝাঁক বুলেট এসে বিধল দরজায়।

'একটা চমৎকার প্ল্যান মাঠে মারা পড়ল,' গালে হাত বুলাতে বুলাতে

বলল ডাক্তার। 'ওরা পিছন দিকটাও কাভার করে রেখেছে। এখন উপায়?'

ষোলো

লিভারি আস্তাবলের ভিতরে আটকা চারজন বর্তমান পরিস্থিতিতে কি করা যায়, তাই নিয়ে আলাপ করছে।'এরফান স্থির নিশ্চিত স্বরে একটা খসড়া প্ল্যান ওদের কাছে তুলে ধরল। সবার কাছে ওটা প্রায় আত্মহত্যারই সামিল মনে হচ্ছে। এবং ডাক্তার কথাটা বলেই ফেলল।

'এরফান; এটা পাগলামি! এটা তোমাকে আমি কিছুতেই করতে দেব না,' বলল সে।

'আর কোন প্ল্যান তোমরা দিতে পারো?' ওদের দিকে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল জেসাপ।

'আমরা জানিও না ওদের কতজন লোক রয়েছে ওখানে,' প্রতিবাদ জানাল জ্যাক। এটা অনিশ্চিত একটা বিরাট ঝুঁকি নেয়া হবে...।'

দাঁত বের করে ঠাণ্ডা ভাবে একটু হাসল জেসাপ। 'সেটা আমি জানি,' বলল সে। 'আমি বলছি না কাজটা আমার জন্যে উপভোগ্য হবে। কিন্তু বিকল্প আর কোন পথ নেই। আমরা যদি এখানে আমাদের বুলেট না ফুরানো পর্যন্ত কিছু না করে বসে থাকি, তবে ক্রেজি হর্স জেনারেল কাস্টারকে যেভাবে তার সৈন্যসামন্ত সহ ধ্বংস করেছিল তার চেয়েও খারাপ অবস্থা হবে আমাদের।'

'আমাকে যেতে দিলে কেমন হয়, এরফান?' প্রস্তাব দিল মার্ক।

'নিশ্চয়।' বন্ধুসুলভ ভর্ৎসনা ওর কণ্ঠে। 'তুমি পেশাদার পিস্তলবাজদের

বিরুদ্ধে, বাম হাতে চমৎকার লড়তে পারবে।'

মার্কের মুখটা চুপসে গেল। এরফান ওর বাম কাঁধে একটা ছোট্ট চাপড় মেরে বলল, 'তবে আমি প্রস্তাবটা দেয়ার জন্যে কৃতজ্ঞ। কিন্তু পরিস্থিতিটা বিবেচনা করে দেখো–ডাক্তার যদি বাড়ি পৌঁছতে পারে সে বুলেট নিয়ে ফিরতে পারবে। তার মানে হচ্ছে কাউকে গুলি ছুঁড়ে সামনের লোকগুলোকে ব্যস্ত রাখতে হবে, এবং আমাদের লক্ষ্য হবে প্রচুর গুলি ছুঁড়ে ওদের রাস্তা পার হওয়া ঠেকানো–যেন ওরা পিছনের লোকগুলোকে সাহায্য করতে আগে বাড়তে না পারে। তুমি আর ডেভিড দু'জনে মিলে ওই দিকটা সামলাতে পারবে। ডেভিডের জোরে দৌড়াবার মত কাঠামো নয়, আর তুমি আহত–তাহলে বাকি থাকছে কে? এবার তর্ক বাদ দিয়ে এসো কাজে নামা যাক।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাথা ঝাঁকাল ডাক্তার। 'এরফান ঠিকই বলেছে,' ওদের জানাল ডাক্তার। ডেভিড আর মার্ককে কথাটা মেনে নিতে হলো।

'তুমি তোমার করণীয় কি তা ঠিক মত বুঝে নিয়েছ তো,' ডাক্তারকে প্রশ্ন করল জেসাপ।

'আমার তাই বিশ্বাস,' জবাব দিল জ্যাক। 'তুমি বেরিয়ে গিয়ে খাঁড়ির লোকগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। আমি গোলাগুলির শব্দ শুনলেই...'

'শব্দে তোমার যেমনই মনে হোক...'

'যা'ই ঘটুক, আমি আমার বাড়ি ফেরার পথ ধরব–এই তো?'

'তুমি যতক্ষণে তৈরি হবে ততক্ষণে হয় ওই গর্ত থেকে বেরিয়ে আসব, কিংবা ফিরব না–যা'ই ঘটুক, তার আগেই তোমার রওনা হয়ে যেতে হবে। আমি যদি ফিরে না আসি ডেভিড আর মার্ক তোমার পিছু ধরে ওদের পালাবার ব্যবস্থা ওরা নিজেরাই করবে। তখন তোমাদের প্রত্যেককে নিজের খেয়াল নিজেকেই রাখতে হবে,' সহজ স্বরে বলল জেসাপ। 'আমার জন্যে কেউ যেন বোকার মত কোন কাজ করে বোসো না।'

তিনজন মানুষ বিষণ্ণ মনে মাথা ঝাঁকিয়ে স্বীকৃতি জানাল।

'আমি যদি সবার চোখ এড়িয়ে বাড়ি পৌঁছতে পারি তবে বুলেট নিয়ে যখন সম্ভব আবার ফিরে আসব—এই তো?'

'ঠিক তাই,' জানাল জেসাপ। 'সব পরিষ্কার না দেখা পর্যন্ত ফেরার চেষ্টা কোরো না। আশা করছি আমি ফিরে এসে তোমাকে কাভার দিতে পারব। যদি না ফিরি অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করবে।'

পিস্তল দুটো বের করে পরীক্ষা করে দেখে ওগুলো আবার খাপে ভরে সোজা হয়ে দাঁড়াল এরফান। সঙ্কল্পে দৃঢ় ওর চেহারা। দেহের প্রতিটা পেশী অ্যাকশনে যাবার জন্যে তৈরি। সে জানে এই পরিস্থিতিতে সামনা-সামনি লড়া ছাড়া উপায় নেই। প্রায় অন্ধভাবে, ওরা কয়জন আছে আর কে কোথায় আছে কিছুই না জেনে লড়তে একটা বিরাট ঝুঁকি নিচ্ছে সে। কেবল নিজের রিফ্লেক্সের ওপর তার অগাধ আস্থা আছে বলেই সে একটা ঝুঁকি কাঁধে নিয়েছে।

'আমি তৈরি,' ঘোষণা করল জেসাপ। ঘাড় ফিরিয়ে মার্কের দিকে তাকাল সে। 'ওখানে কাউকে দেখতে পাচ্ছ?'

'এখনও কেউ নেই, এরফান।'

'রাস্তাটা কাভার করার জন্যে তৈরি থাকো। কেউ মুখ বাড়ালেই গুলি ছুঁড়বে। গুলি লাগুক আর না লাগুক তাতে কিছু আসেযায় না—ওদের উঁকি দেয়া ঠেকানোই তোমার প্রধান উদ্দেশ্য। তুমি তৈরি?'

মাথা ঝাঁকিয়ে পিস্তল কক করল মার্ক। ওর চোখ দুটো সতর্ক নজর রেখেছে। অন্য জানালায় ডেভিডও তাই করছে।

'আমি যাচ্ছি,' বলল এরফান। 'আমার জন্যে কেউ অপেক্ষা কোরো না।'

একটা গভীর শ্বাস নিয়ে সামনের খোলা জানালা দিয়ে লাফিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল এরফান। রাস্তায় পড়েই বাম দিকে ছুটল ডাক্তারের বাড়ি আর আস্তাবলের মাঝে গলিটার দিকে।

জেলঘর থেকে একটা চিৎকার শোনা গেল, তারপর একটা গুলির শব্দ।

'ওরা পালাচ্ছে!' চেঁচিয়ে উঠেছিল কেউ। কিন্তু মার্ক ওয়্যাগনার আর ডেভিড গ্রীনের গুলির শব্দে ওটা প্রায় ঢাকা পড়ে গেল। আরও চিৎকার উঠল।

একটা বুলেট এরফানের মাথার পাশ দিয়ে শব্দ তুলে আস্তাবলের দেয়ালে বিঁধল। পরক্ষণেই আস্তাবলের আড়ালে চলে এল সে।

আবার আস্তাবল থেকে এক ঝাঁক গুলির শব্দ উঠল। কে যেন চিৎকার করে উঠল, 'মাথা নামাও, মাথা নামাও।' আস্তাবল থেকে গুলির মুখে টিকতে না পেরে মাথা নামিয়ে নিয়েছে ওরা। গলি দিয়ে পিছনের খাঁড়ির উদ্দেশে রওনা হলো এরফান। নিঃশব্দে পা ফেলে খুব সাবধানে এগোচ্ছে। ডাক্তারের বাড়ির পিছনে বেড়াটার কাছে এসে মাটিতে শুয়ে পড়ল জেসাপ। ওর একটাই আশা, খাঁড়ির লোকগুলো তাকে দেখে ফেলার আগেই সে ওদের দেখতে চায়। দাঁড়ানো অবস্থায় নড়লে ওদের চোখে ধরা পড়ার সম্ভবনা বেশি। সে আশা করছে ওই লোকগুলোর চোখ আস্তাবলের দরজার দিকেই থাকবে। দুই কনুই দিয়ে ক্রল করে এগোচ্ছে জেসাপ। পিস্তল দুটো ওর দু'হাতে তৈরি আছে। ওর কাছে মনে হচ্ছে অগ্রগতি খুব ধীরে হচ্ছে। খাঁড়ি ঢালটার কয়েক গজের মধ্যে চলে এসেছে এরফান। ওই পথেই সে গোপনে ডাক্তারের বাড়িতে পৌঁছেছিল–সেটা কয়ঘণ্টা আগের কথা? দুপাশেই খালি জায়গাটা একবার দেখে নিল সে। কিছুই নড়ছে না। আরও কিছুটা ক্রল করে এগিয়ে গেল।

পিছনে একটা গুলির শব্দ গর্জে উঠল। এক মুহূর্ত থেমে সে কান পেতে শুনল। জেমসরা গুলি ছুঁড়ছে এখন।

বুঝল জেমসরা এরফানের সঙ্গীদের মাথা নিচু করে নিতে বাধ্য করার চেষ্টায় আছে এখন। এরফানের পিছনে লোক পাঠাতে চাচ্ছে ওরা। ওদের বেরোতে দিও না মার্কঃ মনেমনে বলল সে। ওর মনের কথা শুনতে পেয়েই যেন আস্তাবল থেকে আবার গুলি ছোঁড়া শুরু হলো। খুশি হয়ে নিজের মনেই একটু হাসল জেসাপ। পিছন থেকে বিপদের সম্ভাবনা নেই, এখন শুধু

সামনে নজর রাখলেই চলবে। ঢাল বেয়ে গড়িয়ে নিচে নামল সে। খাঁড়িটা মাত্র চারপাঁচ ফুট গভীর। নিচে এসে থামার পর দুটো পিস্তলই তৈরি রেখে স্থির চোখে ভাল করে সামনেটা দেখে নিল। তারপর কনুই আর হাঁটুতে ভর দিয়ে দক্ষিণে এগোল। প্রত্যেকটা পাথর আর ঝোপকে আড়াল হিসেবে ব্যবহার করে ধীরে এগোচ্ছে। চোখা পাথরে কনুই আর হাঁটুতে ব্যথা পাচ্ছে, কিন্তু ওদিকে লক্ষ নেই তার। ওর সফলতার ওপর নির্ভর করছে তিনটে শান্তি প্রিয় নির্দোষ লোকের জীবন। শিকারি কোমঞ্চি ইণ্ডিয়ানের মতই নির্বিকার এরফানের চেহারা। সামনে খাঁড়িটা ডান দিকে বাঁক নিয়েছে। ডান দিকের পাড় ঘেঁষে কুঁজো হয়ে উঠে দাঁড়াল জেসাপ।

আস্তাবলের পিছনের দরজার প্রায় মুখোমুখি এসে পড়েছে বলে আন্দাজ করল এরফান। ওর ধারণা যদি ঠিক হয় তবে বাঁকের ওপাশেই রয়েছে জেমসদের লোকগুলো। ওপাশ থেকে একটা কাশির শব্দে নিশ্চিত হলো সে। একটু নড়াচড়ার শব্দ হলো—কেউ তার অবস্থান পরিবর্তন করল।

'ওদিকে কি ঘটছে?' খুব কাছেই একটা নিচু গলার স্বর শুনতে পেল এরফান। 'আমি একটা চিৎকার শুনতে পেলাম।'

'ওদিকে কান দিও না,' ধমকে উঠল একজন। 'তোমাকে যা বলা হয়েছে তাই করো, ওর দরজাটার দিকে নজর রাখো।'

ভুরো কুঁচকাল এরফান। শব্দ শুনে তিনজনের কে কতদূরে আছে তা সে জানতে পেরেছে—কিন্তু চতুর্থ কেউ ওখানে আছে কি? বোঝার উপায় নেই। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বাঁক ঘুরে আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে ওদের মুখোমুখি দাঁড়াল সে।

'পিস্তল ফেলে দাও!' আদেশ দিল জেসাপ।

তিনজনেই রাইফেল পাশে রেখে ঢালের ওপর আধশোয়া অবস্থায় হেলান দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল। রাইফেল তুলে মরিয়া হয়ে উইনচেস্টার জেসাপের দিকে ঘুরাতে প্রস্তুত হলো ওরা। মুহূর্তে সে বুঝে নিয়েছে আত্মসমর্পণ করবে না ওরা। প্রথম গুলিতে বিশাল দাড়িওয়ালা লোকটা

উল্টে পড়ল, অবাক হওয়ার ভাবটা ওর চেহারা থেকে মুছে গেল। দ্বিতীয় গুলিতে ঘায়েল হলো নীল শার্ট পরা লোকটা—ছিটকে পাড়ের ওপর ধাক্কা খেয়ে নিচে গড়িয়ে পড়ল সে।

তৃতীয় লোকটা ওয়াইলি, যাকে জেলে বেঁধে রেখে মার্ককে নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল জেসাপ। লোকটা প্রথম সঙ্গীর গুলি খাওয়ার সময়েই দ্রুত প্রস্তুতি নিয়ে এরফানের দিকে গুলি তাক করে গুলি ছোঁড়ার জন্যে তৈরি। ডান দিকে ঝাঁপ দিল এরফান। রাইফেলের গুলিটা ওর পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। কিন্তু মাটি ছোঁয়ার আগেই জেসাপের শূন্যে থাকা অবস্থায় ছোঁড়া গুলিটা ওর বাম কাঁধ ফুটো করে দিল। ব্যথায় ককিয়ে উঠে গড়িয়ে নিচে পড়ল সে। ওর কোমরের পিস্তলটা বের করার চেষ্টা করছে সে। রাইফেলটা হাত থেকে ছুটে গেছে।

'বৃথা চেষ্টা কোরো না, ওয়াইলি!' সাবধান করল জেসাপ। ওর পিস্তল দুটোই ওয়াইলিকে কাভার করে আছে। এক সেকেণ্ড ইতস্তত করল লোকটা, তারপর ঝট করে পিস্তল বের করে গড়িয়ে বাম পাশে সরে গেল। আচমকা সরে যাওয়ায় হয়তো অন্য কেউ বিভ্রান্ত হত, কিন্তু এরফানের ·৪৫ আবার গর্জে উঠল। ওয়াইলি উল্টে পড়ল। দুবার পা ঝাঁকি দিয়ে স্থির হয়ে গেল ওর দেহ।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই মৃত লোকগুলোর গানবেল্ট খুলে একসাথে জড়ো করল। ওগুলোতে গুলির সংখ্যা দেখে নৈরাশ্যে ঠোঁট বাঁকা করল এরফান। যাক, যা পাওয়া গেছে এতেও কিছুটা সাহায্য হবে। তাছাড়া খাপের পিস্তলেও হয়তো কিছু গুলি পাওয়া যাবেঃ ভাবল সে।

দ্রুত ঢাল বেয়ে উঠে আস্তাবলের পিছনের দরজার দিকে ছুটল জেসাপ। দেখল ডাক্তার আগেই বেরিয়ে পড়েছে। আস্তাবলের কোনায় দাঁড়িয়ে খোলা জায়গাটা পার হওয়া নিরাপদ কিনা যাচাই করার চেষ্টা করছে। 'একটু দাঁড়াও, ডাক্তার,' বলে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে মার্ক আর ডেভিডকে গুলি ছুঁড়ে ডাক্তারকে কাভার করার নির্দেশ দিল সে। দরজা বন্ধ করার আগে

উৎকণ্ঠা নিয়ে চেয়ে ডাক্তারকে নিরাপদেই পার হতে দেখে দরজা বন্ধ করে দিল সে।

গুলি থামানোর নির্দেশ পেয়ে দুজনেই জানালা ছেড়ে ঘুরে দাঁড়াল। মার্কের মুখে বারুদের কালি, কিন্তু হাসিতে দাঁতগুলো ঝকঝক করছে।

'তোমার ট্রিপটা জমজমাট হয়েছে তো?' প্রশ্ন করল সে। 'তুমি গেছ বেশিক্ষণ হয়নি।'

'আমার কাছে সময়টা যথেষ্ট লম্বা বলেই মনে হয়েছে,' জবাব দিল জেসাপ। 'আমার বিশ্বাস কে কোন পরিস্থিতিতে আছে তার ওপরই নির্ভর করে সময়। দ্রুত কাটছে না ধীরে।'

অবাক হয়ে ওদের দুজনকে দেখছে ডেভিড। জীবনের ঝুঁকিকে খেলা হিসেবে নিয়ে ঠাট্টা-মস্করা করা ওর কাছে অবোধ্য ঠেকছে।

'ওখানে কয়জন ছিল, এরফান?' প্রশ্ন করল সে।

'তিনজন,' সংক্ষেপে জবাব দিল জেসাপ। 'ওরা আর সামনের মাসে বেতন ড্র করবে না।'

ডেভিডের শিরা বেয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল। যদিও সে জানে ফেরার পথ অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। এবং এখন যা অবস্থা তাতে হয় মারো, নইলে মরো—এছাড়া আর কোন পথ নেই। কিন্তু এরফানের ঠাণ্ডা স্বরে কথাটায় যেন সে নতুন করে উপলব্ধি করল। ওর মনে; ডাক্তার যদি বাড়তি গুলি নিয়ে না ফেরে, তাহলে উইল ওদের কি অবস্থা করবে সেই সম্ভাবনার কথাটা উঁকি দিয়ে গেল। একটা ঢোক গিলল সে। ওর অবস্থা দেখে জেসাপ অন্য কথা পেড়ে ডেভিডের চিন্তাকে অন্যদিকে প্রবাহিত করার চেষ্টা করল। কারণ লোকটার মনকে আতঙ্ক গ্রাস করতে যাচ্ছে। হয়তো কথা বললে ওটা একটু বিলম্বিত হতে পারে।

'রাস্তার ওপাশে কি ঘটছে, ডেভিড?' প্রশ্ন করল জেসাপ।

'কিছুই না,' বিড়বিড় করে জানাল সে। 'ওরা মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে আছে।'

'খুব বুদ্ধিমানের মত কাজ,' উৎসাহের সাথে বলল মার্ক। 'অবশ্য ওদের খুব ইচ্ছা ছিল বেরিয়ে এসে তুমি কি করছ দেখবে। কিন্তু আমরা ওদের স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলাম সেটা ওদের জন্যে স্বাস্থ্যকর হবে না।'

হাসল জেসাপ, 'ভাল করেছ, ধন্যবাদ।'

'ধন্যবাদ দেয়ার প্রয়োজন নেই,' বলল মার্ক। 'ওতে আমরা নির্ভেজাল আনন্দ পেয়েছি।'

অস্বস্তিভরে জানালার কাছ থেকে একটু সরে দাঁড়াল ডেভিড। ব্যাপারটা এরফানের চোখ এড়াল না। লোকটার নার্ভাস ব্রেকডাউন হবার মত অবস্থা। ওর চোখের কোনা মাঝেমাঝে লাফিয়ে উঠছে—এতেই বোঝা যাচ্ছে লোকটা কিরকম মানসিক চাপের মধ্যে দিয়ে সময় কাটাচ্ছে।

'ডাক্তার রায়নারের এত দেরি হচ্ছে কেন?' আবার বিড়বিড় করে অনেকটা আপন মনেই বলল সে। 'অনেকক্ষণ হয়ে গেল গেছে সে। তাই না?'

'একটু সুযোগ দাও ওকে,' স্টোরকীপারকে বলল এরফান। 'আমি নিশ্চিত অযথা সময় নষ্ট করছে না সে।'

ডেভিড মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল বটে, কিন্তু ওর মুখের ভাবের কোন পরিবর্তন ঘটল না। এক হাতে নিজের চোখ দুটো চেপে ধরল ডেভিড।

'হায় ঈশ্বর, আমি সত্যিই ক্লান্ত,' স্বীকার করল ডেভিড। 'মনে হচ্ছে দিনটা যেন আর শেষই হতে চাচ্ছে না।'

ওর সঙ্গী দুজন মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল। এরফান যা ভাবছে সেটা আর কথায় প্রকাশ করল না—ওর মন বলছে সামনে এরচেয়েও খারাপ পরিস্থিতি ঘটবে। কিন্তু এই ধরনের কথা বললে তাতে ডেভিডের অবস্থা আরও শোচনীয় হবে। ওর কাছে এই টেনশন একেবারে অপরিচিত।

ডাক্তারের কথা ভাবল জেসাপ। ওর কাছেও পিস্তলের লড়াই একটা নতুন অভিজ্ঞতা। ছেলেটারও তাই—কিন্তু ওরা দুজনেই আশ্চর্য রকম

সহিষ্ণুতা দেখিয়েছে। কিন্তু কিছুতেই কোন লাভ হবে না, যদি বাড়তি কিছু গুলি ওদের হাতে না পৌঁছায়। খাঁড়ির লোকগুলোর থেকে আনা গুলিগুলো তিন ভাগে ভাগ করল এরফান। প্রত্যেকের ভাগে চোদ্দটা করে পড়ল।

মনেমনে জেসাপ ভাবছে বিগ উইল সবাইকে নিয়ে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত না নিলেই রক্ষা, নইলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই লড়াইয়ের ইতি ঘটবে।

দশম বারের মত সে ভাবল—ডাক্তার এতক্ষণ কী করছে।

সতেরো

বাড জেমস মরেনি।

মার্কের আতঙ্কিত ঘোড়াটা যখন বাডকে আটার বস্তার মত হেঁচড়ে নিয়ে জেলঘর আর শেরিফের কেবিনের মাঝের গলি দিয়ে ছুটল, তখন জেমসদের ঘোড়ারক্ষক আধা-ইণ্ডিয়ান ছেলেটা কাছেই ছিল। শেরিফের বাড়ির পিছনের উঠানটাতেই জেমসরা ওদের ঘোড়াগুলো রেখেছিল। ঘোড়াগুলো যেন গোলাগুলির শব্দে ছুটে না পালায় সেটা নিশ্চিত করার জন্যেই ছেলেটাকে সাথে এনেছিল বিগ। ওই ছেলেটাই বাডের জীবন বাঁচাল।

ঘোড়াটা শেরিফের বাড়ির পাশদিয়ে ছুটে যাওয়ার সময়ে ছেলেটা বিনা দ্বিধায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘোড়ার গলা জড়িয়ে ঝুলে পড়ল। ছেলেটার বয়স কম হলেও আধবুনো ঘোড়া সামলাতে সে অভ্যস্ত। এক হাতে ঘোড়ার গলা পেঁচিয়ে ধরে অন্য হাতের দুটো আঙুল ঘোড়ার নাকে ঢুকিয়ে টেনে ধরল।

থামতে বাধ্য হলো ঘোড়াটা। কিন্তু স্ট্যালিয়নটার দেহ তখনও থরথর করে কাঁপছে। ধারাল ছুরির দিকে স্যাডল হর্নের সাথে বাঁধা দড়িটা একটানে কেটে ঘোড়ার পায়ের কাছ থেকে বাডকে তুলে নিয়ে কেবিনে ঢুকে শেরিফের বিছানাতেই ওকে শুইয়ে দিল। ওখানেই এখন শুয়ে আছে বাড। মুখটা মাটি আর কাঁকরের ঘষায় ছিন্নভিন্ন। হাতের থেকেও চামড়া উঠে গেছে। জামা-কাপড় ছেঁড়া আর রক্ত মাখা। দুর্বল ভাবে অসহ্য যন্ত্রণায় ককিয়ে বিছানায় এপাশ-ওপাশ করছে বাড—কিন্তু কিছুতে স্বস্তি পাচ্ছে না। বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে উইল বিদ্বেষের চোখে ওকে একবার খুঁটিয়ে দেখল।

'দুঃখের বিষয় তুমি মরোনি,' বিছানায় শোয়া অর্ধচেতন আকৃতিটার উদ্দেশে বলল সে। 'এই অবস্থায় তুমি আমাদের কোন কাজেই আসবে না।'

ডাফ জেমস কামরার অন্যপাশ থেকে এগিয়ে এসে উইলের চোখের দিকে নির্বিকার চোখে তাকাল।

'শান্ত হও, উইল,' বলল সে। 'এটা ওর দোষে ঘটেনি।'

'ওর দোষ নেই?' খেপে উঠল বিগ জেমস। 'তোমার কি মনে হয় ওর দোষ ছিল কি না ছিল তাতে আমি কেয়ার করি? আমি শুধু জানি এই পচা শহরের প্রত্যেকটা লোক দেখেছে জেমস পরিবারের একজনকে অ্যাপাচি মেয়ের মত গলায় দড়ি বেঁধে প্যারেড করানো হয়েছে। মরুক ও! ওর সাথে ওই শয়তান কাউবয় জেসাপও মরুক! ও'ই এটা শুরু করেছে!' এগিয়ে জানালার কাছে গিয়ে জ্বলন্ত চোখে আস্তাবলের দেয়ালটার দিকে তাকাল উইল।

'ওকে তুমি যা বলেছিলে তাই করছিল সে,' মন্তব্য করল ডাফ। 'মার্কের ছোট বোনকে ধরে আনার...'

'এই সামান্য কাজটাও ওকে দিয়ে হলো না,' খেঁকিয়ে উঠল উইল। 'ওই দুই পয়সার ছোঁড়াটা ওকে বোকা বানিয়ে ছাড়ল।'

'আমরা সবাই বোকা বনেছি, বিগ,' উল্লেখ করল ডাফ। 'মনে হচ্ছে

ওরা আগে থেকেই জানত আমরা কি করব।

'ওটা নেহাত কপালের জোর!' বলে উঠল উইল। 'বোকারাই লাকি হয়, কিন্তু আমার খেলা এখনও শুরুই হয়নি। শুরুই হয়নি,' নিজের মনেই আওড়াল সে। ধপাস করে একটা চেয়ারে বসল বিগ। চিন্তামগ্ন ভাবে নিজের বুটের দিকে চেয়ে রইল সে।

ডাফ তার ছোট ভাইয়ের কাঁধ ছুঁল।

'তুমি কেমন আছ, বাড?' অসহায় ভাবে প্রশ্ন করল সে।

জবাবে শুধু একটু ককিয়ে উঠল বাড। ইণ্ডিয়ান ছেলেটা যত্নের সাথে বাডের রক্তাক্ত মুখ তুলো ভিজিয়ে পরিষ্কার করার চেষ্টা করছিল। চোখ তুলে ডাফের দিকে তাকাল সে।

'বাডি, জখম। খারাপ,' বলল ছেলেটা।

'সেটা আমি জানি! চুপ করো!' ধমকে উঠল ডাফ।

কিন্তু ছেলেটা চুপ করল না, বলল, 'ডাক্তার।'

বিগ জেমস লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। ওর ভুরু দুটো নিচে নেমে এসেছে। চোখের দৃষ্টি উত্তেজিত, প্রায় উন্মাদ। ছোট ভাইয়ের দৈহিক কষ্টের প্রতি তার কোন অনুভূতি নেই—সে নিজের গর্বে গভীর ক্ষতটা নিয়েই ব্যস্ত। সারা শহরের লোক ঘটনাটা দেখেছে—এটা তার নিজস্ব শহর, নিজস্ব সম্পত্তি বলেই মনে করে। সেখানেই এই অপমান—অসহ্য।

'মুখ বুজে ওর সেবা করো তাহলে,' গর্জে উঠল উইল।

মাথা নাড়ল ইণ্ডিয়ান ছেলেটা। 'মি, নো ডক্টর,' বিকারহীন মুখে বলল সে।

'ও ঠিকই বলেছে, উইল, বাডের একজন সত্যিকার ডাক্তার দরকার,' বলল ডাফ।

একটা বড় শ্বাস নিয়ে হতাশ ভঙ্গিতে ধীরেধীরে শ্বাসটা ছাড়ল সে।

'ডাফ, তোমার কি বয়সের সাথে বুদ্ধি লোপ পাচ্ছে?' রোষের সাথে বলল উইল। 'তুমি কি জানো না এই পচা শহরে একটাই মাত্র ডাক্তার

আছে? তুমি গত একঘণ্টা যাবত ওর বিরুদ্ধেও গুলি বিনিময় করেছ। এখন তুমি কি ওই আস্তাবলে গিয়ে ওকে নরম সুরে বাডের সেবা করার জন্যে অনুরোধ জানাতে চাও?' হেসে উঠল সে; একটা কুৎসিত হৃদয়হীনের হাসি। 'সে তোমার মুখে থুতু দেবে; আমিও ওর জায়গায় থাকলে তাই করতাম,' বলে চলল সে, ওর স্বরে তীব্র ভর্ৎসনা। 'যাও, আমি তোমাকে বাধা দেব না। চেষ্টা করে দেখো, তুমি পেটে গুলি খেয়ে মরবে–কিন্তু ওটা তোমার পেট। যাও–ছুটে যাও–ওই যে দরজা–ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এসো!'

কেতাদুরস্ত কায়দায় কুর্নিস করে দরজা দেখিয়ে দিল উইল। ডাফ জেমস কিছুক্ষণ তার স্বভাবগত নির্বিকার চোখে উইলের দিকে চেয়ে থাকল।

'বাডের কি ঘটে তাতে কি তোমার কোন দুশ্চিন্তা নেই?' শেষে প্রশ্ন করল ডাফ।

'না,' স্পষ্ট স্বরে জানাল উইল। 'আগে করতাম, কিন্তু এখন আর ওর প্রতি কোন অনুভূতি আমার নেই। সে নিজেই তার নিজের ওপর বিপদ ডেকে এনেছে। শুধু তাই না, আমাদেরও ঝামেলায় ফেলেছে।'

ইণ্ডিয়ান ছেলেটা উঠে দাঁড়াল। চেহারা দেখে মানুষের মনোভাব বোঝার শক্তি যদি বিগ জেমসের থাকত, তাহলে দেখতে পেত প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা। কিন্তু বিগ উইল নিজের সমস্যা আর ঘৃণা নিয়েই ব্যস্ত।

'শহরটাকে ঘুরে উত্তর দিক থেকে খাঁড়ি ধরে ডাক্তারের বাড়িতে পৌছানো সম্ভব,' বলল ডাফ। 'হয়তো ওর বাসায় কোন ওষুধ পাওয়া যাবে। ওয়াইলির সাথে আরও দুজন আস্তাবলের পিছন দিকটা কাভার করে রেখেছে, সুতরাং নিরাপদেই পৌছতে পারব আমরা।'

উইলের মাথায় তখন অন্য চিন্তা ঘুরছে।

'ঠিক আছে, চাইলে যাও,' অনুভূতিহীন স্বরে বলল জেমস। 'আমার মনে হয় না তুমি এখানে থাকলেও আমার কোন সুবিধা হবে। ওই কাউবয়ের হাতে মার খাওয়ার পর এখন আর তোমার কানা-কড়িও দাম

নেই।'

উইলের স্বরটা হঠাৎ বরফ-শীতল আর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। ঘুরে ডাফের মুখোমুখি দাঁড়াল সে।

'আমি সবসময়েই জানতাম যে সময় এলে আমাকে একাই লড়তে হবে। বাডের কখনও কোন দামই ছিল না, আর তুমি ছিলে পেশী সর্বস্ব। যখন মগজ খাটানো দরকার তখন তোমাদের কেউই কোন কাজের না। যাও,' রোষের সাথে বলল সে, 'তোমার ছোট্ট খোকা ভাইয়ার জন্যে কিছু মলম নিয়ে এসো। তুমি ফিরে এলে তোমাকে আমি স্কার্ট পরিয়ে ছেড়ে দেব। যাও, বেরিয়ে যাও এখান থেকে! ওই ছোট র‍্যাঞ্চার ছোঁড়াটারও যা সাহস আছে, তোমাদের দু'জনেরটা মিলালেও তার সমান হবে না!'

দ্বিতীয় কোন কথা না বলে ঘর ছেড়ে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল ডাফ। ওর মনটা বড় ভাইয়ের প্রতি বিষিয়ে কালো হয়ে গেছে। কারণ এত বছর ধরে সে তার বড় ভাইয়ের প্রত্যেকটা আদেশ বিনা প্রতিবাদে পালন করে এসেছে। ওর কথায় সে মানুষকে পিটিয়েছে, নির্যাতন করেছে, এবং খুনও করেছে—কিন্তু কখনও ওর প্রশংসা পায়নি। কিন্তু তবু করেছে কারণ উইল হচ্ছে উইল। যেমন ওর বাবা বেঁচে থাকতে কেউ কোনদিন তার আদেশ অমান্য করার সাহস পায়নি। কিন্তু এখন ওই ধীরস্থির কাউবয় শহরে এসে উইল জেমসের জগৎটাকে একেবারে ওলটপালট করে দিয়েছে। উইল জেমস এখন পাগলা কুত্তার মত হয়ে উঠেছে—যাকে সামনে পাচ্ছে তাকেই কামড় বসাচ্ছে। কিন্তু যদি...চিন্তাটা ভয়াবহ, কিন্তু একটু আগে উইল তাকে যেভাবে অপদস্থ করল তাতে ওর মন শক্ত হয়ে উঠেছে। যদি...যদি লোকটা সত্যিই পাগল হয়ে যায়? কিংবা ওর যদি কিছু ঘটে...অন্য কিছু? যেটা মারাত্মক, কিংবা যেটা ওকে জন্মের মত পঙ্গু করে দেবে? তাহলে উইল জেমসের এতদিনের কঠিন পরিশ্রমের সুফল কে ভোগ করবে? নেকড়ের মত একটা হাসিতে ডাফের নিচের ঠোঁটটা বাঁকা হলো। হ্যাঁ, ভাবল সে, কে হবে সবকিছুর মালিক? বাড কি উইলকে সমর্থন

করবে? যেভাবে ওকে দ্বিতীয়বার চিন্তা না করে উইল ওকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে, এটা জানার পর? না, বাড তা করবে না। জেমসটাউনের কেউ কি কেয়ার করবে জেমসদের কে ওদের লীড করে? পিস্তলবাজদের যারা বেঁচে আছে তারা যে সবথেকে শক্তিমান তাকেই অনুসরণ করবে—যে লোকটা ওদের পিস্তলবাজের বেতন দিতে পারে। হ্যাঁ, ঠিক তাই। এই শহরের বিদ্রোহ যদি ভেঙে চুরমার করা সম্ভব হয় তবে সে, ডাফ জেমস সব ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নেবে। অবশ্য তার আগে উইলের একটা ব্যবস্থা করতে হবে। অবশ্য উইল এখন যেমন হয়ে উঠেছে, তাতে ব্যাপারটা আপনা-আপনিই ঘটতে পারে। আর বেশি কিছু দরকার পড়বে না।

কিন্তু সে যদি সামলে ওঠে?

'না, তা সে পারবে না,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল ডাফ। নিজেই বুঝতে পারেনি কথাটা কখন ওর মুখ দিয়ে বেরিয়েছে।

'কি পারবে না সে, ডাফ?' প্রশ্ন করল ওর সঙ্গী রাস্টি। শক্ত গড়নের একজন গোঁফধারী কর্মচারী। চট করে নিজেকে সামলে নিল ডাফ।

'বাড,' লোকটাকে বোঝাল সে। 'আমরা যদি ওর জন্যে ওষুধ আমরা না আনতে পারি, তাহলে সে আর বাঁচতে পারবে না। আমাকে তোমার সাপোর্ট করতে হবে রাস্টি। তোমারও সাহায্য আমার প্রয়োজন; নিক। আমি কোন ঝামেলা আশা করছি না, তবে ওরা যদি আমাকে দেখে ফেলে তবে তোমরা আমাকে কাভার দেবে।'

ওরা দুজনেই মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল। প্রশ্ন তোলা ওদের কাজ নয়, ওদের কাজ হচ্ছে বিনা প্রশ্নে আদেশ পালন করা। জীবনের ঝুঁকি নেয়াও ওদের কাজের একটা অঙ্গ। ওরা ডাফের পাশেপাশে এগোল। সাবধানে শহরের উত্তর প্রান্তে পৌঁছে রাস্তা পার হয়ে শুকনো খাঁড়িতে নামল। ডাফই লীড নিল। একটু কুঁজো হয়ে পিস্তল হাতে তৈরি হয়ে এগোচ্ছে। শহরটা ওদের বাঁয়ে।

'ওয়াইলি আরও দুজন লোক নিয়ে খাঁড়ি বাঁকের ওপাশে আস্তাবলের

পিছন দিকটা পাহারা দিচ্ছে,' বলল ডাফ। 'কিন্তু ওরা যেখানে আছে সেখান থেকে আমাদের দেখতে পাবে না।' প্রায় ডাক্তারের বাড়ির কাছে এসে পড়েছে ওরা।

'তোমার কথাই যেন ঠিক হয়,' বিড়বিড় করে বলল রাস্টি। 'নিজের দলের লোকের গুলি খেয়ে মরার শখ আমার নেই।'

ঘুরে অভিযোগকারীর দিকে তাকাল ডাফ।

'হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে তোমার, রাস্টি?' খোঁচা দিল সে।

'না, ভয় নয়, পেটে গুলি খাওয়ার চেয়ে সাবধান থাকা ভাল,' একটুও না দমে জবাব দিল রাস্টি।

'কি বলছ তুমি, রাস্টি?' ওকে শাসন করার সুরে বলল নিক। 'ওদের শত্রুমিত্র চেনার মত সেন্স নিশ্চয় আছে।'

'সেন্স বিল হিককেরও কিছু কম ছিল না,' মনে করিয়ে দিল রাস্টি। 'কিন্তু সেও একবার অ্যাবিলিনে তার নিজের ডেপুটিকে ভুলে গুলি করে মেরে ফেলেছিল।'

'চুপ থাকো!' ধমকে উঠল ডাফ। 'তোমরা দুজন বোকার মত বাচ্চারা পিকনিকে গেলে যেমন অনর্গল কথা বলে তেমনি করছ!'

ধমক খেয়ে চুপসে চুপ হয়ে গেল ওরা।

সাবধানে মাথা উঁচু করে চারপাশটা ভাল করে খুঁটিয়ে দেখল ডাফ। সামনেই ডাক্তারের বাড়ির পেছনের দরজাটা দেখা যাচ্ছে।

'আমাদের লোকজন কাউকে দেখা যাচ্ছে না,' জানাল ডাফ। 'আর ওই আস্তাবলের লোকগুলো কোন জানালায় আছে তাও বোঝা যাচ্ছে না।' খাঁড়ির ঢালে আধশোয়া অবস্থায় কিছুক্ষণ থেকে নিজের নার্ভকে শক্ত করে নিল সে। 'ওরা আমাদের দেখতেই পাবে না,' বলে হামাগুড়ি দিয়ে দরজার কাছে পৌঁছে সঙ্গী দুজনকেও আসতে ইশারা করল।

একটু ইতস্তত করে ওরাও খোলা জায়গাটা পেরিয়ে দরজার কাছে পৌঁছল। গুলির শব্দে নীরবতা ভঙ্গ হলো না। সবাই ঘামছে।

'তোমাদের আগেই বলেছিলাম,' জড়তা আর ভয় কাটিয়ে বলল ডাফ। 'এসো।'

আর দেরি না করে ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ল ওরা। ভিতরটা গরম আর গুমোট হয়ে আছে, কারণ জানালার আবরণ টানা হয়নি বলে সারাদিন অবাধে রোদ ঢুকে ঘরটাকে গরম করে তুলেছে।

'তোমরা চোখকান খোলা রাখো,' আদেশ দিল ডাফ। 'রাস্টি, তুমি সামনের জানালায়, আর নিক, তুমি পিছন দিকটায় নজর রাখো। কিন্তু নেহাত প্রয়োজন না হলে কেউ গুলি ছুঁড়ো না—বুঝেছ? আমি দেখছি বাডের জন্যে কোন ওষুধ পাওয়া যায় কিনা।'

ছোট কামরাটায় ঢুকল ডাফ। ওটা ডাক্তারের পড়ার ঘর এবং ওখানেই সে তার রুগীদের দেখে। ওখানে একটা ছোট টেবিল, একটা ঘূর্ণি-চেয়ার আর দেয়ালের সাথে সাঁটানো রুগীকে শোয়ানোর সরু লম্বা একটা চামড়ায় মোড়া বিছানা রয়েছে। এ ছাড়া দুটো চেয়ার উল্টো দিকের দেয়ালের সাথে রাখা আছে। ছোট ডেস্কটার পিছনে ঘূর্ণি-চেয়ারের পাশে একটা সরু উঁচু আলমারি—ওতে কিছু ডাক্তারি যন্ত্রপাতি আর ওষুধ সার দিয়ে সাজানো আছে। খোলা জানালাটা এড়িয়ে আলমারির সামনে এসে দাঁড়াল ডাফ।

'এখানে নিশ্চয় কোন ওষুধ পাওয়া যাবে,' বিড়বিড় করে বলল সে। পিস্তলের বাঁটের বাড়িতে আলমারির কাঁচগুলো ভেঙে তালা খোলার চেষ্টায় সময় নষ্ট করল না। ওষুধের লেবেল পড়ে একটা অকথ্য গালি বেরিয়ে এল ওর মুখ থেকে। লেবেলগুলো কোন অবোধ্য ভাষায় হাতে লেখা হয়েছে। ভাষাটা যদি জানা থাকত তাহলে ডাফ ওটা ল্যাটিন ভাষা বলে চিনতে পারত। কিন্তু ল্যাটিন জানা নেই ওর, তাই ওখান থেকে বেছে যেগুলো মলম হতে পারে বলে মনে হলো সেগুলো সবই পকেটে ভরল সে।

'পরে নিশ্চিন্তে বসে এগুলো থেকে ঠিক ওষুধ বেছে বের করা যাবে,' নিজের মনেই আওড়াল ডাফ। দুবোধ্য ভাষায় লেবেললেখার জন্যে ডাক্তারের উদ্দেশে একটা গালি দিল।

সামনের রাস্তায় অনেকক্ষণ ধরেই গোলাগুলি চলছিল। এবার পিছন দিক থেকেও গুলির শব্দ উঠল। পিছন দিকের শব্দে তাড়া খাওয়া শিকারের মত চমকে মাথা তুলল সে।

'ওদিকে আবার কি—' কথাটা শেষ করার আগেই দ্রুত সামনের বসার ঘরে বেরিয়ে এল ডাফ। দেখল রাস্টি আর নিক দুজনেই পিছনের দেয়ালের সাথে মিশে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রয়েছে।

'এসব কি হচ্ছে?' গর্জে উঠল সে। 'আমি না তোমাদের বলেছি—'

'আমরা কিছু করিনি, ডাফ,' বাধা দিয়ে বলে উঠল নিক। 'মনে হচ্ছে শব্দটা খাঁড়ির ভিতর থেকে এল।'

'হয়তো ওরা পিছনের দরজা দিয়ে পালাবার চেষ্টা করেছিল, আমাদের লোকজন ওদের মতলব বানচাল করে দিয়েছে,' মন্তব্য করল রাস্টি। 'শব্দ থেমে গেছে এখন।'

কিছুক্ষণ নীরবে কান পেতে শোনার পর মাথা ঝাঁকাল ডাফ। 'মনে হচ্ছে তোমার কথাই ঠিক। আমি যখন যে কাজে আসি সেটা সেরেই ফিরি।' সামনের রাস্তায় আবার গোলাগুলির শব্দ উঠল। 'চলো, এবার ফেরা যাক।'

'দাঁড়াও, ডাফ!' বলে উঠল রাস্টি। 'কিছু একটা ঘটছে!'

জানালার কাছে এসে বাইরে দেখার চেষ্টা করল ডাফ।

'কি হয়েছে?' প্রশ্ন করল সে।

'আমি একটু আগেই জেসাপকে খাঁড়ি থেকে আস্তাবলের দিকে ছুটে যেতে দেখলাম।'

নিকের আঙুল অনুসরণ করে উঁকি দিল ডাফ। ধীরে ওর মুখে একটা নিঃশব্দ পৈশাচিক হাসি ফুটে উঠল।

'ডাক্তার আসছে!' অবিশ্বাসের সুরে বলল ডাফ। 'জেসাপ নিশ্চয় কোন উপায়ে আমাদের লোকজনকে ব্যস্ত রেখে ওকে বেরিয়ে আসার পথ করে দিয়েছে।' জানালার কাছ থেকে পিছিয়ে এসে সঙ্গী দুজনকেও হাত নেড়ে

সরে আসার সঙ্কেত দিল।

'ডাক্তার!' একটা শ্বাস নিল ডাফ। ওর চোখে জেসাপের সাথে লড়ার আগে যে ঠাণ্ডা আলো জ্বলে উঠেছিল সেটা আবার ফিরে এল। 'লোকটা সোজা আমাদের হাতের মুঠোয় ধরা দিতে এগিয়ে আসছে!'

আঠারো

'হাওডি, ডক্।'

ডাফ জেমসের স্বরটা নিচু, শান্ত—অথচ বিষে ভরা। দরজার হাতল থেকে ওর হাতটা সরে এল যেন ওটা বিষাক্ত একটা সাপ। ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে লোকটার। একটু ঘুরল সে—বেরিয়ে দৌড়ে ছুটে পালাতে চাইছে রায়নার।

'থামো!'

গলার স্বরে তেমন কোন পরিবর্তন ঘটল না, কিন্তু জমে স্থির হয়ে গেল ডাক্তার। ডাফের খুন করার নেশা চেপেছে স্পষ্ট বুঝতে পারছে রায়নার। ডাফের রোমশ হাতে ধরা পিস্তলটা ওর দিকেই তাক করে রয়েছে। দেখতে পাচ্ছে ট্রিগারের ওপর আঙুলের চাপে আঙুলের গিটটা সাদা হয়ে উঠেছে—চাপটা সামান্য একটু বাড়লেই নিশ্চিত মৃত্যু। দ্রুত চিন্তা করছে ডাক্তার। ওরা কিভাবে টের পেল? ওরা এখানে পৌঁছলই বা কিভাবে? উৎকণ্ঠায় টানটান পেশীগুলোতে ঢিল দিল জ্যাক। সেই সঙ্গে মুখে বিস্ময়ের একটা ভাব ফুটিয়ে তুলল।

'তোমরা এখানে কি করছ?' এইটুকুই বলল সে।

'কিছু না, দেখা করতে এলাম,' কুৎসিত ভাবে হাসল ডাফ। 'মনে হলো ভিজিট করার জন্যে দিনটা চমৎকার।' পিস্তল নেড়ে ইঙ্গিত করল সে। 'ভিতরে এসো, নইলে তোমার বন্ধুরা চিন্তায় পড়বে নিজের দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে তুমি এতক্ষণ কি করছ'।'

ভিতরে ঢুকল ডাক্তার। হাত দুটো সাবধানে কাঁধের কাছে তোলা। ডাফ রাস্টির দিকে তাকাল।

'বাইরে কাউকে নড়তে দেখা যাচ্ছে?'

জানালার কাছ থেকে লোকটা মাথা নাড়ল।

'কারও কোন চিহ্নই নেই, ডাফ।'

রায়নারের দিকে ফিরল জেমস। পা দুটো ফাঁক করে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে মুখ বাড়াল। ডাক্তারের থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে ওর মুখ।

'এবার বলো, শুনি।' চোখ দুটো চকচক করছে ওর। 'তোমার সঙ্গী জেসাপকে আমরা আবার আস্তাবলে ঢুকতে দেখেছি। তার মানে সে তোমার বেরোবার পথ করে দিতে একটা ডাইভার্শন সৃষ্টি করেছিল। এখন কথা হচ্ছে সে নিজে না পালিয়ে তোমাকে কেন পালাবার সুযোগ করে দিল?'

'আমি আঁচ করছি জেসাপ আমার লোকজনকে ধোঁকা দিতে পেরেছে,' ফিসফিস করে বলল ডাফ। ওর স্বরটা এখন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। 'এর জন্যে ওর প্রাপ্য শাস্তিটা আরও বাড়ল। কিন্তু এতে তোমার এখানে একা আসার কারণটা স্পষ্ট হলো না, ডক্। তুমিই বলো কিজন্যে এসেছ।'

স্বরে বিস্মিত হওয়ার ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করল জ্যাক, প্রার্থনা করছে ডাফ যেন কথায় কোন ভয়ের কম্পন খেয়াল না করে।

'ওরা বলল আমার পিছন পিছন ওরাও বেরিয়ে আসবে...' ধাপ্পা দিল সে।

মাথা নাড়ল ডাফ। ওর ঠাণ্ডা চেহারায় ব্যঙ্গের আভাস।

'না, ওতে কাজ হবে না, ডক। সত্যি কথাটা জানতে চাই আমি। তোমাকে আর একটা সুযোগ দিচ্ছি—বলো। ওরা তোমাকে কেন পাঠাল

আর এখানেই বা পাঠাল কেন?'

এবার একটা ভিন্ন পথ ধরল ডাক্তার।

'ছেলেটা,' ফুঁপিয়ে শ্বাস নিল সে। 'মার্ক আহত হয়েছে। আমার...ওর ক্ষত বাঁধার জন্যে ড্রেসিঙ...আর ওষুধ দরকার।'

'আধঘণ্টা আগেও ওকে আমি জানালায় দেখেছি,' বলে উঠল রাস্টি। 'সে আমাদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছিল।'

'বুঝলাম...' ফিসফিস করে বলল ডাফ। 'আমার কাছে আবার মিথ্যে কথা বলছ, ডক্?'

'না...আমি...'

'মিথ্যেবাদী!' বলে হাত মুঠো করে উল্টো হাতে ডাক্তারের মুখে আঘাত করল ডাফ। ছিটকে দেয়ালের সাথে বাড়ি খেল রায়নার। ওর গালের হাড়ের ওপর ভারি আঙটির আঘাতে চামড়া কেটে রক্ত বেরিয়ে এল।

'না...' একটা কম্পিত হাত তুলে বলে উঠল রায়নার। 'আমি সত্যি কথাই তোমাকে বলেছি!'

ডাফ জেমস ওর দিকে এগিয়ে এল, মুঠো করা হাত দুটো তার পাশে। চেহারাটা রাগে কদাকার হয়ে উঠেছে।

'না—তা—বলোনি!'

প্রত্যেকটা শব্দের সাথে একটা করে ঘুসি পড়ল ডাক্তারের ওপর। তৃতীয় ঘুসিতে হাঁটু গেড়ে পড়ে গেল। অজ্ঞান না হওয়ার চেষ্টা করছে। মনের আতঙ্কের বিরুদ্ধেও লড়ছে; ওই লোকটা উন্মাদ। সে ওকে পিটিয়েই মেরে ফেলবে। ওর লম্বা আঙুলগুলো বারবার মুঠো পাকাচ্ছে—ওর চোখে অন্ধকারে বিড়ালের চোখের মত একটা আলো জ্বলছে।

'ওরা...ওরা আমাকে...ছুটে পালাতে বলেছিল,' বিড়বিড় করে বলল সে।

'আবার মিথ্যে কথা!' গর্জে উঠল ডাফ। 'তুমি পালাবার চেষ্টা করোনি—তুমি নিজের বাড়িতে আসছিলে!' আবার মারার জন্যে ঘুসি তুলল

সে। 'কেন?'

কুঁকড়ে গেল ডাক্তার। 'না—আমি তোমাকে সত্যি কথাই বলছি...'

ঝুঁকে ডাক্তারের রক্তাক্ত শার্ট ধরে ওকে তুলে দাঁড় করাল ডাফ। আবার ডাক্তারের চোখের ওপর চোখ রেখে মুখটাকে এগিয়ে খুব কাছে নিয়ে এল সে।

'ভাল চাইলে এখনও বলো, ডাক্তার,' হিসহিসিয়ে বলল জেমস, 'নইলে আগেরবারের মত পা ভেঙেই ক্ষান্ত হব না আমি।'

'তুমি...তুমি?' বলল বিস্মিত ডাক্তার। 'আমার ধারণা ছিল...'

'ওটা নেড জোনসের কাজ? হ্যাঁ, সে ওখানে ছিল বটে, কিন্তু তোমার পা সে ভাঙেনি।' একটা বাঁকা হাসি ফুটে উঠেছে জেমসের ঠোঁটে।

বেপরোয়া একটা রাগে রায়নারের রক্তে আগুন ধরে গেল। তাহলে এই লোকটাই তাকে খোঁড়া করেছে! রোষে দৈহিক নির্যাতনের ভয় উবে গেল ডাক্তারের মন থেকে। কোন চিন্তা না করেই জেসাপের মারে ডাফের প্রায় বোজা একটা চোখ থুতু দিয়ে একেবারে বুজিয়ে দিল। সম্ভবত এটাই তার জীবনে সবথেকে সাহসিকতার কাজ হলো, কিন্তু তার ফলাফল ভাল হলো না।

ডাফ জেমস তার দুজন কর্মচারীর সামনে এইভাবে অপমানিত হয়ে খেপে উন্মাদ হয়ে গেল। রায়নার তার দুই চোখের মাঝখানে একটা প্রচণ্ড ঘুসির আঘাত অনুভব করল। নাক ভেঙে গলগল করে উষ্ণ তাজা লাল রক্ত বেরিয়ে এল। কামরাটা ওর চোখের সামনে অন্ধকার হয়ে এল—ঘুরে পড়ে গেল ডাক্তার। আবার যখন দৃষ্টি ফিরে এল, দেখল সে মেঝের ওপর শুয়ে আছে। তীব্র যন্ত্রণায় চিন্তা শক্তি হারিয়েছে—দৃষ্টিও ঝাপসা। তার মনে হলো যেন তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে ডাফ—একটা বুটের চকচকে চামড়া ঝিলিক দিয়ে তার বুকের পাঁজরে নিষ্ঠুর জোরাল লাথি মারল। তীক্ষ্ণ একটা ব্যথা ওর পাঁজর থেকে পিঠ পর্যন্ত পৌঁছল। ওর ভিতরের কিছু ভেঙে গেল বলে অনুভব করল সে। কালো অন্ধকার নেমে এল ওর চোখে। টের পেল কে যেন ওকে

টেনে দাঁড় করাল। চোখ খোলার চেষ্টা করেও পারল না–সে জানে না ঘুসির পর ঘুসিতে ভুরু ফুলে প্রায় বুজে এসেছে ওর চোখ। কিন্তু ব্যথার অনুভূতি আর টের পাচ্ছে না জ্যাক। ওর ভয় হলো ডাফ তাকে অন্ধ করে দিয়েছে–কিন্তু ক্ষণিকের জন্যে আবার ঝাপসা ভাবে ডাফকে দেখতে পেল সে। লোকটা তার কোটের কলার ধরে দেয়ালে ঠেসে রেখেছে। নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করল ডাক্তার, কিন্তু পারল না–ওর পা দুটো রবারের মত বেঁকে যাচ্ছে। বহুদূর থেকে ডাফের একটা কথা যেন ভেসে এসে ওর কানে ঢুকল। একটা প্রশ্ন। মাথা নাড়ল সে।

'জাহান্নামে...যাও...'

নিজের মাথার মধ্যে একটা বিস্ফোরণ ঘটল বলে অনুভব করল সে। আবার আঁধার নেমে এল ওর চোখে। ওকে ছেড়ে দিল ডাফ। ঝপ করে ডাক্তারের দেহটা মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল।

ডাফ ডাক্তারের দেহটার পাশ থেকে সরে গেল. ওর চেহারা ঘৃণায় উন্মাদ।

'নিক,' ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল সে। 'যাও কিছু পানি নিয়ে এসো।'

জেমসদের রাইডার নিক এতক্ষণ আতঙ্কিত বিস্ময়ে তার প্রভুর অসহায় ডাক্তারকে নির্দয় ভাবে থেঁতলে দেয়া দেখছিল। মাথা ঝাঁকিয়ে মেঝেতে লুটানো অচেতন ডাক্তারের বিকৃত দেহটাকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে রান্নাঘর থেকে দুধের হাঁড়িতে ভরে কিছু পানি নিয়ে ফিরে এল। ওটা ডাফের দিকে বাড়িয়ে দিল সে। ডাফ পুরো পানি ডাক্তারের ফোলা মুখের ওপর ঢেলে দিল।

রায়নার দুর্বল স্বরে একটু ককিয়ে হাত দিয়ে মুখ মোছার চেষ্টা করল–উঠে বসার চেষ্টাতেও ব্যর্থ হলো সে। আবার ওকে টেনে উঠিয়ে দেয়ালে ঠেসে ধরল ডাফ।

'এখনও হ্যাঁকড়ামি করবে, ডক্?' প্রশ্ন করল সে। 'নাকি কথা বলতে রাজি আছ?' ওকে ধরে প্রচণ্ড নিষ্ঠুর ভাবে ঝাঁকাতে শুরু করল ডাফ।

ডাক্তারের মাথাটা অসহায় ভাবে সামনে পিছনে কাপড়ের পুতুলের মতই নির্জীব হয়ে দুলছে ঝাঁকির সাথে। 'বলো, কথা বলো, ড্যাম ফুল!' চিৎকার করল জেমস র‍্যাঞ্চের লোকটা। 'বলো! বলো! বলো!'

খুব ধীরে মাথা তুলে বহু কষ্টে একটা চোখ একটু ফাঁক করে নির্যাতনকারীকে দেখল ডাক্তার।

'তুমি আমাকে মেরে ফেলো, ডাফ,' কাটা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বিড়বিড় করে বলল সে। 'তুমি আমাকে মেরে ফেলো, নইলে ঈশ্বর সাক্ষী, আমি তোমাকে খুন করব। কখন জানি না, কিন্তু তাই আমি করব। আমি–'

অসহ্য রাগে পশুর মত একটা হুঙ্কার ছেড়ে দেহের সব শক্তি দিয়ে একটা ঘুসি ছুঁড়ল ডাফ। ডাক্তারের দেহটা দেয়ালের সাথে বাড়ি খাওয়ার আগেই জ্ঞান হারিয়ে পিছলে মেঝেতে পড়ল।

'হায়, ঈশ্বর,' আতঙ্কিত স্বরে বলল রাস্টি, 'তুমি ওকে নিশ্চয় মেরে ফেলেছ।'

'অমন শুয়োরের মরাই ভাল!' জোরে জোরে শ্বাস ফেলার ফাঁকে বলল ডাফ।

'তুমি নিজের চরকায় তেল দাও! ও যদি মরে থাকে–' নিজেকে কিছুটা সংযত করল ডাফ, 'তাহলে একটা ঝামেলা কমল!'

ওখানে দাঁড়িয়ে টলছে ডাফ–রোষটা ধীরে ধীরে কমে এল। চেহারাটা প্রায় স্বাভাবিক হওয়ার পর পায়ের কাছে পড়ে থাকা লোকটার দিকে তাকাল সে। ওর চেহারায় একটা জয়ের ভাব ফুটে উঠল। পরক্ষণেই নিজের ধূর্ত প্ল্যানে আপন মনেই উন্মাদের মত হেসে উঠল সে।

'আমি একটা পথ পেয়েছি!' কর্কশ স্বরে বলল ডাফ। 'বুদ্ধিটা আগে কেন আমার মাথায় আসেনি?'

নিক আর রাস্টি পরস্পরের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করল। ডাফ কি পাগল হয়ে গেল?

'কি... কি সব বলছ তুমি, ডাফ?' প্রশ্ন করে ওকে বোঝার চেষ্টা করল

রাস্টি।

ডাফ ওদের দিকে এমন চোখে চাইল যেন ওর সামনে দুটো গাধা দাঁড়িয়ে আছে।

'তোমরা এখনও বুঝতে পারছ না?'

দুজনেই ভুরু কুঁচকে মাথা নাড়ল।

ডাক্তারকে খুন করে ডাফের এই উল্লাস, ওর ব্যাঙের মত গলার স্বর, ঠোঁটের কোনায় ফেনা ওঠা, আর সেই সঙ্গে চেহারায় বিজয়ের সাথে ধূর্ততার ছাপ, সবই ওদের প্রভুর পাগল হওয়ার ধারণাকেই জোরদার করে তুলছে। কিন্তু সে যখন আবার কথা বলল, স্বাভাবিক স্বরেই বলল—উন্মাদনা দূর হয়ে গেছে ওর চোখ থেকে।

'উইল ভাবে আমার বুদ্ধি নেই, কোন দামই নেই আমার,' বিড়বিড় করে বলল ডাফ। 'আমি ওকে দেখিয়ে দেব।' ঘরময় পায়চারি শুরু করল সে। যেন খাঁচায় বন্দী একটা বাঘ। 'আমাকে তুচ্ছ করে সে ভুল করেছে। ওই ভুলের মাসুল ওকে দিতে হবে। অনেক দুঃখ আছে ওর কপালে। অনুতাপ করারও সময় পাবে না সে। তোমরা দেখে নিও, এখন থেকে সবকিছুই আমার হবে। ওদের আমি শেষ করব, তারপর সবই হবে আমার।' চট করে চোখ তুলে তাকাল সে। 'তোমরা আমার সাথে আছ?'

রাস্টি তাড়াতাড়ি মাথা ঝাঁকাল। 'নিশ্চয়, ডাফ, নিশ্চয়।' ওর স্বরটা নরম।

'ভাল।' মাথা ঝাঁকিয়ে আবার পায়চারি শুরু করল ডাফ। 'ভাল, খুব ভাল। তোমাদের সাহায্য আমার দরকার হবে।' বুনো চিন্তা চলেছে ওর মনে। গত কয়েক মিনিটের ঘটনা ওর আংশিক লাগাম-ছাড়া মনটাকে পুরোপুরি লাগামহীন করে তুলেছে। একটা আদেশ দিল সে। রাস্টি বিস্মিত চোখে ওর দিকে তাকাল।

'ডাক্তারের জামা-কাপড় খুলে ফেলব? তোমার কথার মানে?'

'আরে বোকা গাধা, তর্ক কোরো না, আমি যা বলছি তাই করো!' গর্জে

উঠল ডাফ। 'ওর কাপড়গুলো খুলে ফেলো।' ঝট করে ঘুরে নিকের দিকে তাকাল ডাফ। ভয়ে একটু পিছিয়ে গেল সে। 'তুমি, নিক!' অস্থির স্বরে বলে উঠল ডাফ। 'তুমিও তোমার জামা-কাপড় খুলে ফেলো।' নিককে একটু ইতস্তত করতে দেখে অসহিষ্ণু ভঙ্গীতে নিজের জানুর ওপর একটা চাপড় মারল সে। 'যা বলছি, তাই করো!'

কাঁধ উঁচিয়ে কাপড় খুলতে শুরু করল নিক। এর মধ্যে রাস্টি ডাক্তারের কোট, শার্ট প্যান্ট আর বুট খুলে ফেলেছে। ওদের কাজ দেখে সন্তুষ্টির সাথে ডাফ বলল, 'ভাল, খুব ভাল।' কাজ শেষ করে ওরা দুজন পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষা করছে। ডাফ ওদের উদ্দেশে একটা গালি দিল।

'এখনও তোমরা কিছুই বুঝতে পারোনি?' আপন মনেই বলল সে। 'হয়তো আমিই তোমাদের থেকে অনেক বেশি আশা করছি। ঠিক আছে, তাহলে বানান করেই তোমাদের বুঝিয়ে দিই। নিক, তুমি ডাক্তারের কাপড়-জামাগুলো পরে নাও। আমরা ওদের ধোঁকা দেয়ার খেলা খেলব।'

ডাফ জেমসের মতলবটা এবার দুজন পিস্তলবাজের কাছে একই সাথে পরিষ্কার হয়ে গেল। ওদের হাসির সাথে মিশে আছে ডাফের চাতুরির প্রতি শ্রদ্ধা। একটা শয়তানির হাসি ফুটে উঠল রাস্টির ঠোঁটে।

'নিশ্চয়,' বলে উঠল সে। 'ওরা ডাক্তারের ফেরার অপেক্ষায় থাকবে।'

'অবশ্যই,' দাঁত বের করে হাসল ডাফ। 'এই সহজ ব্যাপারটা বুঝতে তোমার অনেক সময় লাগল।' বুনো আলোটা এখনও ওর চোখে আছে, কিন্তু এখন ওটা ঠাণ্ডা, কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এসেছে। নিকের কাপড় পরা শেষ হলে ওকে খুঁটিয়ে দেখে সন্তুষ্ট হলো ডাফ।

'এখন বুঝতে পারছ তো?' প্রশ্ন করে জবাবের অপেক্ষা না করেই সে আবার বলে চলল, 'ওরা ওকে এখানে কিছু আনতে পাঠিয়েছিল—হয়তো লোকটা সত্যি কথাই বলছিল, ওষুধ নিতেই সে এসেছিল। কিংবা হয়তো ওদের পানি ফুরিয়ে এসেছে—অথবা কার্তুজও ফুরিয়ে থাকতে পারে।' ওর হাসিতে নিষ্ঠুর শয়তানির ভাব ফুটে উঠল। 'সেটা হলে আরও ভাল,'

ফিসফিস করে বলল সে, 'কিন্তু কারণ যা'ই হোক, ব্যাপারটা টের পেয়েই আমি প্ল্যান করে ফেলেছি। আমরা ওদের এখন—' মধ্যমা আর বুড়ো আঙুল দিয়ে একটা শব্দ করল সে— 'তুড়ি মেরেই উড়িয়ে দেব!'

আবার পায়চারি শুরু করল সে। ওদিকে নিক তার ডাক্তারের সাজে ফাইনাল টাচ দিচ্ছে। পায়চারি করতে করতে বারবার হাতের মুঠো পাকাচ্ছে ডাফ, ওর ঠোঁট দুটো অনবরত নড়ছে—আপন মনেই বিড়বিড় করে কথা বলে চলেছে সে।

'আমার কোন দাম নেই, না?' থুতু ফেলল ডাফ। 'ঠিক আছে, এবার দেখা যাবে তোমার মাথার কত দাম!'

হঠাৎ পায়চারি থামিয়ে রাস্টি আর নিককে তাদের কাজ বুঝিয়ে দিল সে।

উনিশ

রাস্তার ওপাশ থেকে মাঝেমধ্যে একটা-দুটো গুলি আসা ছাড়া আস্তাবলের ভিতরে সব চুপচাপ। জেসাপ জানালার পাশ থেকে ডেভিড গ্রীনকে কিছুক্ষণ খড়ের গাদার ওপর শুয়ে বিশ্রাম নিতে পাঠিয়ে নিজেই জানালার পাশে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু অস্থির ডেভিড দু'মিনিট শুয়েই আবার উঠে পড়েছে। একটা ছোট আগুন জ্বেলে কফি তৈরির কাজে ব্যস্ত। কফির লোভনীয় কড়া গন্ধে আস্তাবলটা ভরে উঠেছে

'আমার পেট বলছে কেউ আমার গলা কেটে দিয়েছে,' বলে উঠল মার্ক। কথাটা কাউকে উদ্দেশ্য করে বলেনি সে। ক্ষুধার্ত চোখে কফির

কেতলিটার দিকে তাকিয়ে আবার বলল, 'আমি সকালের নাস্তার পরে আর কিছু খাইনি।'

'আমাদের এই ঝামেলাটা শেষ হোক, এই এলাকার সবথেকে বড় ভাজা-মাংস তোমাকে খাওয়াব আমি,' জেসাপ বলল ওকে।

'তা হবে না, এরফান,' হেসে বলল মার্ক। 'আমি সবাইকে খাওয়াব।' একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে। 'চোখের সামনেই আমি দেখতে পাচ্ছি, চওড়া করে কাটা রসাল বিরাট এক টুকরো গরুর মাংস রয়েছে আমার প্লেটে, সাথে গোটাতিনেক ডিম, কড়াই ভরা আলু—উপরটা বাদামী ভিতরটা মাখনের মত নরম। তিন পাউণ্ড বীন, আর—'

'তুমি কি অ্যাপাচি ইণ্ডিয়ানদের সাথে বড় হয়েছ?' হেসে প্রশ্ন করল এরফান। 'তুমি ঠিকই জানো মানুষকে কিভাবে দয়া ভিক্ষার জন্যে চিৎকার করাতে হয়।' অলস চোখে ডেভিড গ্রীনকে আস্তাবলের পিছনের জানালা দিয়ে উঁকি দিতে দেখল জেসাপ। 'সকাল থেকে খায়নি এমন আরও লোক এখানে—'

'ডাক্তার আসছে!' ডেভিডের কথায় এরফানের নালিশ মাঝপথেই থেমে গেল। দ্রুত পায়ে সে পিছনের জানালার দিকে এগোল। 'মনে হচ্ছে যেন মোটেও তাড়া নেই ওর,' বলে দরজা খোলার জন্যে এগোল ডেভিড।

এরফান একটু ভুরু কুঁচকাল। পিছন ফিরে সামনের রাস্তায় মার্ককে নজর রাখতে বলল সে। 'কিছু নড়তে দেখলেই গুলি ছুঁড়বে।' পিছনের জানালার কাছে পৌঁছে গেছে জেসাপ। বাইরে উঁকি দিল সে। ততক্ষণে হুড়কা নামিয়ে দরজা ফাঁক করে মাথা বের করে ডাক্তারকে তাড়া দিল ডেভিড।

'জলদি এসো, ডাক্তার!'

'দরজা বন্ধ করো!' চিৎকার করে উঠল এরফান। অবাক হয়ে ওর দিকে ফিরে তাকাল ডেভিড। কিন্তু ততক্ষণে ডাক্তারের পোশাক পরা লোকটা লাফিয়ে দরজার দিকে ছুটে এল। জানালার নিচে দিয়ে আরও দুজনকে এক ঝলক দেখতে পেল এরফান। ওরাও দরজার দিকে এগোচ্ছে। ডেভিডকে

কাভার করার জন্যে জানালা থেকে সরে এল জেসাপ। দুটো গুলির শব্দ উঠল। উল্টে চিৎ হয়ে পড়ল ডেভিড। ওর ডান পা শূন্যে নিষ্ফল ভাবে একটা লাথি ছুঁড়ে স্থির হলো।

চিৎকার করে মার্ককে সাবধান করে বিদ্যুৎ গতিতে পিস্তল বের করল এরফান। একসঙ্গে তিনজনের আকৃতি দেখা গেল খোলা দরজায়। আধো-অন্ধকার আস্তাবলের ভিতর বুনোর মত গুলি ছুঁড়ছে ওরা। একটু আগেও এরফান যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানটাই ওদের লক্ষ্য। মুহূর্তে ডাফের বাঁকা চেহারা দেখে ওকে চিনতে পারল জেসাপ। পরক্ষণেই আক্রমণকারীরা ভিতরে ঢুকে পড়ল। ডিগবাজি খাওয়ার ভঙ্গীতে কিছু ধুলো উড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ল ওরা।

এবার এরফানের পিস্তল জবাব দিল। ডাইভ দিয়ে বাম পাশে ঘোড়ার স্টলের কাছে জুডোর স্টাইলে কাঁধের ওপর গড়িয়ে আবার সোজা হলো সে। বিপক্ষ দলের লোক দুজন ওর দিকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছে।

এরফান অনুভব করল যেন একটা গরম ইস্তিরি যেন ওর পাঁজর ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল। সবকিছু এক সেকেণ্ডের মধ্যেই ঘটে গেল। অসম্ভব দ্রুত গতিতে এরফানের পিস্তল দুটোর হ্যামার পড়ছে। মার্ক ওয়্যাগ্‌নারের পিস্তলটাও গর্জে ওঠার আওয়াজ এল ওর পিছন থেকে। এরফানের প্রথম গুলিতেই ডাক্তারের পোশাক পরা লোকটা দরজার কাছেই দুহাতে পেট খামচে ধরে দুভাঁজ হয়ে পড়ে গেছে। দ্বিতীয় ভারি গোঁফওয়ালা লোকটা পাশের দিকে সরার পথে মার্কের গুলি খেয়ে উল্টে পড়ল। আস্তাবল বারুদের গন্ধে ভরে উঠেছে। দরজার আশেপাশে আর কেউ দাঁড়িয়ে নেই এখন। মানুষ মারা যাওয়ার গোঙানি আর ককানি শোনা যাচ্ছে।

মুহূর্তের নীরবতার পর গড়িয়ে উঠে এরফান দেখল তার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে ডাফ। ঠোঁট দুটো উলটে হিংস্র পশুর মত দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। লাফিয়ে সামনে এগোল সে। ওর শার্টের সামনের দিকটা রক্তে লাল হয়ে উঠেছে, চোখে শূন্য দৃষ্টি-পিস্তলসহ হাতটা তুলতে প্রাণপণ চেষ্টা

করছে লোকটা। কিন্তু ওর হাত ক্রমশ ভারি হয়ে উঠছে।

'ড্যাম, ইউ!' চিৎকার করে উঠল সে। পিস্তলের হ্যামার টেনে মনের সমস্ত জোর একত্র করে ধীরে ধীরে পিস্তল তুলল ডাফ জেমস। কিন্তু ট্রিগার টেপার আগেই এরফানের কোমরের পাশ থেকে একটা আগুনের শিখা দেখা গেল। টলতে টলতে পিছিয়ে গিয়ে কাত হয়ে পড়ে গেল ডাফ। পিস্তল ধরা হাতটা কয়েকবার ঝাঁকানি খেয়ে স্থির হয়ে গেল।

'বাধ্য হয়েই এটা করতে হলো,' বলল এরফান; যেন নিজেকেই বোঝাল। আস্তাবলের অন্যপাশে মার্কের দিকে তাকাল এরফান। স্থির বাতাসে বারুদের ধোঁয়া ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠছে। হয়তো তিন সেকেণ্ড নীরবেই দাঁড়িয়ে রইল ওরা—তারপর দ্রুত বাস্তবে ফিরে এল জেসাপ।

'তোমার জানালার কাছে ফিরে যাও,' চিৎকার করে বলল সে। 'রাস্তায় যেন কেউ নামতে না পারে!'

লাফিয়ে জানালার কাছে ফিরে পরপর চারটে গুলি ছুঁড়ল মার্ক। আস্তাবলের ভিতরে গুলির আওয়াজ শুনে জেমস র‍্যাঞ্চের যারা কৌতূহলী হয়ে রাস্তায় নেমেছিল তারা যে যেদিকে পারে ছিটকে পালিয়ে লুকিয়ে পড়ল। পরক্ষণেই ওদের পালটা গুলিতে মাথা নামিয়ে নিতে বাধ্য হলো মার্ক। পিছনে ফিরে দেখল দরজাটা আবার বন্ধ করে এরফান স্টোরকীপার ডেভিডের ওপর ঝুঁকে ওর স্থির দেহটা পরীক্ষা করে দেখছে। ওদের দুজনের চোখ মিলিত হলো। মাথা নেড়ে ধীরে উঠে দাঁড়াল জেসাপ।

'ডেভিড মারা গেছে, মার্ক,' নিচু স্বরে বলল সে।

মার্ক কিছু বলল না। বলার কিছুই নেই। কফির কেতলিটার দিকে ওর চোখ পড়ল। ডেভিডের জ্বালানো প্রায় নিভুনিভু আগুনে কফি ফুটছে। তাড়াতাড়ি ওদিক থেকে সরিয়ে গুলির দাগেভরা আস্তাবলের ফাঁকা দেয়ালটার দিকে চোখ ফেরাল মার্ক।

ঘুরে ঘুরে প্রত্যেকটা মৃতদেহ পরীক্ষা করল এরফান। ডাক্তারের পোশাক পরা

নিজের রক্তের ওপরই উপুড় হয়ে মরে পড়ে আছে।

'মনে হচ্ছে ডাক্তারকে ওরা শেষ করেছে,' আপন মনেই বলল সে 'কেবল কপালের জোরেই আমরা বেঁচে আছি।'

এটা একটা বিজয় বটে, কিন্তু তিক্ত আর নিরানন্দ। জেমসদের তিনজন লোক মরেছে সত্যি, কিন্তু বিনিময়ে চড়া দাম দিতে হয়েছে ওদের। নিজের পিস্তল দুটো থেকে খালি খোলসগুলো বের করে মৃত ডাফের বেল্ট থেকে তাজা গুলি ভরে নিল এরফান।

'বাইরে কোন নড়াচড়া দেখতে পাচ্ছ রাস্তায়?' মার্ককে প্রশ্ন করল সে।

'কিছুই না, এরফান।' মার্কের গলার স্বরে একটা ক্লান্তির আভাস টের পেল জেসাপ। জানালার পাশেই দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটা। ওর পুরানো জখম থেকে তাজা রক্ত বেরিয়ে গেঞ্জিটাকে লাল করে তুলেছে।

'তোমার ক্ষতের মুখটা আবার খুলে গেছে,' একটু শাসনের সুরে বলল এরফান।

'একটু লাফালাফি করেছি আমি,' স্বীকার করল সে। তারপর প্রশ্ন করল, 'ডাক্তার রায়নার কি...?'

'দরজার কাছে মরা লোকটা ওরই পোশাক পরে আছে,' সরাসরি জবাব না দিয়ে জানাল এরফান। 'তাছাড়া দরজা বন্ধ করার আগে আমি ওদিকে উঁকি দিয়েছিলাম—ওখানে কাউকে নড়তে দেখিনি।' অনর্গল অনেকগুলো গালি বেরিয়ে এল ছেলেটার মুখ থেকে। মার্ক দম নেয়ার জন্যে না থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করল জেসাপ। তারপর বলল, 'গালি দেয়াটা রকিঙ চেয়ারে বসে দোলার মত, এতে করার মত একটা কাজ মেলে, কিন্তু আসল কাজ এগোয় না। যাক, এখন কমপক্ষে আরও কিছু গুলি আমাদের হাতে এসেছে।'

'কিন্তু এর জন্যে দু'জন প্রিয় লোককে আমাদের হারাতে হলো,' ক্ষোভের সাথে বলল "ও" র‍্যাঞ্চের তরুণ মালিক। 'ওগুলো না পেলেই বা

আমাদের এমন কি ক্ষতি হত?'

এর কোন জবাব নেই। জানালার দিকে তাকাল এরফান।

'বেলা প্রায় শেষ হয়ে আসছে,' মনের ভাবনাটা কথায় প্রকাশ করল সে। 'আর ঘণ্টা দুই-এর মধ্যেই রাত নামবে।'

দুজনে পাশাপাশি বসে আছে নীরবে। নিজের নিজের চিন্তায় ওরা মগ্ন। একই লাইনে চিন্তা করছে ওরা। মার্কই প্রথম ওর চিন্তাকে কথায় কথায় প্রকাশ করল।

'তোমার কি মনে হয় রাত হওয়ার আগেই ওরা আবার আক্রমণ করবে?'

কাঁধ উঁচাল এরফান।

'বলা কঠিন,' স্বীকার করল সে। 'ওরা জানে এখানে আমরা একাই আছি। উইলজেমস হয়তো ভাবতে পারে আর দেরি করার প্রয়োজন নেই, কিন্তু সেটা নির্ভর করছে ওদের লোকবল এখন কত, তার ওপর।'

'ওরা যদি অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে, তাহলে আমাদের আর রক্ষা নেই,' মৃদু স্বরে বলল মার্ক। 'তাই না?'

'কোন না কোন সুযোগ সব সময়েই থাকে, মার্ক,' গম্ভীর স্বরে ওকে জানাল জেসাপ। 'কিন্তু সুযোগ বেশিক্ষণ থাকে না, যখন দেখা দেয় তখনই তাকে ধরে ফেলতে হয়।'

একটা ক্ষীণ হাসি খেলে গেল জেসাপের ঠোঁটে, কিন্তু মার্কের মনের ভার তাতে হালকা হলো না।

'ইশ, আমার কিছু একটা করতে না পারলে আর ভাল লাগছে না,' বলে উঠল মার্ক। 'এই অপেক্ষার খেলায় আমি মোটেও অভ্যস্ত না।'

পিস্তল হাতে তৈরি রেখে ওরা দুজন মাথা তুলে চট করে খালি রাস্তার দুপাশটা এক নজর দেখে নিল। শহরের শেষ মাথায় একটা দুটো বাড়িতে এখনই বাতি জ্বলতে দেখা যাচ্ছে।

'কিন্তু ওই খেলাটাই আমাদের খেলতে হবে,' মার্কের নালিশের জবাবে

মন্তব্য করল জেসাপ।

বিশ

কেবল দুজন রয়েছে, আস্তাবলের ঠাণ্ডা আর বিষাদ মাখা পরিবেশে নীরবে অপেক্ষা করছে ওরা। জানালার ডান পাশে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসেছে মার্ক। বেশি না নড়ে সহজেই সে একটু মাথা ঘুরিয়ে যখন খুশি চট করে রাস্তাটা একবার করে দেখে নিয়ে নিশ্চিন্ত হচ্ছে। এখন পর্যন্ত ওই পক্ষ থেকে কোনরকম হামলার আভাস সে দেখতে পায়নি। মার্কের ক্ষত থেকে রক্ত বন্ধ করার জন্যে এই অবসর সময়টার সদ্ব্যবহার করল জেসাপ। ডাক্তারের ব্যাণ্ডেজটা খুলে ওটা পানিতে ভিজিয়ে, পানি চিপে ফেলে দিয়ে, আবার ওর ক্ষতের ওপর বসিয়ে বেঁধে দিল সে। বাঁধার সময়ে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে নীরব রইল ছেলেটা। শার্ট খুলে জেসাপ যখন নিজের পাঁজরের পাশে দু'ইঞ্চি লম্বা বুলেটের ক্ষতটা পানি দিয়ে ধুয়ে বাঁধতে গেল, দাঁত বের করে কষ্ট করে একটু হাসল মার্ক।

'গুলিটা আর একটু সরে লাগলেই তোমার শ্বাস নেয়ায় কিছুটা অসুবিধা ঘটাত,' মন্তব্য করল সে। 'তোমার কোন সাহায্য দরকার?'

হাসল জেসাপ। 'যদি মাথা ঘুরে ওঠে, আমি চিৎকার করে জানাব,' বলল সে।

নিজের ওপর ডাক্তারি শেষ করে খড়ের গাদার ওপর বসে একটা সিগারেট তৈরি শুরু করল সে। এই পরিবেশেও যে ছেলেটা রসবোধ হারায়নি, এটা সত্যিই প্রশংসনীয়। ছেলেটার নার্ভ ছয়জনের সমান—কিন্তু

শুধু নার্ভের জোরে এই বিপদ থেকে ওদের রেহাই মিলবে না। জেসাপ ভাবছে, জেমসদের এই শহরের সবার সামনে এখন পর্যন্ত যতটা অপমান আর নাজেহাল হতে হয়েছে, তাতে শহরবাসীদের চিন্তা ধারা এখন কোনদিকে বইছে? ওদের ওপর শেষ আক্রমণ যখন আসবে, তখন কি এই ভীরু শহরবাসীদের কেউ তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে? আক্রমণ যে আসবে, তাতে ওর মনে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কখন, এবং কিভাবে আসবে, সেটা জানার কোন উপায় নেই। জেমসদের শক্তি এতজন লোক হারিয়ে অনেক কমে গেছে, তা ঠিক। কিন্তু এখনও জেমসদের লোকবল যা আছে তাতে ওদের দুজনকে—দুজন ঠিক নয়, দেড়জনকে—কারণ মার্কের ডান হাত এখন অকেজো—অনেক ঝামেলায় ফেলতে পারে।

এরফানের চিন্তাকেই যেন ভাষায় রূপ দিল মার্ক। 'এই শহরের লোকগুলোর মতিগতি আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না,' শুরু করল সে। 'ওরা নিশ্চয় দেখেছে, কিভাবে আমরা বিগ জেমস, আর তার পিস্তলবাজদের নাজেহাল করে ছেড়েছি। তবু এখনও আমাদের সমর্থনে কেউ এগিয়ে আসছে না কেন, এরফান?'

কাঁধ উঁচাল জেসাপ। 'বলা কঠিন। মনে হয় ওরা ফলাফল দেখার অপেক্ষায় রয়েছে। কারণ আমাদের সাহায্য করতে আসার পরও যদি জেমসরা জিতে যায় তবে ওদের কি অবস্থা হবে এটা ওরা জানে। এই ধরনের বিরোধিতা উইল কখনও ক্ষমার চোখে দেখবে না।'

'সেটা আমি জানি,' দুঃখের সাথে বলল মার্ক। 'কিন্তু আমাদের সাথে এখানে যদি অন্তত ছয়জন লোকও থাকত, যারা মোটামুটি গুলি ছুঁড়তে জানে, তাহলে আমরা অনায়াসে বিগ জেমস আর তার ভাড়াটে অবশিষ্ট পিস্তলবাজদের দাবড়ে পাহাড় পার করে দিয়ে শহরটারে স্বাধীন করতে পারতাম।'

'হয়তো সেটাই একটা বড় সমস্যা, মার্ক,' মন্তব্য করল এরফান। 'তুমি কি ভেবে দেখেছ জেমসরা মারা পড়লে বা পালিয়ে গেলে এই শহরের কি

অবস্থা হবে?'

'নিশ্চয়,' জোর গলায় বলল মার্ক। 'তখন এখানকার প্রত্যেকটা মানুষ নিজেই নিজের বস্ হবে—নিজেরাই সব কিনবে, নিজেরাই বেচবে। সবাই নিজের স্বাধীন ইচ্ছা অনুযায়ী চলতে পারবে। সেটা নিশ্চয় খারাপ হবে না, তাই না?'

'এর সাথে আরও অনেক সমস্যা জড়িয়ে আছে, মার্ক,' বলে চলল এরফান। 'অন্যের ওপর নিজের চিন্তার ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকার অভ্যাস যদি মানুষের একবার গড়ে ওঠে, তখন যতই দিন যায় নিজেরটা নিজে চিন্তা করা ততই কঠিন হয়ে ওঠে। অভিজ্ঞতার অভাবে সবদিক আর সহজে সামলে উঠতে পারে না।'

'কি বলছ তুমি, এরফান?' প্রতিবাদ করল মার্ক। 'আমি তো কখনও তেমন বোধ করিনি?'

'তুমি নিজে এর ব্যতিক্রম হতে পারো, কিন্তু এই শহরের অনেকেরই অবস্থা তাই। তারা একজন লীডার চায়, যার ওপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত থাকা যায়—কোন সমস্যা দেখা দিলে যে তার সমাধান করবে। তাই ওরা হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে। আমরা যদি জেমসদের বিরুদ্ধে এই মোকাবিলায় টিকে বেরিয়ে আসতে পারি, তাহলে ওদের বিপদের কিছু নেই। কিন্তু জেমসরা জিতলে আমাদের সাথে যোগ দেয়ার জন্যে ওদের পিঠের চামড়া তুলে নেবে উইল।'

মার্কের চেহারা একটু বিষণ্ণ হলো। 'ওই লাইনে আমি কখনও ভেবে দেখিনি,' স্বীকার করল সে। 'তোমার কথাই হয়তো ঠিক। অন্যান্য সব ক্ষেত্রেই দেখেছি তোমার কথাই শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়েছে।' ঝুঁকে ভুরু কুঁচকে এরফানের চেহারা ভাল করে খুঁটিয়ে দেখল ক্লার্ক। 'এটা কিভাবে সম্ভব? বয়সে তুমি আমার থেকে বেশি বড়ও না।'

'ধন্যবাদ,' নিচু স্বরে বলল এরফান।

'কিন্তু তবু অনেক বুড়োর চেয়ে তোমার জ্ঞান অনেক বেশি। বিভিন্ন

ধরনের লোক যে কোন লাইনে চিন্তা করে তা তুমি ভালই বুঝতে পারো। আর তোমার মত দক্ষ আর দ্রুত হাতে পিস্তল চালাতে আমি কাউকে দেখিনি। এসব কিভাবে সম্ভব?'

'হয়তো নিছক কপালের জোর,' জবাব দিল জেসাপ। কিন্তু ওর গলার সুরটা মোটেও হালকা শোনাল না। মার্ক অনুভব করল ওই স্বরের পিছনে যেন গভীর দুঃখ লুকিয়ে আছে—এবং তার কথাগুলো যেন ওর মনের গভীরে কোন কাটা জায়গায় লবণ ঘষে দিয়েছে।

'এরফান, সত্যি বলছি আমি তোমাকে কোন আঘাত দিতে—' বলতে শুরু করেছিল সে, কিন্তু হাত দিয়ে মাছি তাড়াবার ভঙ্গীতে ওর কথাগুলোকে উড়িয়ে দিল জেসাপ।

'ওতে আমি কিছু মনে করিনি,' হেসে বলল সে। 'তোমার জানার কথা নয়। কিছু মানুষকে অনেক ঘাটের পানি খেয়ে, অনেক কিছুই ঠেকে শিখতে হয়।'

নিজের ছেলেবেলার কথা এরফানের মনে পড়ছে। পিউট ইণ্ডিয়ানদের মাঝে বড় হয়েছে সে। যে তাকে সাত বছর বয়স থেকে পেলে বড় করেছে সে ছিল ইণ্ডিয়ান একজন ঘোড়া ব্যবসায়ী। কত জায়গাতেই না ঘুরেছে সে—কত রকম বিচিত্র মানুষ দেখেছে। তারপর পিউট ইণ্ডিয়ানের কাছ থেকে ওকে পনেরো বছর বয়সে কিনে নিল একজন দয়ালু র‍্যাঞ্চার। নিজের ছেলের মতই লোকটা তাকে ভালবাসত। কিন্তু সে মারা পড়ল এক গানফাইটারের হাতে। প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে দিনের পর দিন পিস্তল চালাবার কতরকম কায়দাই না সে রপ্ত করল। তারপর সতেরো বছর বয়সে সামনা-সামনি লড়ে, শুধু ওই পিস্তলবাজকেই নয়, ওর সাথের আরও দুজন সঙ্গীকে শেষ করল সে। তারপর বেরিয়ে পড়ল—শুরু হলো তার ভবঘুরে জীবন। বিভিন্ন ধরনের পেশার কাজ শিখেছে সে চলার পথে। টেক্সাসে ওকে ভুল বুঝে আউটল বলে ঘোষণা করার পর থেকে সে যারা আসলে বুড়োটাকে খুন করেছিল তাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে।

'এত সব অভিজ্ঞতা এত কম বয়সে কিভাবে অর্জন করতে পারে একটা মানুষ?' বলে উঠল মার্ক। 'আমার তো বিশ্বাসই হতে চায় না—সারা জীবনে মানুষ যা শিখে উঠতে পারে না, তা তুমি এই বয়সেই শিখে ফেলেছ।'

ওর কথায় জেসাপের সংবিৎ ফিরে এল। অতীতের চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলল। 'আমি দেখি বুড়োর চেয়েও অধম হয়ে পড়ছি,' মনে মনে ভাবল সে। 'এর পর হয়তো আমি বুড়োদের মতই সেই পুরানো দিনের কথা নিয়ে বকবকানি শুরু করব।' বাস্তবে ফিরে সে মার্ককে বলল, 'তোমার কথাই ঠিক, আজকের দিনটা এত লম্বা ঠেকছে, মনে হচ্ছে যেন একটা জীবন কেটে যাচ্ছে। ভাবছি স্যান অন্টোনিয়োতে আলামোর লোকগুলোর সময় কেমন কেটেছিল।'

শিস্ দিয়ে উঠল মার্ক। 'আমাদেরও একই দশা না হয়।' শিউরে উঠল ছেলেটা।

'আমাদের ফিফ্‌টি-ফিফ্‌টি চান্স আছে,' বলল জেসাপ। 'শুরুতে ওদের পাল্লা অনেক ভারি ছিল। কিন্তু ওদের বারোজনের বিনিময়ে আমরা দু'জনকে হারিয়েছি।'

'কিন্তু তা হলেও বিগ উইল ছাড়াই এখনও ওদের তিন-চারজন লোক আছে। তুমি ফাস্ট এটা আমি নিজেই দেখেছি, তবু উইলকে ড্রতে হারাতে হলে তোমার খুব সতর্ক হতে হবে।

মুখ তুলে তাকাল জেসাপ। 'তাই নাকি? সে খুব ফাস্ট?'

'র‍্যাটল সাপের মতই ফাস্ট,' সমর্থন করল মার্ক। 'এটা নিয়ে বড়াই করে না সে, কিন্তু যারা ওকে অ্যাকশনে দেখেছে তারা বলে টেক্সাসের আউটল 'বিদ্যুৎ'-এর মতই নাকি চলে ওর হাত।

শেষ মন্তব্যটার কোন জবাব দিল না এরফান। শুধু ওর ঠোঁটের দুই কোনার ভাঁজ আর একটু গভীর হলো। সে ভাবছে কখন, আর কিভাবে ওদের পরবর্তী আক্রমণটা আসবে।

একুশ

আরও আধঘণ্টা পর সেটা এল।

মার্ক ওয়্যাগনার সাবধানে মাথা উঁচু করে রাস্তার দিকে তাকাল। পুরো রাস্তাটার ওপর চোখ বুলিয়ে হঠাৎ সে সোজা হলো—পিস্তল কক করে তৈরি হয়েছে মার্ক। ওর প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে খড়ের গাদার ওপর থেকে উঠে অন্য জানালার পাশে গিয়ে বসল জেসাপ। উত্তেজিত স্বরে ছেলেটা বলল, 'ওরা জেলঘরের জানালা দিয়ে একটা পতাকা নাড়ছে!'

আড়চোখে জেসাপ চেয়ে দেখল. শুধু একটা হাত দেখা যাচ্ছে জানালায়। ওই হাতে ধরা কাঠির মাথায় একটা নোংরা সাদা কাপড় ঝুলছে।

'সন্ধির পতাকা?' বিড়বিড় করে উচ্চারণ করল সে। 'ব্যাপারটা কি—?'

ওর কথা শেষ হওয়ার আগেই পিছন থেকে ধাক্কায় একটা লোক দরজার চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। মনে হচ্ছে ওর আর এগোবার ইচ্ছে নেই—কিন্তু পিছন থেকে কারও আদেশে অনিচ্ছা সত্ত্বেও লোকটা ভয়ে ভয়ে এগোচ্ছে। লোকটার মুখে খোঁচাখোঁচা দাড়ি, জামা-কাপড় দাগওয়ালা—নোংরা।

'বাক লেন!' ফিসফিস করে বলল মার্ক। 'এগোতে ভয় পাচ্ছে।'

শেষে রাস্তায় নামল বুড়ো জাজ। কাঁপা হাতে উঁচু করে পতাকাটা ধরে আছে।

'কথা আছে!' ভাঙা গলায় বলল সে। 'যুদ্ধ বিরতির ফ্ল্যাগ!'

'মনে হচ্ছে আমাদের সাথে আলাপ করতে চাচ্ছে,' মন্তব্য করল মার্ক। 'কিন্তু বুড়ো ছাগলটার যেভাবে ভয়ে হাঁটু কাঁপছে তাতে হাঁটু ঠোকাঠুকির শব্দ ছাপিয়ে ওর কথা শোনা যাবে কিনা সন্দেহ।'

হাসল জেসাপ। 'লোকটাকে একটু নার্ভাস দেখাচ্ছে বটে,' স্বীকার করল সে, তারপর গলা চড়িয়ে ডাকল, 'এগিয়ে এসো, জাজ, কিন্তু সাবধান!'

'আমার কাছে কোন অস্ত্র নেই,' চিকন কাঁপা স্বরে চেঁচিয়ে জানাল সে। রাস্তার মাঝখানে থেমে দাঁড়াল। 'গুলি কোরো না, আমি নিরস্ত্র!'

'তাহলে এগিয়ে এসে তোমার যা বলার আছে বলো,—কিন্তু তোমার বন্ধুদের যেন কোন কুমতলব না থাকেঃ কোন কারণে আমি চমকে উঠলে গুলি ছুটে তোমার পেট ফুটো হয়ে যাবে।'

একটা ঢোক গিলল লেন। ওর বেরিয়ে থাকা কণ্ঠার হাড়টা সেইসঙ্গে উপরে উঠে আবার নিচে নামতে দেখা গেল।

জানালার কাঠামোর ওপর পিস্তল রেখে লেনের দিকে পিস্তল তাক করে স্থির হাতে ধরে আছে মার্ক। 'লোভনীয় টার্গেট,' মন্তব্য করল সে।

'তা ঠিক,' বলল জেসাপ। 'কিন্তু ওকে লক্ষ্য করে ট্রিগার টেপার মত নীচ মন আমাদের দুজনের কারও নেই।'

'কাজটা খারাপ তা সত্যি, কিন্তু ওই হারামজাদা আজ সকালে আমাদের কেমন বিচার করেছিল মনে নেই? আমার তো রক্ত গরম হয়ে উঠছে।'

'তাতে ওর কোন দোষ ছিল না, সে কেবল বিগ উইলের আদেশ পালন করছিল,' বলল জেসাপ। 'এখনও ওর নির্দেশেই বেরিয়ে এসেছে। দেখাই যাক ওর কি বলার আছে।'

বাক লেন এখনও রাস্তার মাঝখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভয়ে ঘেমে উঠেছে সে। কপালটা চকচক করছে ঘামে। যারা দেখছিল তারা পরিষ্কার বুঝতে পারছে হাতের পতাকাটাও সে স্থির ধরে রাখতে পারছে না—কাঁপছে।

'কি ব্যাপার, জাজ? নার্ভাস বোধ করছ নাকি?' ওকে খোঁচা দিল জেসাপ। 'আজ সকালে তো খুব বীরত্ব দেখালে—এখন আবার কি হলো?'

একটা তীব্র ঘৃণার ভাবে ওর চেহারা বিকৃত হলো, কিন্তু পরক্ষণেই সেটা মিলিয়ে গেল। জেসাপ বুঝল ওর খোঁচাটা ঠিক জায়গা মতই বিঁধেছে।

'আমি নার্ভাস নই, ড্যাম ইউ!' খেঁকিয়ে উঠল জাজ। ওর আত্মসম্মান বোধ হঠাৎ চাড়া দিয়ে উঠল। 'আমি বেশি দেরি হওয়ার আগেই তোমাকে শহর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার একটা সুযোগ দিতে এসেছি।'

'তুমি আমাদের সুযোগ দিতে এসেছ?' জেসাপের কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ আর ঠাণ্ডা শোনাল।

'উইল জেমস তোমাকে যেতে দেবে, তোমার সাথে ওর কোন বিরোধ নেই।'

'খুব দয়ার শরীর তার!' ধমকে উঠল জেসাপ। 'কিন্তু এর ফাঁকটা কোথায়—একটা দুরভিসন্ধি নিশ্চয় আছে।'

'খুব সহজ সরল শর্ত। তুমি ছেলেটাকে ওর হাতে তুলে দাও, তোমাকে বিনা বাধায় এখান থেকে জীবন্ত যেতে দেয়া হবে। কিন্তু যদি প্রত্যাখ্যান করো তবে তোমাদের দুজনই মরবে।' বুড়োর স্বরটা বিষে ভরা। চোখ সরু করে আস্তাবলের ফাঁকা জানালার দিকে তাকাল সে। 'আমার কথা শুনতে পেয়েছ, জেসাপ?'

'স্পষ্টই শুনেছি,' শান্ত স্বরে জবাব দিল এরফান। 'এবার তুমি আমার কথা শোনো—বুড়ো পাঁঠা। তোমার মানুষের অযোগ্য চামড়া আমি ফুটো করে দেয়ার আগেই ওখান থেকে সরে পড়ো, আর তোমার বস্‌কে গিয়ে বোলো, কোন শয়তানের সাথে আমি চুক্তি করি না।'

আরেকবার চেষ্টা করল বাক লেন, ওর স্বরটা কাঁপছে।

'তুমি মস্ত একটা ভুল করছ, জেসাপ!'

এরফান মুখে কোন জবাব দিল না। পিস্তলটা তুলে হেলার সাথে গুলি

করে ওর ডান পায়ের বুটের মাথাটা উড়িয়ে দিল। তড়াক করে লাফিয়ে উঠল বুড়ো। আতঙ্কে ওর গলা চিরে চিকন সুরে একটা চিৎকার বেরিয়ে এল। ভয়ে ওর চোখ দুটো কোটর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার উপক্রম হয়েছে। পতাকাটা ফেলে দিয়ে লাফাতে লাফাতে জেলঘরের দিকে ছুটল সে। ওকে কাভার দেয়ার জন্যে ওপাশ থেকে এক ঝাঁক গুলি এসে আস্তাবলের দেয়ালে বিঁধল। মাথা নামিয়ে নিয়েছে ওরা দুজন।

মার্কের দিকে তাকিয়ে হাসল জেসাপ। উত্তরে সেও হাসল। কিন্তু তারপরেই ওর মুখ সিরিয়াস হলো।

'এরফান, তোমাকে আমি আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি,' বলল সে। 'তুমি ইচ্ছে করলেই আমাকে ওদের হাতে তুলে দিয়ে এখান থেকে নিরাপদে—'

'পাগল হয়েছ? আমি বিশ গজ যাওয়ার আগেই পিঠে গুলি খেতাম, সেটা তুমিও জানো। তাই আমাকে ধন্যবাদ জানানোর কোন প্রয়োজন নেই,' বলল জেসাপ। 'আমি সবসময়ে নিরাপদ খেলায় বিশ্বাসী।'

'নিশ্চয়,' বলল মার্ক, ওর স্বরে কৃত্রিম ক্ষোভ। 'তুমি কখনও কোন ঝুঁকি নাও না। আর আমার নাম হচ্ছে ইউলিসিস এস্ গ্রান্ট।'

এরফানের হাসিটা আরও বিশদ হলো। 'তাই তো বলি, তোমাকে যেন চেনা-চেনা ঠেকছে।' তারপর জবাবে মার্ক কিছু বলার আগেই সে আবার বলল, 'উইল নিশ্চয় খুব দুশ্চিন্তায় পড়েছে, নইলে জাজকে এখানে পাঠাত না। তোমার কি ধারণা—এরপর সে কি করবে?'

'জানি না,' বলল মার্ক। 'কিন্তু যা'ই করুক সেটা ভাল কিছু হবে না।' মন্তব্যটা যে কতটা সত্যি তার প্রমাণ ওরা কয়েক মিনিট পরেই পেল।

জাজ যতক্ষণ ওদের মনোযোগ ধরে রেখেছিল ততক্ষণ জেমসের লোকগুলো বসে ছিল না। ওদের দুজন লোক উত্তর দিকে এগিয়ে খালি জেনারেল স্টোরে ঢুকেছিল। ওদের একজনের নাম রকি। লোকটার মাথা একটা লাল রুমাল দিয়ে বাঁধা। এরফানের পিস্তলের আঘাতেই ওর মাথা জখম হয়েছিল। দ্বিতীয় লোকটার নাম র‍্যালফ্। ওরা দুজনে মিলে দুই ড্রাম

কেরোসিন চুরি করে এরফান আর মার্কের চোখের আড়াল দিয়ে রাস্তা পার হয়ে প্রথমে ব্যাঙ্ক, তারপর সেলুন আর ডাক্তারের বাড়ি পার হয়ে আস্তাবলের জানালাবিহীন উত্তর দেয়ালের কাছে পৌঁছল। ওখানে দাঁড়িয়েই ওরা বাক লেনের সাথে জেসাপের কথাগুলো স্পষ্ট শুনল।

র‍্যালফের কোমরে কেরোসিনের ড্রাম দুটো ঝুলছে। ওদিকে রকি শুকনো ডাল আর পাতা আস্তাবলের দেয়ালের সাথে স্তূপ করায় ব্যস্ত। সব তৈরি করে র‍্যালফের দিকে চেয়ে মাথা ঝাঁকাল রকি। ড্রামের মুখ খুলে দরাজ হাতে স্তূপের ওপর একটা ড্রাম পুরোই খালি করল। তারপর দ্বিতীয় ড্রামটা ঝাঁকিয়ে অর্ধেক খালি করল আস্তাবলের দেয়ালে। তারপর অর্ধেক খালি ড্রামটা স্তূপটার ওপর বসিয়ে পিছিয়ে এসে নিজেদের কাজের ফলাফল দেখল।

'তোমার মনে হয় এতে কাজ হবে?' ফিসফিস করে প্রশ্ন করল র‍্যালফ।

'হতেই হবে,' জবাব দিল রকি। 'নইলে উইল জেমস শেষ, সেইসাথে আমরাও।'

মাথা ঝাঁকাল র‍্যালফ। উইল জেমসের প্ল্যানটা ছিল মারাত্মক রকম সরল। একটা মিথ্যা চুক্তিতে আসার ছল করে নিজের লোকগুলোকে কেরোসিন সহ আস্তাবলের লোকগুলোর চোখ এড়িয়ে রাস্তা পার হওয়ার সুযোগ দেয়াই ছিল তার উদ্দেশ্য। এতে সে আস্তাবলের লোকগুলোকে বাইরে খোলা জায়গায় বের করে আনার একটা শেষ চেষ্টা নিল।

রকি হাত তুলে রাস্তার অন্যপাশের লোকদের নীরব সঙ্কেত দিয়ে জানাল ওদের কাজ শেষ। তারপর সরে এসে ম্যাচের একটা কাঠি জ্বেলে কেরোসিনে ভেজা স্তূপটার দিকে ছুঁড়ে দিল। দপ্ করে জ্বলে উঠল আগুন। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই আগুনের শিখা লকলকিয়ে আস্তাবলের গা ছুঁয়ে পুরানো পেইন্টে ফোস্কা তুলে আস্তাবলের রোদে-পোড়া শুকনো কাঠের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। লোক দুটো যেভাবে এসেছিল সেইভাবেই ঘুরে জেলঘরের উদ্দেশে রওনা হলো।

উইল জেমস জেলঘরের জানালা দিয়ে সব লক্ষ করল ঠাণ্ডা চোখে। জাজ লেন যখন জেলঘরের দরজা দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে হুমড়ি খেয়ে ভিতরে ঢুকল, ফিরেও তাকাল না সে। সে নিজেই একা দু'হাতে গুলি ছুঁড়েছিল আস্তাবলের দিকে। কিন্তু সেটা জাজকে কাভার দেয়ার জন্যে নয়। আস্তাবলের লোকগুলো যেন মাথা তুলে রাস্তা পার হওয়ার সময়ে তার লোক দুজনকে দেখে না ফেলে সেটাই ছিল তার একমাত্র উদ্দেশ্য। একটা ভবঘুরে লোক আর ওই ছেলেটা এই উপত্যকার ওপর তার দখল ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। এখন তার হাতে অবশিষ্ট রয়েছে মাত্র দুজন লোক। তার এই শেষ চেষ্টাটাও বিফল হলে ওই দুজনও তার প্রতি আর অনুগত থাকবে না, এটা সে ভাল করেই জানে।

'কুকুর,' বিড়বিড় করে বলল সে। দ্রুত চিন্তা করে চলেছে উইল। জেসাপ ইউ এস মার্শালকে খবর পাঠিয়েছে। লোকটা কি ধাপ্পা দিচ্ছিল? মাথা নাড়ল উইল। না, ঝুঁকি নিতে পারে না সে। যদি একজন ইউ এস মার্শাল জেমসটাউনের উদ্দেশে রওনা হয়ে থাকে, তবে জেসাপ আর মার্ককে সে এসে পৌঁছানোর আগেই মরতে হবে।

ওদিক থেকে রকির সঙ্কেত পেয়ে এবার ভিতরের দিকে মুখ ফেরাল উইল। বাক লেন একটা অন্ধকার কোনায় বসে সশব্দে শ্বাস নিচ্ছে—এখনও হাঁপাচ্ছে লোকটা।

'বুড়ো গাধা,' আপন মনেই ভাবল উইল। 'গুলিটা ওর পেট ফুটো করে দিলেই আমি খুশি হতাম।'

এই সময়ে পিছনের দরজা দিয়ে রকি আর র‍্যালফ ভিতরে ঢুকল। উইল তার দ্রুত কক করা পিস্তলটা নামিয়ে নিল।

জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখল আগুনটা শুকনো কাঠে বেশ ভালভাবেই ধরে উঠেছে। উইলের গলার ভিতর থেকে অর্ধ-উন্মাদ কুৎসিত একটা হাসি শুনে রকির রক্ত প্রায় জমাট বেঁধে এল। উইলের চোখে প্রতিফলিত হচ্ছে

আগুনের শিখা। বিজয় উল্লাসে সে হিসহিসিয়ে বলল, 'আরও তেজের সাথে জ্বলো, আগুন!' ওর উন্মাদ হাসিটা আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। 'পুড়িয়ে ছাই করে ফেলো ওই বেজন্মাদের!'

বাইশ

'আগুন!' চিৎকার করে উঠল মার্ক ওয়্যাগ্নার। 'ওরা আস্তাবলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।' জানালার পাশ থেকে সরে এল সে। কাঠ পোড়ার তীক্ষ্ণ পট্পট্ আওয়াজের সাথে প্রথম একরাশ কালো ধোঁয়া ঢুকল আস্তাবলে।

'জায়গা ছেড়ে নোড়ো না!' বলে উঠল জেসাপ। 'রাস্তার ওপর নজর রাখো—এই সুযোগে রাস্তা পার হয়ে আক্রমণ করার চেষ্টা করতে পারে ওরা।'

লাফিয়ে আস্তাবলের মাঝখানে চলে এল জেসাপ। মার্কের পিস্তলটা দুবার গর্জে উঠল।

'আবারও ঠিক অনুমান করেছ, এরফান,' বলে উঠল মার্ক। 'ওদের একজন দরজা দিয়ে দেখার জন্যে মাথা বের করেছিল। সুবিধা হবে না বুঝে আবার লুকিয়ে পড়েছে। এদিকের কি অবস্থা?'

ঘোড়ার খাওয়ার জন্যে স্টলের ভিতর এক বালতি পানি রাখা ছিল। ওটা তুলে নিয়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়া আগুনের দিকে পানিটা ছুঁড়ে দিল এরফান। এর মধ্যে বেশ ভালভাবেই ধরে গেছে আগুন। ধোঁয়ায় ভারি হয়ে উঠতে শুরু করেছে আস্তাবল। পানি আগুনটাকে কয়েক মুহূর্তের জন্যে ঠেকাল বটে, কিন্তু আবার নতুন উদ্যমে এগোল আগুন। ব্যারেলের অর্ধেক

পানিতে ভরা ছিল। ওখান থেকে পানি নিয়ে বারবার আগুনের দিকে ছুঁড়ে দিল জেসাপ, কিন্তু বাধ মানছে না আগুন। প্রত্যেকবার পানি ফেলার সময়ে 'হিস্‌স্‌' করে একটা শব্দ হচ্ছে, অল্পক্ষণের জন্যে একটু পিছিয়ে গিয়ে আবার দেয়াল বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করছে আগুন। পাশের দিকেও ছড়াতে শুরু করেছে এখন। বালতিতে পানি ভরে ফিরে আসার আগেই দেখছে আরও ছড়িয়ে পড়েছে আগুন। প্রচণ্ড তাপে ঘেমে উঠেছে জেসাপ। আগুনের ফুলকি বাতাসে উড়ছে–ওর কাপড়ে আগুন ধরাবার চেষ্টা করছে যেন। তবু লড়ে চলেছে সে। ব্যারেলের পানি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। একবার ওর মনে হলো আগুনটা যেন কিছুটা বাগে এসেছে, গত কয়েক মিনিটে ওটা আর বাড়েনি। কিন্তু তাই কি? নাকি এটা তার কল্পনা?

আবার ব্যারেলে বালতি ঢুকাল সে। বালতির তলাটা ব্যারেলের তলির কাঠে বাড়ি খেলো। ঝুঁকে পরীক্ষা করে দেখল তলায় মাত্র ইঞ্চিখানেক পানি রয়েছে।

ছুটে মার্কের পাশে এসে দাঁড়াল এরফান। ছেলেটা ধোঁয়ায় চোখ সরু করে রাস্তার দিকে চেয়ে আছে।

'আগুনটা নিভেছে?' রাস্তার ওপর থেকে চোখ না সরিয়েই প্রশ্ন করল মার্ক।

'নরকের মতই জ্বলছে,' দাঁতে দাঁত চেপে নিষ্ফল আক্রোশে বলল এরফান। 'আমাদের পানি শেষ।'

নীরবে দুজন দুজনের দিকে তাকাল।

'তাহলে আমাদের আর কোন চান্স নেই?' শেষে বলল মার্ক।

'আমরা আগুনে থুতু ফেলে চেষ্টা করে দেখতে পারি,' প্রস্তাব দিল এরফান। ছেলেটা হাসার চেষ্টা করল–কিন্তু পারল না।

'আমাদের কপালটাই খারাপ,' বিড়বিড় করে বলল সে।

ধোঁয়া এখন আরও ঘন হয়ে আস্তাবলটাকে প্রায় অন্ধকার করে ফেলেছে। আগুনটা আর কোন বাধা না পেয়ে দ্রুত দেয়াল বেয়ে উপরে

উঠছে এখন। ছাদ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। পশ্চিমের বাতাসে আস্তাবলের পিছনের দেয়ালেও আগুন ধরেছে। ছাদের কড়িকাঠেও ধরেছে। আস্তাবলটাকে দ্রুত গ্রাস করে ফেলছে। ফুলকি ছড়াচ্ছে আগুন—সেগুলো কিছুক্ষণ ধোঁয়া তুলে আবার নতুন করে জ্বলে উঠছে। পিছনের দরজাতেও আগুন ধরে গেছে। তাকিয়ে দেখছে এরফান। নেচে নেচে এগোচ্ছে আগুন—অপূর্ব সুন্দর রূপ। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই আস্তাবলটা জ্বলন্ত নরকে পরিণত হবে। খড়ের গাদায় যখন আগুন ধরল, চোখ ফিরিয়ে নিল সে। দ্রুত চিন্তা করছে জেসাপ। ছুটে পালাতে যাওয়া আত্মহত্যারই সামিল হবে। আত্মসমর্পণ? মার্ক কিছুতেই এই অবমাননা স্বীকার করে নিতে পারবে না। লড়ে মরতে চাইবে সে। জেসাপ একটার পর একটা দ্রুত প্ল্যান আঁটছে, আবার সেগুলো বাতিল করে নতুন করে চিন্তা করছে। প্রত্যেকটা চালের সাথে বিপক্ষের চালও বিচার করে দেখছে—অনেকটা দাবার মত। মার্ক মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে একটা জ্যাকেট দিয়ে বাড়ি দিয়ে খড়ের আগুন নেভাতে চেষ্টা করছে।

রাস্তার ওপাশ থেকে হুঙ্কারের মত একটা চিৎকার আগুনে কাঠ ফাটার শব্দ ছাপিয়ে এরফানের কানে এসে পৌঁছল।

'জেসাপ? আমার কথা শুনতে পাচ্ছ তুমি?' ওটা বিগ উইলের কণ্ঠস্বর।

'শুনতে পাচ্ছি!' চিৎকার করে জবাব দিল সে। কালি মাখা মুখে আগুন নেভানো ভুলে এরফানের দিকে আড়ষ্ট হয়ে চেয়ে আছে মার্ক।

'এখনও আত্মসমর্পণ করো, জেসাপ! তোমার বাঁচার আর কোন উপায় নেই। ওটার ছাদ দশ মিনিটের মধ্যেই তোমার মাথার ওপর ধসে পড়বে—এটা তুমিও বুঝতে পারছ!'

ওর ঠোঁটের আগায় প্রত্যাখ্যান এসে পড়েছিল। কিন্তু মার্কের দিকে চেয়ে দেখল আগুন নেভানোর আপ্রাণ চেষ্টায় ওর ব্যাণ্ডেজটা আবার রক্তে লাল হয়ে উঠেছে। ছুটে পালাবার মত শক্তি ওর মোটেও নেই।

'ঠিক আছে, জেমস!' চিৎকার করল সে। 'তুমিই জিতলে! আমরা

বেরিয়ে আসছি!'

'না, এরফান!' তীব্র প্রতিবাদ জানাল মার্ক। 'ওরা আমাদের কুকুরের মত গুলি করে মারবে!'

এরফান ওর কথার কোন জবাব দিল না। কেবল হাত উঁচিয়ে প্রচণ্ড আগুনের দিকে ইঙ্গিত করল সে। আগুন এগিয়ে ওদের আরও কাছে চলে এসেছে। ঠিক ওই মুহূর্তে সশব্দে একটা কড়িকাঠ মাটিতে আছড়ে পড়ল। ওটা হাজার টুকরো হয়ে চারপাশে আগুনের ফুলকি হয়ে ছড়িয়ে গুঁড়ো হলো।

'মার্ক, আমাদের হাতে আর পাঁচ মিনিট সময় আছে, তারপরে আমরা পুড়েই মরব,' দাঁত ঘষে বলল জেসাপ। একটু নার্ভাস ভাব ফুটিয়ে তুলেছে সে তার স্বরে। কিন্তু ধোঁয়ায় ভারি স্বরটায় যেন একটু তিক্ততার আভাস লক্ষ করল মার্ক।

'তোমাদের পিস্তলগুলো বাইরে ছুঁড়ে ফেলো!' রাস্তার ওপাশ থেকে গুরুগম্ভীর স্বরে আদেশ এল। 'তারপর হাত উপরে তুলে বেরিয়ে এসো।'

'ও যা বলছে তাই করো, বাছা,' ওকে বলল এরফান।

কিছুক্ষণ ইতস্তত করল মার্ক। হাতের পিস্তলটার দিকে একবার তাকাল। তারপর বাইরের দিকে চাইল।

'পিস্তলটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলো, মার্ক,' আদেশ করল জেসাপ। কথাটার গুরুত্ব বোঝাতে নিজের পিস্তল কক করে ছেলেটার দিকে তাক করল সে। মার্কের চোখ দুটো বিস্ময়ে বিস্ফারিত হলো, তারপর একটা বীতশ্রদ্ধ ভাব ফুটে উঠল ওর মুখে।

'আমি ভাবতেই পারিনি তুমিও ভয়ে পিছিয়ে যাবে,' তিক্ত স্বরে বলল সে।

'মৃত হিরো হওয়ার ইচ্ছে আমার নেই,' বলে ধমকে উঠল জেসাপ। 'বাইরে ছুঁড়ে ফেলো!'

একটা গালি দিয়ে আদেশ পালন করল মার্ক। জানালা থেকে সরে

দরজার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল সে। এবার এরফান তার পিস্তল দুটো জোরে ছুঁড়ে ফেলল। /৪৫ দুটো ঘুরতে ঘুরতে রাস্তার মাঝামাঝি জায়গায় ধুলোর ভিতর অর্ধেকটা ঢুকে গেল। প্রচণ্ড আগুনের তাপ ওদের ছুঁতে শুরু করেছে। ভারি হুড়কাটা দরজা থেকে নামিয়ে কাশতে কাশতে দরজা ঠেলে বেরিয়ে এল দুজন। আগুনের ফুলকিতে ওদের কাপড়ে ফোঁটা ফোঁটা পোড়া দাগ। ধোঁয়ায় চোখ জ্বলছে।

চোখের দৃষ্টি যখন পরিষ্কার হলো, ওরা দেখল ওদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল বিগ উইল। ওর মাংসল থাবায় একটা লম্বা রাইফেল। রাইফেলের ব্যারেলটা আটকোনা। বাঁটটায় রূপার কারুকাজ করা, আগুনের আলোয় ঝিলিক দিয়ে উঠছে।

'হাত উপরে তোলো, হতচ্ছাড়া পাজি!' বলে উঠল বিগ জেমস। 'এটা আমি সত্যিই উপভোগ করব!'

'অনেক পিস্তলবাজ এনেছিলে তুমি,' বলে হাত উপরে ওঠাল জেসাপ। 'তোমার হাতে ওটা শার্পস্ বাফার রাইফেল না?'

ওদের পিছনে সশব্দে আস্তাবলের ছাদটা ধসে পড়ল। আগুনের তাপ অসহ্য হয়ে উঠেছে।

'তুমি আমাদের একটু সরে দাঁড়াতে না দিলে আমরা আগুনে রোস্ট হয়েই মারা পড়ব,' বলল জেসাপ।

মুহূর্তের জন্যে বিগ জেমসের চোখ দুটো জ্বলে উঠল। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল সে। কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে হাতের ইশারায় ওদের আগুনের পাশ থেকে সরে এগিয়ে আসার ইঙ্গিত করল জেমস। আস্তাবলের আগুনে রাস্তাটা আলোকিত হয়ে উঠেছে। মার্ক ওয়্যাগ্নার কিছুই বলল না—এমনকি সঙ্গীর দিকেও তাকাল না সে।

'হ্যাঁ, ওটা শার্পস বাফার গানই বটে,' স্বীকার করে ওদের মুখোমুখি দাঁড়াল সে। 'পঞ্চাশ ক্যালিবারের গুলি ছোঁড়ে এটা। আমি এর গুলিতে আধমাইল দূরের মানুষকেও মরে ছিটকে পড়তে দেখেছি। এটা সামনে

থেকে মানুষের কি অবস্থা করে সেটা দেখার ইচ্ছা আমার অনেকদিন থেকেই ছিল।'

আত্মসমর্পণের পর এই প্রথম মার্ক মুখ খুলল।

'তোমার যদি আমাদের মেরে ফেলারই ইচ্ছা থাকে, তবে মারো, জেমস!' তিক্ত স্বরে বলল সে। 'তোমার এই বিজয়োল্লাস আর সহ্য হচ্ছে না আমার।'

জেমস হাসল। সন্তুষ্ট, কুটিল একটা হাসি।

'এত সহজে তোমরা রেহাই পাচ্ছ না, বাছা,' গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করল সে। 'আমি এই শহরের সবার সামনে তোমাদের একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরতে চাই। চেয়ে দেখো!' মাথা দুলিয়ে ইঙ্গিত করল জেমস। বন্দী দুজন ঘুরে দেখল বাকি দুজন জেমস রাইডার খোলা পিস্তল হাতে শহরে শঙ্কিত আর নার্ভাস লোকগুলোকে একত্র করে গরুর মতই তাড়িয়ে নিয়ে আসছে।

'জেমসটাউনের সবাই কি ঘটে তা দেখবে,' সন্তুষ্ট স্বরে বলল জেমস। 'এবং সারা জীবন মনে রাখবে। ওরা তোমাদের মরতে দেখবে। আমার সাথে লাগতে এলে তার পরিণাম কি দাঁড়ায় সেটাই ওরা দেখবে। এটা জেসাপ শহরে আসার আগেও আমার শহর ছিল। এখনও তাই আছে! এটা সবসময়ে আমার শহরই থাকবে! আমার, শুনতে পাচ্ছ?' চিৎকার করে সবাইকে শুনিয়ে কথা বলছে উইল। শহরে লোকগুলো জেমসের থেকে মাত্র গজ-দুই দূরে এনে ওদের থামিয়েছে রকি আর র‍্যালফ। জেসাপ আড়চোখে উইলকে লক্ষ করছে। লোকটা উন্মাদ হয়ে উঠেছে এখন। একটা সুযোগ হয়তো থাকতে পারে···একটা ক্ষীণ চান্স।

'তুমি···তুমি আমাদের ঠাণ্ডা মাথায় নিশ্চয় খুন করবে না, করবে? মিস্টার জেমস?' কাঁপা স্বরে বলল জেসাপ। মার্ক ওয়্যাগ্নারের ওর প্রতি ঘৃণার দৃষ্টি উপেক্ষা করল সে। 'তুমি···তুমি নিশ্চয়···আমরা কেবল আত্মরক্ষা করছিলাম।' হাসিতে জেমসের মাথা পিছন দিকে হেলে গেল।

জনতার দিকে ফিরল সে—রাস্তা জুড়ে একটা খ্যাপা জন্তুর মত হয়ে উঠেছে জেমস। লোকগুলো সভয়ে কিছুটা পিছিয়ে গেল।

'তোমরা দেখছ ও এখন কেমন করছে?' গর্জে উঠল জেমস। 'দেখেছ লোকটা কেমন শক্ত? আর আস্তাবলে লুকিয়ে আমার লোকজনকে খুন করার সুযোগ ওর এখন নেই! দেখেছ উইল জেমসের বিরুদ্ধে দাঁড়ালে মানুষের কেমন অবস্থা হয়? এইভাবে তুড়ি মেরে তোমাকে শেষ করে ফেলব আমি!' একটা তুড়ি বাজাল সে। ওর বাম হাতটা তুড়ি বাজাতে শূন্যে তোলায় ডান হাতের বাফেলো রাইফেলটা একটু দুলে উঠল। ওই সামান্য অসতর্কতার সুযোগে নড়ে উঠল জেসাপ। ওর প্রচণ্ড একটা ধাক্কায় টলতে টলতে একপাশে সরে গেল বিস্মিত মার্ক। কিন্তু পায়ের সাথে পা বেধে পড়ে গেল। পড়ার সময়ে সে দেখল যাকে শহরবাসীর সামনে কাপুরুষ বলা হচ্ছিল সে বাম দিকে ঝাঁপ দিয়ে গড়িয়ে ধুলোয় অর্ধেক গাঁথা পিস্তলটার দিকে এগিয়ে গেল।

ওই আধসেকেণ্ডে জেমসের চেহারা থেকে তৃপ্ত অহমিকার ভাব মুছে গিয়ে বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠল। একই সাথে রকি চেঁচিয়ে উঠল, 'উইল, সাবধান!' মুহূর্তে শহরবাসী গুলির আওতা থেকে দ্রুত ছুটে সরে গেল। আতঙ্কে চিৎকার উঠেছে ওদের মধ্যে। ওদের ধাক্কায় ছিটকে পড়ল র‍্যালফ। ঘুরে দাঁড়াল বিগ জেমস। ওর বাম হাতটা দ্রুত পিছিয়ে এসে রাইফেল কক করল। রাইফেলের ব্যারেলটা এরফানের দিকে তাক করছে। পিস্তল হাতে কুঁজো হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে এরফান। রাগে প্রচণ্ড একটা হুঙ্কার ছেড়ে ট্রিগার টিপল জেমস। রাইফেলের প্রচণ্ড আওয়াজে কোল্ট /৪৫ এর আওয়াজ ঢেকে গেল। কিন্তু ট্রিগার টেপার আগেই উইলের মৃত্যু ঘটেছে দাঁড়ানো অবস্থায়। একটা ছোট গর্তের সৃষ্টি হয়েছে ওর ভারি ভুরু দুটোর মাঝখানে। টলতে টলতে কিছুটা পিছিয়ে একটা ছোট লাফ দিয়ে চিৎ হয়ে উল্টে পড়ল জেমস। এক সময়ে যে শহরটা তার ছিল, সেটারই ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল ওর লাশ।

বড় ক্যালিবারের বুলেটটা সেলুনের দেয়ালে লেগে ছিটকে বেরিয়ে গেল। রকি মার্কের দিকে গুলি ছুঁড়ল—রাস্তায় কিছুটা ধুলো উড়ল। উইলকে গুলি করেই ঘুরে দাঁড়িয়েছে এরফান। ওর হাতের পিস্তলটা পরপর দুবার গর্জে উঠল। দুটো গুলি খেয়ে পিছিয়ে গেল রকি। ওর হার্টে দুটো ফুটো রেখে বেরিয়ে গেল এরফানের গুলি। এসব ঘটনার ফাঁকে নিজেকে সামলে উঠে দাঁড়াল র‍্যালফ, ছুটে এগোচ্ছে সে। ঝট করে গোড়ালির ওপর ঘুরে বাঁয়ে ফিরল এরফান। কিন্তু র‍্যালফের পিস্তল গুলিবর্ষণ করছে। রুদ্ধশ্বাসে দর্শকরা দেখল এরফানের মুখটা ব্যথায় একটু বিকৃত হলো। কিন্তু ওর পিস্তলটাও সেইসঙ্গে পিস্তল নিঃশেষ করে শেষ দুটো গুলি ছুঁড়ল। ওগুলোর একটা র‍্যালফের মাথায় আর অন্যটা হার্টে লাগল। গুলির ধাক্কায় দৌড়ের মাঝেই থমকে থেমে গেল র‍্যালফ। লোক মরেছে কিনা বুঝতে না পেরে আবার ট্রিগার টিপল এরফান। খালি পিস্তল থেকে কেবল একটা "ক্লিক" শব্দ হলো। কিন্তু আগেই ঘায়েল হয়েছে র‍্যালফ, আধপাক ঘুরে ভিজে ছালার মত মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সে।

একটা হাঁটুর ওপর পড়ে গেল জেসাপ। বাম হাত মাটিতে ঠেকিয়ে ডান হাতে কপালের ওপর থেকে রক্ত সরাচ্ছে সে। র‍্যালফের একটা গুলি ওর মাথার উপর দিকে লেগেছে। ক্ষত থেকে রক্ত চোখের ওপর পড়ে ওর দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে উঠেছে। একটা ঘোরের মধ্যে আবার উঠে দাঁড়াল জেসাপ। রক্তে ভেজা পিছল আঙুলে গুলি বের করে পিস্তলে ভরার চেষ্টা করছে সে। বুড়োর মত চোখ দুটোকে ছোট করে সামনে কেবল কুয়াশার মত কিছু দেখতে পাচ্ছে। মার্ক ওয়্যাগ্‌নার ওর দিকে এগিয়ে এল। অস্ত্রহীন মার্ক গুলির বৃষ্টি এড়িয়ে সেলুনের বারান্দায় উঠে পড়েছিল। শহরের লোকগুলোও উঠে দাঁড়াতে আরম্ভ করেছে। একটা পরিচিত স্বর রাস্তার নীরবতা ভঙ্গ করল।

'জেসাপ!'

নিজের ঝাপসা দৃষ্টিটা ফোকাস করার চেষ্টা করছে এরফান। সে জানে না র‍্যালফের গুলিতে মাথায় চোট পেয়েছে—মাথা ঝাঁকিয়ে মাথার ভিতর

অবিরাম গুঞ্জনটাকে থামাতে চেষ্টা করল। জেসাপ আচ্ছন্ন অবস্থাতেই তার খালি পিস্তলটা একটু উঁচু করল। সরু স্বরটা সামনের কুয়াশা ভেদ করে ওর কানে পৌঁছল।

'চেষ্টা করেই দেখো!'

হাত নামিয়ে কাঁধ উঁচাল জেসাপ। একটা দুঃসাহসিক চেষ্টা সে করেছিল, কিন্তু ওরা তাকে পরাস্ত করেছে। বিভ্রান্ত এরফান মনে করার চেষ্টা করছে—জেমদের কোনজন ওটা? স্বরটা চেনা মনে হচ্ছে কেন? তারপর মুহূর্তের জন্যে ওর দৃষ্টি পরিষ্কার হলো। দেখল যাকে সে মৃত মনে করেছিল—লোকটা সেই বাড জেমস!

জেমস পরিবারের শেষ অত্যাচারী শাসক শেরিফের বাড়ির বারান্দা থেকে নেমে এল। নীরব আতঙ্ক নিয়ে ওর দিকে চেয়ে আছে শহরের লোকজন। বাড জেমসের চেহারা বিকৃত হয়ে ফুলে বীভৎস দেখাচ্ছে। জামা-কাপড় ছিঁড়ে ঝুলছে, রক্তাক্ত। ওর হাত আর পায়ের যেটুকু দেখা যাচ্ছে তার ওপর কোন চামড়া নেই। মুখটা ছিলকা ছাড়ানো টমেটোর মতই লাল। ওর দুচোখ বুনো রাগে জ্বলছে। কক করা রাইফেল হাতে জেসাপের দিকে আরও তিন পা এগিয়ে এল বাড। শহরবাসীরা কেউ নড়তে সাহস পাচ্ছে না।

'তুমিই আমার এই অবস্থার জন্যে দায়ী, হারামজাদা শুয়োর,' তীক্ষ্ণ চড়া স্বরে বলল বাড। 'তুমিই এটা করেছ।' রাগে ফুঁপিয়ে উঠল লোকটা। 'উইলকেও তুমিই মেরেছ। তুমি আর তোমার দুই পয়সার পচা র‍্যাঞ্চার বন্ধু সব পণ্ড করে দিয়েছ। কিন্তু এর জন্যে তোমাকে শাস্তি পেতে হবে। তোমাকে আমি গুলি করে টুকরো-টুকরো করে ফেলব, জেসাপ। বুঝতে পারছ? তোমাকে গুলি করে ছিন্নভিন্ন করব। একটু একটু করে...হ্যাঁ, একবারে মারব না...একটু একটু করে...' বিচ্ছিরি শব্দ করে হেসে উঠল বাড। 'নরকে যাবে তুমি!'

ভাঙা ডান হাত আড়াআড়ি করে ভাঁজ করে কব্জির কিছুটা উপরে

রাইফেল রেখে জেসাপের দিকে তুলল বাড। ওর বাম হাতের আঙুলটা ট্রিগারের ওপর সাদা হয়ে উঠল। এরফান খালি পিস্তল হাতে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে গুলির ধাক্কা খাওয়ার অপেক্ষায় আছে। লোকে বলে অনুভব করা যায় না, শব্দটাই কেবল শোনা যায়। শব্দে মুখ কুঁচকাল এরফান।

কিন্তু শব্দটা বাড জেমসের রাইফেল থেকে আসেনি। ওটা এসেছে বারান্দায় খুঁটির সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো ডাক্তার রায়নারের পিস্তল থেকে। শুধু আণ্ডারওয়্যার আর গেঞ্জি ওর পরনে। মুখটা ফুলে বিকৃত হয়ে উঠেছে—চেনাই যাচ্ছে না ওকে। গুলিটা রাইফেলের বাঁটে আঘাত করে বাডের হাত থেকে ওটাকে ছিটকে ফেলে দিল। গুলির ধাক্কায় টলতে টলতে দু'পা পাশে সরে গেল বাড। নীরবতা ভঙ্গ করে ডাক্তারের গলার গম্ভীর স্বর শোনা গেল।

'কি ধরনের শহর এটা?' শহরবাসীর উদ্দেশে চিৎকার করে বলল সে। 'তোমরা কি পাশে দাঁড়িয়ে কেবল তামাশাই দেখবে? যে লোক তোমাদের বাঁচাবার উদ্দেশ্যে লড়ল তাকেই চোখের সামনে খুন হতে দেখবে? তোমরা কি বুঝতে পারছ না স্বাধীনতার জন্যে তোমাদেরও লড়তে হবে?' জন্তুর মত একটা আওয়াজ বেরোল বাড জেমসের মুখ থেকে। হাত থেকে ছিটকে পড়া রাইফেলটা তুলে নেয়ার জন্যে ঝাঁপ দিল সে। ওর গলার ভিতর থেকে একটা উন্মত্ত উন্মাদের চিৎকার বেরিয়ে এল।

'তোমাকে আমি শেষ করব, জেসাপ!'

ওর দিকে এক পা এগোল এরফান। কিন্তু তার আগেই একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল ওর চোখের সামনে। এতদিনের চাপা আক্রোশ যেন একসঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এল। শহরের লোকজন একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাড জেমসের ওপর। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে ওরা। 'না।' ওদের থামাবার জন্যে চিৎকার করে উঠল এরফান। কিন্তু খেপা জনতার কানে পৌঁছল না ওর কথা। একটা পাশবিক আর্তনাদ শুনতে পেল জেসাপ। সে জানে কি ঘটবে। একপাল নেকড়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে শেষ জেমসের ওপর।

তেইশ

দূরে, বহু দূর থেকে যেন কথাবার্তার শব্দ পৌঁছাচ্ছে এরফানের প্রায় অচেতন মগজে। বালির ওপর পানি ছড়ানোর মতই ধীরে স্মৃতির চেতনা ফিরে আসছে ওর মনে। প্রথমে আগুন, তারপর আস্তাবল; ওর মনে পড়ল একটা বিশাল লোক পড়ে যাচ্ছে। মনে পড়ছে…মনে পড়ছে? চোখ খুলল সে। আলোটা ছুরির ফলার মতই ওর চোখে বিঁধল। কে যেন বলল, 'ও জেগেছে।'

একটা মুখ ঝুঁকে ওর দিকে চেয়ে আছে। তরুণ মুখ। পাশেই একটা মেয়েকেও দেখা যাচ্ছে। ওদের চেহারায় অনেক মিল আছে। ভাই আর বোন? তারপর আরেকটা মুখ। মনে হয় লোকটা মারপিট করেছে—মুখটা তোবড়ানো, ফোলা—হলুদ, বেগুনী, সবুজ আর কালো।

আবার ছেলেটার মুখ। ওর মনে হলো ছেলেটা কাঁদছে।

'কেঁদো না,' বলল সে। তারপরেই আবার ঘুমের কোলে ঢলে পড়ল। ধীরে কালো আঁধার যেন ওকে কোমল কম্বল দিয়ে ঢেকে দিল। তারপর তিনদিন সে ঘুমাল। এরমধ্যে একবারও চোখ খোলেনি। চতুর্থদিন সকালে চোখ খুলে তাকিয়ে বিছানার পাশে দাঁড়ানো লোকটাকে বলল, 'হ্যালো, ডক।'

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ,' স্বস্তির শ্বাস ছাড়ল রায়নার। 'তুমি বেঁচে উঠেছ।'

এরফানকে জেমসটাউনের ঘটনার পর অজ্ঞান অবস্থায় "ও" র‍্যাঞ্চে আনার পর দশ দিন কেটে গেছে। এখন সে একটা নরম গদিওয়ালা চেয়ারে গা

এলিয়ে বসে মার্ক ওয়্যাগ্নারের মুখে জেমসটাউনের ঘটনা এবং তার পরে কি কি ঘটেছে তারই বর্ণনা শুনছে। ডাক্তার মেরি অ্যানের কাঁধে হাত রেখে হাসি মুখে তাকিয়ে আছে। উত্তেজিত স্বরে বন্ধু এরফানকে সব খবর জানাচ্ছে মার্ক।

'জেমসরা শহরটা আবার দখল করার শেষ চেষ্টা চালিয়েছিল তখনও আমরা কিছুই জানতাম না,' বলে চলল মার্ক। 'তুমি ওই সময়ে হাজির হয়ে ওদের বাধা না দিলে ওদের প্ল্যানই সফল হত।'

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না,' হেসে বলল এরফান। 'শহরটাকে নিজেদের দখলে রেখে জেমসদের কি লাভ হত?'

রায়নার একটু সামনে ঝুঁকল। 'সেটা একটা অকল্পনীয় ব্যাপার, এরফান,' বলল সে। 'শহরটাকে ওদের কবল থেকে তুমি মুক্ত করার পর শহর যখন আবার প্রায় স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে, এইসময়ে একজন ভদ্রলোক এসে হাজির হলো—স্লিম হ্যাগস্ট্রমকে খুঁজছিল সে।'

'কিন্তু হ্যাগস্ট্রম হাওয়া কোনদিকে বইছে দেখে আগেই শহর ছেড়ে পালিয়েছিল,' ডাক্তারের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল মার্ক। 'লোকটা নিশ্চয় খুব ভয় পেয়েছিল। নিজের কাপড়-জামাও নেয়নি সে—কেবল জানটা নিয়ে পালিয়েছে।'

'শহরবাসীর কপাল ভাল, ভল্টটা টাইম-লক করা ছিল,' আবার বলতে শুরু করল ডাক্তার। 'তাই ওটা থেকে কোন টাকা-পয়সা সরাতে পারেনি সে। আমাদের জমা টাকা অন্তত নিরাপদ ছিল। যাহোক, যা বলছিলাম : পরে বোঝা গেল ওই ভদ্রলোক, মিস্টার বেগিন, টেরিটোরিয়াল লেজিসলেচারের একজন ল্যাণ্ড ইন্সপেক্টর। লোকটা শুনে অবাক হলো যে টুইন পীকস-এ সরকারের একটা বাঁধ তৈরির ব্যাপারে আমরা কেউ কিছু জানি না। ওটা এখান থেকে বেশি দূরে নয়—এই উপত্যকারই শেষ মাথায়।'

'আমরা ওকে জানালাম জেমসরা এখানে কি ধরনের কাণ্ড কারখানা

চালাচ্ছিল,' এবার মার্ক বলতে শুরু করল। 'সে বলল উইল জেমসের সাথে আগেই তার পরিচয় হয়েছে। কথাটা সে যেভাবে বলল তাতে মনে হলো উইল কি প্রকৃতির লোক তা সে আগেই টের পেয়েছিল।'

'তোমাকে ধন্যবাদ, এরফান,' বলল মেরি অ্যান। 'এখন উপত্যকার প্রত্যেকে এই অগাধ সম্পদের ভাগ পাবে। এই নিষ্ফলা এলাকার প্রত্যেক একরই পানি পেয়ে সফলা হয়ে উঠবে।'

'এইজন্যেই ওরা শহরটার ওপর দখল রাখতে চেয়েছিল,' জানাল রায়নার। 'ওই বাঁধ তৈরির কথা পাকাপাকি হয়ে গেলেই সে শহরের প্রতিটা দালান আর এই এলাকার সব জমি সে কিনে নিত—সত্যিই রাতারাতি অগাধ সম্পত্তির মালিক হয়ে উঠত সে।'

'তুমি এসেই সব ওলটপালট করে দিলে,' বলল মার্ক। কিন্তু তারপরেই একটা প্রশ্ন জাগল ওর মনে। 'আচ্ছা তুমি কি এমনিই এখানে হাজির হয়েছিলে, নাকি—'

'ওরকম একটা প্রশ্ন তোমার মনে কিভাবে জাগল?' প্রশ্ন করল জেসাপ। ওর গলার স্বরটা অলস, কিন্তু রায়নার কথাটার সুরে যা বুঝল, সেটা মার্ক বুঝল না।

'জানি না, এরফান,' আমতা আমতা করল ছেলেটা। 'ব্যাপারটা এমন ভাবে ঘটল, যেন মনে হচ্ছে কেউ জানত এখানে কি ঘটছে—এবং জেনেই তোমাকে পাঠিয়েছিল এর প্রতিকার করার জন্যে।'

'নিশ্চয়,' হেসে উঠল এরফান। 'সেই লোকটা জানত আমি কোনদিন এখানে এসে পৌছব এবং কোনদিন তুমি বাড জেমসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। এটাও সে জানত যে আমি বিগ জেমস আর তার পিস্তলবাজদের কাবু করতে পারব। আস্তাবল পুড়িয়ে দিলেও মরব না কারণ সে জানত আমি বেরোতে পারব—আর গুলি খেলেও মরব না, কেবল আহত হব। নিশ্চয়,' বলে চলল সে, 'একজন আমাকে পাঠিয়েছিল—ভাগ্যদেবী, বাছা, আর কেউ নয়।'

'যাই হোক,' বলল মার্ক। 'তুমি আসায় এই শহরের জন্যে খুব ভাল হয়েছে। নইলে জেমসরা এই উপত্যকাও পুরোটা গিলে ফেলত।'

'প্রায় সক্ষমও হয়েছিল,' মন্তব্য করল জেসাপ।

'আরে ছাড়ো, এরফান,' প্রতিবাদ করল মার্ক। 'তোমার বিরুদ্ধে ওদের কোন চান্সই ছিল না। আমি জীবনে এমন লড়াই দেখিনি—ওরা তিনজন, আর তুমি একা—তাও ওই তিনজনের মধ্যে একজন ছিল বিগ উইল। আমি বাজি ধরে বলতে পারি টেক্সাসের আউটল "বিদ্যুৎ" এলেও তোমার সাথে পারবে না।'

ডাক্তার আর এরফানের মধ্যে একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টির বিনিময় হলো।

'কি বলছ তুমি?' বলল এরফান। 'ডাক্তার রায়নার ঠিক ওই সময়ে হাজির না হলে আমি তো মারাই গেছিলাম। ওদের সাথে আবার আমার ওপারে দেখা হত। আচ্ছা, তোমার কি ঘটেছিল সেটা তো জানাই হলো না—কোথায় লুকিয়ে ছিলে তুমি, ডাক্তার?'

'নিজের বাড়িতেই ছিলাম,' বলল সে। 'ডাফ জেমস আমাকে পিটিয়ে প্রায় মেরেই ফেলেছিল। জ্ঞান ফিরে পেয়ে আমি তখনও বেঁচে আছি দেখে আশ্চর্য হলাম। আরও অবাক হলাম হাঁটতে পারছি দেখে। ঘরে এক বোতল হুইস্কি ছিল, তার কিছুটা খেয়ে বেশ চাঙ্গা বোধ করলাম। বাইরে উঁকি দিয়ে দেখলাম আস্তাবলটা পুড়ে শেষ হয়ে গেছে—ভাবলাম তোমরাও নিশ্চয় মারা পড়েছ। আমার মাথার ঠিক ছিল না তখন, পিস্তল হাতে বেরিয়ে পড়লাম। দেখলাম অনেক লোকজন রয়েছে বাইরে। এই সময়ে দেখতে পেলাম তুমি রয়েছ ওখানে—রাইফেল তুলে বাড জেমস তোমাকে মারতে যাচ্ছে। পিস্তল তুলে ওকে মারার জন্যেই গুলি ছুঁড়েছিলাম আমি—দেখলাম ওর গায়ে না লাগলেও ওর হাত থেকে রাইফেলটা পড়ে গেল। ভেবেছিলাম তোমাকেও বুঝি সে মেরে ফেলেছে, কারণ তখন ধুলোয় লুটিয়ে পড়েছ তুমি।'

'তারপর ডাক্তার চেঁচিয়ে সবাইকে বলল ওরা যদি স্বাধীন হতে চায় তবে তাদের নিজেদেরই কিছু করতে হবে,' উৎসাহের সাথে বলে উঠল

মার্ক। 'শহরের লোকেরা ওকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল।'

'আমি জনতার চিৎকার শুনেছিলাম,' বলল এরফান। 'কিন্তু তারপরেই নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

'সে আর বলা লাগবে না তোমার,' বলে উঠল মার্ক। 'তুমি যে লম্বা ঘুম দিয়েছ, তাতে প্রায় রূপকথার স্লীপিং বিউটিকেও হার মানাবার জোগাড় করেছিলে।'

'ওরা বাক লেনকে পেল জেলঘরের কোনায়,' এরফানকে জানাল ডাক্তার। শহরের লোক ওকে ফাঁসিতে ঝোলাতে চেয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওকে ল্যাংটা করে একটা ঘোড়ার পিঠে তুলে উত্তর দিকে পাঠিয়ে দেয়া হলো। কিছুই সাথে নিতে পারেনি সে।'

'জানটা যে সাথে নিতে পেরেছে সেটাই বেশি,' মন্তব্য করল মার্ক।

'তা ঠিক,' বলল ডাক্তার। 'কিন্তু ওরা সবাই স্বীকার করল লোকটা জেমসদের হাতের পুতুল ছিল মাত্র—এর বেশি কিছু নয়।'

'কথা শোনো ওর!' কৌতুকের সুরে বলল মার্ক। 'ওর কথা শুনে মনে হচ্ছে যেন আলাপ আলোচনার মধ্যে ঘটেছে সব। আসলে ডাক্তারই পিস্তল কক করে জনতার সামনে রুখে দাঁড়িয়ে বলেছিল হত্যাকাণ্ড এই শহরে আর চলবে না। ওরা ডাক্তারকে সম্মান করে নাকি পিস্তলের ভয়ে পিছিয়ে গেল জানি না। তবে ওরা শান্ত হলো এটা ঠিক।'

কথাগুলো শোনার সময়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে মেরি অ্যান ডাক্তারের দিকে চেয়ে রইল। একটু অপ্রস্তুত হয়ে সে প্রতিবাদ করল, 'ওরা আসলে জেমসদের বিরুদ্ধে সময় মত এগিয়ে না আসার লজ্জা ঢাকার জন্যেই ওটা করতে যাচ্ছিল।'

মাথা নাড়ল এরফান। 'ওসব মনস্তত্ত্বের কথা আমার মাথায় ঢোকে না। তাই তোমার কথাই আমি মেনে নিলাম। এখন কি ঘটছে?'

'আমরা একটা কমিটি গঠন করেছি,' বলল ডাক্তার। 'এই উপত্যকার জমি কে কতদিন যাবত এখানে আছে সেটা বিচার করে সেই অনুযায়ী ভাগ

করা হবে। এরপরে যা জমি থাকবে তাতে নতুন লোক আসতে পারবে। হোমস্টেড আইন অনুযায়ী ওরা একশো ষাট একর করে জমি পাবে। আমি বর্তমানে অ্যাকটিঙ-মেয়র হিসেবে কাজ করছি, এবং আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি তুমি সুস্থ হয়ে উঠলেই তোমাকে শেরিফের পদে নিয়োগ করা হবে।'

'আমাকে তোমাদের আর দরকার নেই,' বিড়বিড় করে বলল জেসাপ। 'তোমরা এখন স্বাধীন।'

'এখনও নতুন যারা আসবে তাদের নিয়ে কিছু ঝামেলা আসতে পারে,' যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করল রায়নার। 'আমাদের সাহায্যের দরকার হবে, এরফান। এবং পরে...তুমি চাইলে পিস্তলের ব্যবহার একেবারে জন্মের মত ছেড়ে দিতে পারবে।'

বিষণ্ণ ভাবে হাসল এরফান। প্রস্তাবটা লোভনীয়। এরা ওকে ভালবাসে, সেইজন্যেই ওকে চাইছে। নিঃসঙ্গ মানুষের জন্যে এটা নিঃসন্দেহে একটা আকর্ষণীয় অফার। কিন্তু সে জানে এটা হওয়ার নয়।

'আমার যদি স্মৃতি লোপ পেত, তবে এটা সম্ভব হত,' বলল সে। 'কিন্তু বর্তমানে আমি তা পারব না—আমার একটা কাজ বাকি রয়ে গেছে।'

রায়নার হাসল। জেসাপকে থাকার জন্যে আর জোর করল না। ওর কাজটা যে কি তা সে প্রথম দিনই জেনেছে। কিন্তু কাউকে বলেনি। মার্কের বিভ্রান্তি ঘুচাতে সে বলল, 'ঠিক আছে, আমরা কাজ চালিয়ে নেব। আরেকজনের কথা আমি ভাবছি, যে কাজটা খুব ভালভাবে চালাতে পারবে—সে হচ্ছে আমাদের মার্ক।'

'আমি?' উৎসাহের সাথে বলে উঠল সে। 'টাউন মার্শাল!' কিন্তু পরক্ষণেই তার চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ পড়ল। 'তাহলে "ও" র‍্যাঞ্চ কে চালাবে?' বোনের দিকে তাকাল সে। মেরি অ্যান হেসে জ্যাক রায়নারের দিকে তাকাল। আবার হাসি ফুটল মার্কের মুখে। 'ওহ, বুঝেছি,' মাথা ঝাঁকাল সে। 'মনে হচ্ছে আমাকে হয় টাউন মার্শাল হতে হবে, কিংবা ডক্

আর মেরির হয়ে কাজ করতে হবে। তাহলে আমি–'

'কাজটা নেবে, এই তো?' ওর বাকি কথাটা শেষ করল জ্যাক। সবাই একসাথে হাসিতে যোগ দিল। মেরি অ্যান জেসাপের দিকে ফিরল।

'তুমি কি করবে, এরফান? আমাদের সাথে কিছুদিন থাকবে তো? অন্তত বিয়ে পর্যন্ত?'

'পারলে আমি খুব খুশি হতাম,' ওকে জানাল জেসাপ। 'কিন্তু আমার যেতেই হবে। ডাক্তার যখন বলবে আমি ঘোড়ায় চড়ার মত সুস্থ হয়েছি, তখনই রওনা হব আমি।'

'ওহ্, জ্যাক, ওকে বলো বিয়ে পর্যন্ত ওর ঘোড়ায় চড়া মানা,' বলে উঠল মেরি।

'বললেও আমার কথা ও বিশ্বাস করবে বলে মনে হয় না,' জবাব দিল ডাক্তার। 'আমার মত সেও জানে আর দু'দিনের মধ্যেই ঘোড়ায় চড়ার মত সুস্থ হয়ে উঠবে সে। ওর স্মৃতি-ভ্রম একটা ক্ষণস্থায়ী ব্যাপার ছিল, এখন ঘোড়ার মতই শক্তিশালী। তবু যদি সে বিয়ে পর্যন্ত থাকে আমি খুব খুশি হব।'

অনেক অনুরোধ করল মার্ক, যুক্তি দেখাল, কিন্তু কোন কাজ হলো না। ওরা বুঝল এরফান সত্যিই ওদের ছেড়ে চলে যাবে। শেষ পর্যন্ত সবাই ব্যাপারটা মেনে নিল।

'ওহো,' বলে উঠল মার্ক। 'শহরের নাম পালটানোর কথাটা তোমাকে বলাই হয়নি।'

ডাক্তারের দিকে ফিরে এরফান জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপারটা কি?'

'ওটা আমাদের একটা আইডিয়া,' নাটকীয় ভঙ্গীতে বলল ডাক্তার।

'বলে ফেলো, ডাক্তার–ভূমিকা ছাড়ো!'

'ওরা সবাই শহরটার নাম পাল্টে জেসাপসটাউন রাখতে চায়, এরফান। অবশ্য এতে যদি তোমার কোন আপত্তি না থাকে। এতে এখানকার সবাই চিরজীবন তোমার কথা মনে রাখবে।'

এরফানের চেহারা দেখে মনের ভাব বোঝা যাচ্ছে না; একটু বিব্রত বোধ করছে সবাই—কারণ মুখে ও কিছু বলছে না। কেবল চুপ করে বসে আছে।

'নামটা তোমার পছন্দ হয়নি?' উৎকণ্ঠা নিয়ে প্রশ্ন করল মার্ক।

এরফান যখন মুখ খুলল, ভাবাবেগে ওর স্বরটা খুব ভারি শোনাল। 'চমৎকার আইডিয়া, ডাক্তার, কিন্তু···তোমাদের উচিত ডেভিড আর ফ্রেডের নামে কিছু করা। ওরা এখানকার স্থানীয় লোক। এই সংগ্রামে তারা নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়েছে। আমি বাইবেলের ইসমাইলের মত, জন্ম থেকেই ভবঘুরে। আমার নামে কোন শহরের নামকরণ করা ঠিক হবে না। আমাকে যদি তোমরা সত্যিই ভালবাস তবে আমি এখন যা বলব সেই কথাটা তোমরা রাখবে।'

'কি কথা, বলো? তোমার যেকোন কথাই আমরা রাখব, এরফান,' কথা দিল ডাক্তার জ্যাক রায়নার।

'আমি প্রস্তাব দিচ্ছি, ফ্রেডের নাম মনে রাখার জন্যে শহরের নাম ফ্রেডসবার্গ রাখা হোক—লোকটা জার্মান ছিল, তাই না? আর ডেভিড গ্রীনকে স্মরণ রাখার জন্যে এই উপত্যকার নাম গ্রীনভ্যালি রাখা হোক।'

কিছুক্ষণ অভিভূত হয়ে বসে রইল ডাক্তার। মনেমনে সে নিজেই লজ্জা পেল যারা প্রাণ দিয়েছে তাদের কথা ভুলে যাওয়ায়। 'খুব সুন্দর, আর যুক্তিসঙ্গত কথাই তুমি বলেছ, এরফান। তোমার প্রস্তাব মত ওইভাবেই নামকরণ করা হবে।'

কয়েকদিন পর তিনজন লোক "ও" র‍্যাঞ্চ ছেড়ে ঘোড়ার পিঠে শহরে এল। ডাক্তারের বারান্দায় এরফানকে বিদায় জানাবার মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছে ডাক্তার আর মার্ক। পাশেই হাতুড়ি ঠোকার কাজে ব্যস্ত রয়েছে লোকজন। নতুন করে আস্তাবল তৈরি করছে শহরবাসী লোকজন—সবাই সাহায্য করছে।

'ওটা যখন তৈরি হয়ে যাবে, সবাই ভুলতে শুরু করবে এখানে একদিন

কি ঘটেছিল,' বিষণ্ন সুরে মন্তব্য করল মার্ক।

'সেটাই ভাল, মার্ক,' জবাব দিল জেসাপ। 'জেমসরা শহরে যে ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল সেটা এখন সেরে উঠছে। জেমসদের কথা লোকে যত তাড়াতাড়ি ভোলে ততই মঙ্গল। ওদের অনুপস্থিতিতে ফ্রেডসবার্গ এখন সুস্থ সুন্দর হয়ে গড়ে উঠতে পারবে।' ছেলেটার কাঁধে হাত রাখল জেসাপ।

'বিদায়, মার্ক,' বলল এরফান। 'আমার অনুপস্থিতিতে আবার কোন লড়াইয়ে জড়িয়ে পোড়ো না যেন।'

'বিদায়, এরফান,' বিড়বিড় করে বলল মার্ক। বিদায় দেয়ার সময়ে কিছুতেই চোখ তুলে তাকাতে পারল না সে—কারণ তার চোখ ছলছল করছে। এরফানের সাথে বারান্দা থেকে নিচে নেমে এল ডাক্তার। গোপনে চোখ মুছে মার্ক তাকিয়ে দেখল হাত মেলাল ওরা—কিন্তু কেউ একটা কথাও বলল না। বিরাট কালো স্ট্যালিয়নটার পিঠে উঠে বসল এরফান। আবার খোলা রাস্তায় তার যাত্রা শুরু হলো।

উত্তরে রাস্তার বাঁকটার কাছে গিয়ে পিছন ফিরে ওদের দিকে তাকিয়ে একবার হাত নাড়ল এরফান। তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে অদৃশ্য হলো।